পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 153 Monday, 5 May, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৫৩ সংখ্যা ❋ ২১ বৈশাখ ১৪৩২, সোমবার, ৫ মে ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘রায় পুনর্বিবেচনা করা হোক’, ২৬ হাজারের চাকরি বাতিল নিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টে গেল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মেঃ ‘আমরা রিভিউ পিটিশনে যাব...’ এ কথা আগেই বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার ছাব্বিশ হাজার চাকরি বাতিল মামলার পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য। শুধু রাজ্য নয়, রায়কে ফের বিবেচনা করা হোক, এসএসসি-ও একই আর্জি জানিয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে এসএসসি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সাময়িক পরিবর্তন চেয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক, এই মর্মে আবেদন করেছিল পর্ষদ। এরপর পর্ষদের দাবি ছিল, একসঙ্গে প্রায় ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের চাকরি চলে গেলে অসুবিধায় পড়তে পারে রাজ্যের স্কুলগুলি। এই মর্মে শীর্ষ আদালতে গিয়েছিল পর্ষদ। সেই মামলায় স্বস্তি পেয়েছিল রাজ্য। প্রধান বিচারপতি

নির্দেশ দেন, নতুন করে নিয়েগো প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই ন'মাস আপাতত কাজ চালিয়ে যাবেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তবে গ্রুপ-সি ও গ্রুপ ডি-র পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ বেশি থাকার কারণে শিক্ষাকর্মীদের আপাতত কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়নি কোর্ট। এই সকল কর্মীরা একেবারে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াতেই বসবেন বলে জানায় আদালত। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সকল শিক্ষাকর্মীদের বার্তা দিয়েছিলেন মাসে-মাসে ভাতা দেওয়ার। তবে সেই ভাতার অঙ্ক বাড়ানোর আবেদন করেছিলেন অশিক্ষক কর্মীরা। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ২২ এপ্রিল প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের চাকরি বাতিলের রায় দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। সংশ্লিষ্ট রায়ে পুরো প্যানেল বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ‘সুপ্রিম দুয়ারে’ যায় রাজ্য। মানবিক কারণে ক্যানসার আক্রান্ত সোমা দাসের চাকরি বাদে বাকি হাইকোর্টের রায়কেই মান্যতা সুপ্রিম কোর্ট। আদালতে নির্দেশ ছিল, নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। আর সেই প্রক্রিয়ায় যোগ্যতা প্রমাণ করে ফিরতে হবে চাকরিহারাদের। এই আবহের মধ্যেই এবার গোটা রায়কে পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টে গেল রাজ্য।

পরিস্থিতি খারাপ হলে মুর্শিদাবাদে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হোক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মেঃ কিছুদিন আগেই হিংসাদীর্ণ মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সরজমিনে ঘুরে দেখেন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা। কথা বলেন দুর্গতদের সঙ্গে। এবার সোজা রিপোর্ট পাঠালেন অমিত শাহরের দফতরে। সূত্রের খবর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে পাঠানো ওই রিপোর্টেই পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে ৩৬৫ ধারা লাগুর সুপারিশ করা হয়েছে। একইসঙ্গে রিপোর্টের ছত্রে ছত্রে রাজ্য প্রশাসনের ব্যর্থতার কথাও তুলে ধরেছেন বোস। সূত্রের খবর, রিপোর্টে বলা হয়েছে ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত। স্থানীয় প্রশাসনের ব্যর্থতার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। একইসঙ্গে ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিকভাবে ধর্মীয় মেরুকরণের কথাও বলা হয়েছে। ধর্মীয় পরিচয়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক শোষণ হয়েছে, মনে করছে রাজভবন। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে বলা হয়েছে রিপোর্টে। প্রশাসনিক ব্যর্থতর ক্ষেত্রে তদন্তের কথাও বলা হচ্ছে। পাকাপাকিভাবে বিএসএফ, সিআরপিএফ মোতায়েনের কথাও বলছেন বোস। নজরদারি আরও বাড়ানোর সুপারিশ। এরইমধ্যে যদি পরিস্থিতি খারাপের দিকে যায় তাহলে আর্টিকেল ২৫৬ লাগুর সুপারিশ করা হয়েছে রাজভবন থেকে। এদিকে কয়েকদিন আগেই মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুরে বদলে গিয়েছে পুলিশ সুপার। এরইমধ্যে এদিনই আবার সামশেরগঞ্জ ছানার ওসি ও এক সাব-ইন্সপেক্টরকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এরইমধ্যে রাত পোহালেই সামশেরগঞ্জ এবং সুতিতে যাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকালে মুর্শিদাবাদে আসার কথা তাঁর থাকবেন বহরমপুর সার্কিট হাউসে। সেখান থেকে মঙ্গলবার তাঁর সামশেরগঞ্জে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করার কথা রয়েছে তাঁর।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে সুপারিশ বোসের

সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে জেলায় প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। এদিকে ‘রাজ্যপালের দেওয়া রিপোর্ট সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং পলিটিক্যাল অ্যাসাইনমেন্ট জনিত কারণ থেকে দেওয়া।’ মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ অশান্তি নিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সুপারিশ করেছেন, তা নিয়ে এমনই মন্তব্য করেছেন তৃণমূলের কুণাল ঘোষ। রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে দেওয়া ওই রিপোর্টে রাজ্যপাল উল্লেখ করেছেন, মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত, স্থানীয় প্রশাসনের ব্যর্থতা। তাই রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে কেন্দ্রী সরকারকে হস্তক্ষেপ করার সুপারিশ দিয়েছেন তিনি। সঙ্গে এও বলেছেন, প্রশাসনিক ব্যর্থতাও এক্ষেত্রে তদন্ত করতে হবে এবং পাকাপাকি ভাবে মুর্শিদাবাদ ও মালদহতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ও নজরদারি বাড়ানো হোক। একান্তই যদি পরিস্থিতি খারাপের দিকে যায় তাহলে ৩৫৬ লাগুর কথাও জানিয়েছেন তিনি। আর এহেন রিপোর্ট পড়েই কুণাল বলেন, ‘‘প্রথম কথা রাজ্যপাল জানেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অর্থাৎ ‘অবনতি’, ‘যদি কিছু হয়’, এই কথাগুলো আসে না। দ্বিতীয়ত, রাজ্যপাল এটাও জানেন, সীমান্তবর্তী এলাকায় সীমান্ত রাখার দায়িত্ব তাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের, বিএসএফএর। যদি ওপাশ থেকে এপাশে হামলাকারীরা ঢুকে উস্কানি দেয় বা অনুপ্রবেশকারীরা ঢোকে, এর দায়িত্ব বিএসএফ-এর, যেটা দেখেন অমিত শাহ।’’ রিপোর্টে কী লেখা উচিত ছিল, না ছিল সেটা নিয়েও তৃণমূল নেতা বলেন, ‘‘রাজ্যপালের সুপারিশে যেটা থাকা উচিত ছিল তা হল বিএসএফ-কে তাদের সঠিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। এসব না বলে তিনি বাংলাকে একটু ইঙ্গিতপূর্ণ কলুষিত এবং বিজেপিকে খুশি করার মতো ‘যদি’, 'কিন্তু', এসব লাগিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লেখা লিখেছেন।’’

পহেলগাঁও নিয়ে ফুঁসছে দেশ

মোদির সঙ্গে বৈঠকে বায়ুসেনা প্রধান মিলল ‘সম্পূর্ণ স্বাধীনতা’

নয়াদিল্লি, ৪ মেঃ ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে হামলার ঘটনায় ফুঁসছে দেশ। ২৬ জনের মৃত্যু ভুলতে পারছেন না কেউই। এই পরিস্থিতিতে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করলেন ভারতের বায়ুসেনা প্রধান এয়ার মার্শাল অমর প্রীত সিং। দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে শীর্ষস্তরের আলোচনার অংশ হিসেবে এই বৈঠককে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বিশেষজ্ঞ মহল। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ৭, লোক কল্যাণ মার্গে এদিন অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকটি। দীর্ঘ ৯০ মিনিট ধরে চলা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান, সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল দিনেশ কে ত্রিপাঠী এবং বায়ুসেনা প্রধান এয়ার মার্শাল অমর প্রীত সিং। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী এদিন দেশের সেনাবাহিনীকে ‘সম্পূর্ণ অভিযানে স্বাধীনতা’ দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। অর্থাৎ সেনা বাহিনী নিজেরাই নির্ধারণ করবে সঠিক সময়, পদ্ধতি এবং লক্ষ্য-কখন ও কীভাবে পহেলগাঁও হামলার জবাব দেওয়া হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের কয়েকদিন আগে নরেন্দ্র মোদি দেশের মন্ত্রিসভার দু'টি মূল কমিটির বৈঠকও আহ্বান করেছিলেন- ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি

এবং ক্যাবিনেট কমিটি অন পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ধারাবাহিক বৈঠকগুলি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া হতে পারে কড়া এবং সুনির্দিষ্ট। বিশেষজ্ঞদের মতে, কূটনৈতিক বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি ভারত যে সরাসরি জবাব দিতেও প্রস্তুত, তা এই পরপর বৈঠকগুলি থেকেই স্পষ্ট। উল্লেখ্য, সিসিপিএ ‘সুপার ক্যাবিনেট’ বলেই পরিচিত, কারণ এই কমিটিতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা থাকেন। এর আগেও ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলার পর সিসিপিএ-র বৈঠক হয়েছিল, যার পরপরই ভারত বালাকোটে বিমান হানা চালায়। ফলে পহেলগাঁও কাণ্ডের পর আবারও এই কমিটির বৈঠক সম্ভাব্য প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের জোরালো ইঙ্গিত বলেই মনে করা হচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বায়ুসেনা ইতিমধ্যেই পাক সীমান্তে মহড়া শুরু করেছে। আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ইঙ্গিত দিচ্ছে, ভারত পুরোপুরি যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। জব্বলপুরের খামারিয়ার অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টারির কর্মীদের ছুটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই অস্ত্র কারখানার যেসব কর্মী আগে থেকে ছুটিতে রয়েছেন, তাঁদেরও জরুরি ভিত্তিতে ছুটি বাতিল করা হয়েছে। আগামী দিনেও কোনও কর্মীকে ছুটি দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অস্ত্র তৈরির কাজটা শুরু করে দিল ভারতীয় সেনা? উল্লেখ্য, পহেলগাঁও হামলার পর ১২ দিন পেরিয়েছে। অথচ এখনও মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিচ্ছে ২৬ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করা জঙ্গিরা। এ পর্যন্ত কাশ্মীরে বেশ কয়েকটি অভিযান ও ধরপাক। চালিয়েও হামলার মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার বা নিকেশ করা যায়নি। এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে, ২২ এপ্রিল দুপুরে বৈসরণ ভ্যালি রিসর্টে হামলা চালায় চারজন। তার মধ্যে দু'জন পাকিস্তানি। বাকি দুজন কাশ্মীরের বাসিন্দা। চারজনের স্কেচও প্রকাশ হয়েছে। এদের পথপ্রদর্শক হিসাবে আদিল কঠোর নামের এক জঙ্গির নামও প্রকাশ করেছে তদন্তকারী সংস্থাগুলি। এর বাইরে আর কারা যুক্ত সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এসবের মধ্যেই পাকিস্তানের সঙ্গে কার্যত যুদ্ধের মেজাজে ভারত।

কাশ্মীরে ফের সেনা মৃত্যু! রবিবার সকালেই ৩ জওয়ানকে হারাল দেশ

শ্রীনগর, ৪ মেঃ জম্মু ও কাশ্মীরে রামবান জেলায় স্লিপ করে ৭০০ গভীর খাদে পড়ে গেল সেনার গাড়ি। রবিবার সকালের এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে গাড়িতে থাকা ৩ জওয়ানের খবর সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে। স্থানীয় বাসিন্দা, সেনা, পুলিশ এবং এসডিআরএফ ওই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ধার কাজে নেমে পড়ে। জানা গিয়েছে ওই সময় গাড়িতে ৩ জন সেনা ছিলেন। ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সকাল ১১টা নাগাদ ঘটে দুর্ঘটনাটি। পুলিশ সূত্রে

খবর, সেনার একটি কনভয় ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে জম্মু থেকে শ্রীনগরে যাচ্ছিল। সেই সময় কনভয়ে থাকা একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে গিয়ে আছড়ে পড়ে। নিহত সেনাদের নাম সিপাহি অমিত কুমার, সুজিত কুমার এবং মান বাহাদুর। তাঁদের মৃতদেহ খাদ থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে। ওই প্রতিবেদন অনুসারে উদ্ধৃত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে দুর্ঘটনার ফলে গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। দুর্ঘটনার আগে কী সমস্যা হয়েছিল তাও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে কর্মকর্তারা। প্রসঙ্গত, মার্চ মাসেও এই রকম একটি দুর্ঘটনায় দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল। পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী পুলিশ কর্তা জানান, রামবান জেলায় মার্চ মাসেও সব্জি বোঝাই একটি গাড়ি একই ভাবে স্লিপ করে খাদে পড়ে যায়। ওই ঘটনায় গাড়ির চালক আরশিদ আহমেদ এবং তাঁর সহকারী সেবা সিং দুজনেই উখরাল পোগাল-পারিস্তানে নিজের গ্রামে ফিরছিল। সেই সময়ে জম্মু-শ্রীনগর ন্যাশানাল হাইওয়েতে ব্যাটারি চেশমা এলাকার কাছে ঘটে দুর্ঘটনা।

পহেলগাঁও এফেক্ট! অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ছুটি বাতিলের নির্দেশ

মুম্বই, ৪ মেঃ পহেলগাঁওতে বেছে বেছে হিন্দু নিধনের ১৩ দিন পার। এখনও পর্যন্ত অধরা জঙ্গিরা। এখনও চলছে তল্লাশি। এই পরিস্থিতিতে মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুরের ভদ্রাবতী অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ছুটি বাতিল। যারা ছুটিতে গিয়েছিলেন তাদের সকলকে অবিলম্বে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ। ছুটিতে থাকা সকল কর্মচারীকে অবিলম্বে কারখানায় ফিরে আসার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কারখানাটি দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই ফ্যাক্টরিতে প্রচুর পরিমাণে গোলাবারুদ এবং ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করা হয়। পহেলগাঁওতে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার এবং বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভেবেই এই পদক্ষেপ করা বলে মনে করা হচ্ছে। শুক্রবার কারখানার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের তরফে একটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে। নোটিসে বলা হয়েছে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে কর্মীদের ছুটি তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করা হয়েছে। কেবলমাত্র বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিতেই ছুটি গ্রাহ্য হবে। এতদিন পেরিয়ে গিয়েছে, তবুও কেন জঙ্গিদের ধরা যাচ্ছে না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে ভারতীয় সেনা ও জম্মু কাশ্মীর পুলিশকে। জানা যাচ্ছে, সেনা চাইছে এই হত্যাকারীদের জীবিত গ্রেফতার করতে। তাই যথেষ্ট সাবধনতার সঙ্গে অপারেশন চালাতে হচ্ছে।

শিখ-বিরোধী দাঙ্গা প্রশ্নে অস্বস্তিতে রাহুল, ৪ দশক পর প্রকাশ্যে দায় স্বীকার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

‘কংগ্রেসের ইতিহাসের সমস্ত ভুলের দায় নিতে প্রস্তুত।’ অবশেষে প্রকাশ্যে ১৯৮৪ সালের শিখ-বিরোধী দাঙ্গার দায় স্বীকার করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াটসন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্সে একটি আলোচনা সভায় অংশ নিয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে এক শিখ যুবক ১৯৮৪ সালের শিখ-বিরোধী দাঙ্গা এবং কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি রাহুল গান্ধির অতীতের বক্তব্যের উল্লেখ করেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন, ‘‘ভারতে লড়াইটা এই নিয়ে যে একজন শিখ পাগড়ি পরতে পারবে কিনা, কড়া পরতে পারবে কিনা, গুরুদ্বারে যেতে পারবে কিনা।’’ শিখ যুবক এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেন, ‘‘আপনি বিজেপির ভারত নিয়ে শিখদের মনে ভয়ের সঞ্চার করেন, কিন্তু আমরা শুধু কড়া বা পাগড়ি পরতে চাই না, আমরা মুক্তভাবে আমাদের মত প্রকাশ করতে চাই, যা কংগ্রেসের শাসনকালে সম্ভব হয়নি।’’ ওই শিখ যুবকের প্রশ্নের জবাবে রাহুল গান্ধি বলেন, ‘‘আমি মনে করি না শিখরা কোন কিছুতে ভয় পায়। আমার বক্তব্য ছিল, আমরা কি এমন একটি ভারত চাই যেখানে মানুষ তাদের ধর্ম পালনে অস্বস্তি বোধ করবে? কংগ্রেসের ভুলের কথা বলতে গেলে, এর অনেক কিছুই ঘটেছে যখন আমি ছিলাম না। তবে আমি কংগ্রেসের ইতিহাসে যা কিছু ভুল হয়েছে, তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘আমি প্রকাশ্যে বলেছি যে ৮০'র দশকে যা ঘটেছিল তা ভুল ছিল। আমি একাধিকবার স্বর্ণ মন্দিরে গিয়েছি এবং ভারতের শিখ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক রয়েছে।’’ এরপরেই বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য বলেন, শিখ যুবকটি রাহুল গান্ধিকে তাঁর ভিত্তিহীন ভয় দেখানোর কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘‘রাহুল গান্ধি এখন কেবল ভারতেই নয়, বিশ্বজুড়ে উপহাসের পাত্র হয়ে উঠেছেন।’’ বিজেপি বারবার ১৯৮৪ সালের দাঙ্গা নিয়ে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তাদের রাজনৈতিক আক্রমণের জবাব দেয়। ১৯৮৪ সালের শিখ-বিরোধী দাঙ্গা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায়। এই ঘটনা নিয়ে কংগ্রেসের ভূমিকা বারবার প্রশ্নের মুখে পড়ে। ১৯৮০'র দশকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার পাঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন করেছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন র‍্যাডিকাল শিখ নেতা জর্নাইল সিং ভিন্ডরানওয়ালে। অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরে আন্দোলনকারী ভিন্ডরানওয়ালেকে নিষ্ক্রিয় করতে ভারতীয় সেনাবাহিনী ‘অপারেশন ব্লু স্টার’ পরিচালনা করে। এই অভিযানে শিখদের পবিত্র স্থান অকাল তখত ধ্বংস হয়ে যায়, যা শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এর কয়েক মাস পরে, ইন্দিরা গান্ধী তার শিখ দেহরক্ষীদের হাতে নিহত হন। এই হত্যার পর শিখদের বিরুদ্ধে ব্যাপক হিংসা চালানো হয়। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাহুলের বাবা রাজীব গান্ধি।

আজ মুর্শিদাবাদ যাচ্ছেন মমতা, কপ্টারে যাবেন হিংসা কবলিত সামসেরগঞ্জে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মেঃ সোমবার মুর্শিদাবাদে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বহরমপুরে সাংগঠনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার তিনি হিংসা বিধ্বস্ত এলাকায় যাবেন। কপ্টারে যাবেন সামসেরগঞ্জে। কথা বলবেন হিংসা কবলিতদের সঙ্গে। ওই দিনই ধূলিয়ানে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এতদিন পেরিয়ে যাওয়ার পর কেন মুখ্যমন্ত্রী সেখানে যাচ্ছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসে দেখাবেন, এখানে কোনও কিছু হয়নি। সবাই আমার কাছে এসেছে। নিহতদের শ্রাদ্ধ করার জন্য পুরোহিত খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমার দলের মুসলিম নেতাকে আমি পাঠিয়েছি। তিনি ভরসা দিয়ে শ্রাদ্ধ করিয়েছেন। বিনা পুরোহিতে শ্রাদ্ধ হয়েছে।’’ এদিকে, এই ঘটনায় সামসেরগঞ্জ থানার দুই অফিসারকে সাসপেন্ড করেছে জঙ্গিপুর জেলা পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী সফরের আগেই ওসি শিবপ্রসাদ ঘোষকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সাব ইন্সপেক্টর জালালুদ্দিন আহমেদকেও সাসপেন্ড করা হয়েছে। অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে তাঁদের। মুর্শিদাবাদের অশান্তি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে কড়া রিপোর্ট জমা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পরিস্থিতি খারাপের দিকে গেলে রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করেছেন তিনি। তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, পূর্ব পরিকল্পিত হামলা, ব্যর্থ পুলিশ প্রশাসন। এলাকায় স্থায়ী ভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করারও দাবি জানিয়েছেন তিনি।

পহেলগাঁও হামলার ১৫ দিন আগেই খুলেছিল একটা দোকান এই দোকানেই সব নজর এনআইএ-র, কী হয়েছিল?

শ্রীনগর, ৪ মেঃ পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার তদন্ত করছে এনআইএ। বৈসরনে থ্রিডি ম্যাপিং করেছে তারা। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। হামলার এক সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও, এখনও অধরা জঙ্গিরা। এরই মধ্যে এনআইএ-র নজর একটি বন্ধ দোকানের দিকে। কেন সন্দেহ এই দোকান নিয়ে? এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈসরনে হামলার মাত্র ১৫ দিন আগে একটি দোকান খুলেছিলেন এক ব্যক্তি। ঘটনার দিন তার দোকান বন্ধ ছিল। এতেই সন্দেহ দানা বেঁধেছে। হামলার সময় কোথায় ছিলেন ওই ব্যক্তি? কে এই ব্যক্তি? কী তাঁর পরিচয়? স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে খতিয়ে দেখছে এনআইএ। হামলার পরই স্থানীয় দোকানদার, হোটেল মালিকদের জেরা করা হয়। সব মিলিয়ে প্রায় ৩০০০ স্থানীয় বাসিন্দাদের থানায় তুলে এনে জেরা করা হয়েছে। ওই সময়ে তারা কোথায় ছিলেন, কী করছিলেন, তা মোবাইলের লোকেশন ট্র্যাক করে দেখা হয়েছে। ফোনে কাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাও খতিয়ে দেখেছে এনআইএ। এই জেরাতেই উঠে এসেছে সন্দেহজনক ওই দোকানের প্রসঙ্গ। জানা গিয়েছে, বৈসরনে জঙ্গি হামলার ১৫ দিন আগেই পহেলগাঁও বাজারে একটি দোকান খুলেছিল। যেদিন হামলা হয়েছিল, সেদিন সকাল থেকেই ওই দোকান বন্ধ ছিল। ওই ব্যক্তি কোথা থেকে এসেছিলেন, কী উদ্দেশে দোকান খুলেছিলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এনআইএ-র সন্দেহ, জঙ্গিরা এখনও দক্ষিণ কাশ্মীরেই লুকিয়ে রয়েছে। ঘন ঘন তারা নিজেদের লোকেশন বদলাচ্ছে। চেষ্টা করছে পাক অধীকৃত কাশ্মীরে পালিয়ে যাওয়ার। গতকালই কলম্বো বিমানবন্দরে ভারতের একটি বিমান তল্লাশি করা হয়। গোপন সূত্রে খবর মিলেছিল, ওই বিমানে করেই ভারত ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

তারপরই তল্লাশি। তবে ওই বিমানে সন্দেহভাজন কারোর হদিস মেলেনি। অন্যদিকে এই হামলায় কিন্তু সেই পর্যটকদের ভিড়ে নাকি মিশে ছিল দু'জন স্থানীয় জঙ্গিও। তারাই নাকি পর্যটকদের নিয়ে গিয়েছিল খাবারের স্টলে। এ বার এমনটাই জানাল গোয়েন্দা সূত্র। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো এবং অন্যান্য গোয়েন্দ সংস্থার কাছে নাকি আগে থেকেই কাশ্মীরে সম্ভাব্য হামলার খবর ছিল। এপ্রিল মাসে সেই হামলা হতে পারে, তা-ও জানতেন গোয়েন্দারা। খবর ছিল, ১৯ এপ্রিল, প্রধানমন্ত্রীর কাশ্মীর সফরের আশপাশে শ্রীনগরে পর্যটকদের নিশানা করা হতে পারে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই পদক্ষেপ করেছিল প্রশাসন। কিন্তু শ্রীনগরের পরিবর্তে হামলা হয় শ্রীনগর থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে পহেলগাঁওয়ের বৈসরনে। পরে আরও জানা গিয়েছে, বৈসরনে পর্যটকদের ভিড়ে মিশে ছিল স্থানীয় দুই জঙ্গিও। এ ছাড়া, বাইরের আরও দুই জঙ্গি ছিল। চার জন মিলে পর্যটকদের উপর হামলা চালায়। গোয়েন্দা দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, আক্রমণের আগে ওই দুই স্থানীয় জঙ্গি পর্যটকদের সঙ্গেই ছিল। তারাই পর্যটকদের ফুড কোর্ট কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়, যেখানে অন্য দুই পাক সন্ত্রাসী পর্যটকদের উপর গুলি চালায়। ওই আধিকারিকের কথায়, ‘‘তদন্তে এটা স্পষ্ট যে, জঙ্গিরা হামলার চার-পাঁচ দিন আগে থেকে বৈসরন এবং এর আশপাশেই ছিল। এলাকার কিছু লোকের স্থানীয় সমর্থন ছাড়া এত বড় ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়।’’ তিনি আরও জানিয়েছেন, অটারী সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানে যাওয়া কাশ্মীরিদের বিবরণের সঙ্গে সন্দেহভাজনদের পরিচয় মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। কোনও সূত্র পেলেই হামলাকারীদের প্রকৃত পরিচয় জানা যাবে। তদন্তে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ কাশ্মীরের বাসিন্দা ওই দুই স্থানীয় জঙ্গি আগে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু তাদের পুনরায় পাকিস্তানে যাওয়ার কোনও নথি মেলেনি। সম্ভবত তারা জম্মুর কাঠুয়ার দিক থেকে ফের ভারতে ফিরে এসেছে। তাদের খোঁজে উপত্যকায় চিরুনিতল্লাশি চলছে।

টানা ১০-দিন সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের, প্রত্যাঘাত ভারতেরও

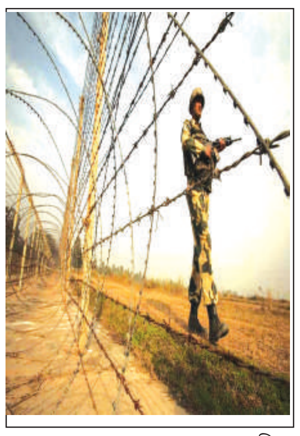

জম্মু, ৪ মে ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন অব্যাহত রাখল পাকিস্তান। পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর এই নিয়ে টানা ১০ দিন। যথাযোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতও। প্রতিবারই রাতের অন্ধকারে গুলি চালিয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। আর ভারতও যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে।সেনার তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার মধ্যরাত থেকে রবিবার ভোররাতের মধ্যে ভারত-পাক নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা, বারামুল্লা, পুঞ্চ, রাজৌরি, মেন্ধর, নওশেরা, সুন্দেরবানি এবং আখনুর সেক্টরে গুলি চালায় পাক সেনা। বিনা প্ররোচনায় নিয়ন্ত্রণরেখার অপর প্রান্ত থেকে গুলি চালানো হয়। পাক সেনাকে গুলির মাধ্যমেই জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা।

উত্তর প্রদেশে বাস দুর্ঘটনা, মৃত চালক, গুরুতর আহত আরও ২৭ জন

লখনউ, ৪ মেঃরবিবার সকালে উত্তরপ্রদেশের লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে একটি যাত্রিবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টাইলস বোঝাই একটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান বাসচালক হরেন্দ্র সিং। আহত হয়েছেন বাসে থাকা অন্তত ২৭ জন যাত্রী। যাদের মধ্যে ১১ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, দিল্লি থেকে গোরক্ষপুরগামী যাত্রিবাহী বাসটি নিযন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খায়। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে

মহারাজা ছত্রসালের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের

ভোপাল, ৪ মে ঃ রবিবার বুন্দেলখণ্ড কেশরী, মহারাজা ছত্রসালের জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব তাঁকে স্মরণ করেন এবং শ্রদ্ধা জানান।মুখ্যমন্ত্রী জানান, সাহস, বীরত্ব এবং দেশপ্রেমের প্রতীক বুন্দেলখণ্ডের বীর সন্তান, শ্রদ্ধেয় মহারাজা ছত্রসাল জি-র জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। মাতৃভূমির স্বাধীনতা, ধর্ম এবং সংস্কৃতি রক্ষায় নিবেদিত আপনার সমগ্র জীবন অনন্তকাল প্রতিটি ভারতীয়কে রাষ্ট্রের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অবদান রাখার জন্য অনুপ্রাণিত করবে।

৪ ম্যাচ পর মেসির গোল, জয় পেল মায়ামি

ফ্লোরিডা, ৪ মেঃ রবিবার সকালে মেজর লিগ সকারের ম্যাচে নিউ ইয়র্ক রেড বুলসকে ৪-১ গোলে হারাল ইন্টার মায়ামি। মায়ামির হয়ে গোল গুলি করেন ফাফা পিঁকু, মার্চেলো ভাইগান্ট, লুইস সুয়ারেস ও মেসি।এই ম্যাচের আগে ভ্যানকুভারের কাছে দুই লেগেই হেরে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায় নিয়েছে মায়ামি। তাছা।। মেজর লিগ সকারে মায়ামি মরসুমের প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পেয়েছে ডালাসের কাছে। ৩ ম্যাচ পর এদিন মায়ামি জয়ে ফিরল।১০ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেনসের পয়েন্ট তালিকার চারে এখন মায়ামি। ১১ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে কলম্বাস ক্রু

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজস্থানের ঝুনঝুনু, কম্পাঙ্ক ৩.১

জয়পুর, ৪ মেঃমৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলা। রবিবার সকালে রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলায় হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.১। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, রবিবার সকাল ৯.৩০ মিনিট নাগাদ রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলায় ৩.১ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরতায় ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল।

অপরূপ সৌন্দর্য্যে সজ্জিত বদ্রীনাথ মন্দির, পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত

চামোলি, ৪ মে ঃ চারধাম যাত্রা ইতিমধ্যেই পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে, পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ও কেদারনাথ মন্দির। এবার বদ্রীনাথ মন্দির খুলে দেওয়া হল পুণ্যার্থীদের জন্য। রবিবার সকাল ৬টা নাগাদ সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা। সাজিয়েও তোলা হয়েছে অপরূপ সৌন্দর্য্যে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামির উপস্থিতিতে এদিন সকালে উন্মুক্ত হয়ে যায় বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা।গত ৩০ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে চারধাম যাত্রা, অক্ষয় তৃতীয়ার পবিত্র ওই দিনে খুলে দেওয়া হয় গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মন্দির। আর ২ মে, শুক্রবার খুলে দেওয়া হয়েছে কেদারনাথ মন্দির। অবশেষে রবিবার খুলল বদ্রীনাথ মন্দির। পুণ্যার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে নানা ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামি বলেছেন, আজ খুবই শুভ দিন, আজ ভগবান বদ্রী বিশালের দরজা খুলে যাচ্ছে। আমি উত্তরাখণ্ডের পবিত্র ভূমিতে আগমনের জন্য সকল তীর্থযাত্রীদের স্বাগত জানাই এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সকল তীর্থযাত্রীর যাত্রা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হোক। সকল ব্যবস্থা করা হযেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভগবান বদ্রী বিশালের মাস্টার প্ল্যানের কাজ চলছে। ধামি আরও বলেছেন, গতকাল, আমরা যোশীমঠের নির্মাণ ও পুনর্গঠন, নিরাপত্তা কাজের জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেছি আমাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তহবিল দেওয়া হোক। ১৭০০ কোটি টাকা অনুমোদন করা হযেছে, যার মধ্যে গতকাল ২৯২ কোটি টাকার প্রথম কিস্তি মুক্তি পেয়েছে। আমি প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বলেন তিনি।

পর্যটনের কাছে পরাজিত সন্ত্রাস, ভয় ভুলে ভূস্বর্গমুখী পর্যটকরা

শ্রীনগর, ৪ মে ঃভূস্বর্গের অপরূপ সৌন্দর্য্যের কাছে হার মানল সন্ত্রাস। পহেলগামে সন্ত্রাসের ভয় ভুলেই ভূস্বর্গমুখী হচ্ছেন দেশ-বিদেশের পর্যটকরা। পহেলগামে জঙ্গি হামলার পর অনেক পর্যটক কাশ্মীরের টিকিট বাতিল করেছিলেন, কিন্তু বিগত কিছু দিন ধরে পর্যটকদের আগমণ চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে, সন্ত্রাসে তাঁরা ভীত নন।গত ২২ এপ্রিল ওলটপালট করে দিয়েছিল সবকিছু। পহেলগামে জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয় ২৬ জনের। আর এই ঘটনার পর থেকে রাতারাতি ভূস্বর্গ কাশ্মীর পরিণত হয়েছিল আতঙ্কের কাশ্মীরে। কাশ্মীর বেড়াতে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন পর্যটকেরা। কাশ্মীরের টিকিট বাতিল করতেও বাধ্য হয়েছেন বহু পর্যটক। জঙ্গিহানার পর কয়েকদিন পর্যটকশূন্য কাশ্মীর দেখেছে স্থানীয়রা। তবে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে কাশ্মীর। ভূস্বর্গমুখী হচ্ছেন পর্যটকেরা। কাশ্মীর ঘুরে পরিস্থিতি পরখ করে কাশ্মীরে আসার জন্য অন্যান্যদের আহ্বান জানাচ্ছেন তাঁরা। যাতে কাশ্মীরের ঘুরতে যাওয়া পর্যটকরা বলেন যে যাতে আর কোন জঙ্গিরা পর্যটকরা আক্রমণ না করে সেদিকে দেখতে হবে । এবিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়।

রিধিকার চিকিৎসায় সহযোগিতা লাভলী মৈত্রর, প্রয়োজন ১৬ কোটি টাকার ভ্যাকসিন

সোনারপুর, ৪ এপ্রিলঃ বিরল রোগে আক্রান্ত সোনারপুরের এক বছরের শিশু রিধিকা দাসের চিকিৎসার জন্য শুরু হয়েছে জীবন-মরণের লড়াই। মাত্র ৪ মাস বয়সে তার শরীরে ধরা পড়ে স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফি টাইপ ১-এ একটি বিরল ও প্রাণঘাতী রোগ। ধীরে ধীরে তার শরীরের নড়াচড়ার ক্ষমতা কমে যেতে শুরু করে। পা ও ঘাড়ের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। শিশুর এই হঠা শারীরিক অবনতিতে চিন্তায় পড়ে যান বাবা বাপন দাস ও মা হৈমন্তী দাস। চিকিৎসকদের পরামর্শে পরীক্ষা করানোর পর নিশ্চিত হয় রিধিকা মাসকুলার অ্যাট্রোফি-তে আক্রান্ত। এই রোগের একমাত্র কার্যকর প্রতিকার হল একটি ভ্যাকসিন, যার দাম প্রায় ১৬ কোটি টাকা।নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষক বাপন দাস ও তার পরিবার এই বিপুল অঙ্কের অর্থ সংগ্রহে এখন দিশেহারা। ইতিমধ্যে তারা রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সাধারণ মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় প্রকল্পে ইতিমধ্যেই চিকিৎসার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে।এবার এই লড়াইয়ে পাশে দাঁড়াল তৃণমূল কংগ্রেসও। বিধায়ক লাভলী মৈত্র রিধিকার মা হৈমন্তী দাসের হাতে ৮ লক্ষ টাকার একটি চেক তুলে দেন এবং আরও সাহায্যের আশ্বাস দেন। তিনি জানান, এই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জানানো হয়েছে। লাভলী মৈত্র বলেন, রিধিকার জন্য আমরা সবাই লড়ব। সকলের কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি, আসুন আমরা এক সঙ্গে এই শিশুকে নতুন জীবন দিই।রিধিকার মা হৈমন্তী দাস কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আমার মেয়ের বাঁচার আর মাত্র এক বছর সময় আছে। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, একটু করে সাহায্য করুন, যাতে ওর প্রাণ বাঁচে।এই আবেদনে ইতিমধ্যেই সাড়া দিতে শুরু করেছেন অনেকেই। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে সাহায্যের বার্তা। শিল্পী, সংগীতশিল্পী, সমাজসেবী ও সাধারণ মানুষ মিলিয়ে একটি বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হয়েছে রিধিকার প্রাণ বাঁচাতে। সোনারপুরের রূপনগরের এই ছোট্ট মেয়েটির পাশে দাঁ।াতে এখন সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সাহায্যই একমাত্র আশার আলো। একটি শিশুর প্রাণ যেন টাকার অভাবে হারিয়ে না যায়-এই আবেদন নিয়েই এগিয়ে চলছে দাস পরিবার।

ফের সাফল্য দিল্লি পুলিশের, রাজধানীতে পাকড়াও ৬ বাংলাদেশি মহিলা

নয়াদিল্লি, ৪ মে ঃ ফের সাফল্য পেল দিল্লি পুলিশ। রাজধানীতে ৬ জন বাংলাদেশি মহিলাকে পাকড়াও করলো পুলিশ। দিল্লির পূর্ব জেলা পুলিশ বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই দিল্লিতে বসবাসকারী ৬ বাংলাদেশি মহিলাকে আটক করেছে। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে, মান্দাওয়ালি থানার একটি দল পাহাড়গঞ্জ এলাকা থেকে একজন মহিলাকে গ্রেফতার করে, ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর আরও পাঁচজনকে আটক করা হয়। ধৃত মহিলারা হলেন - মিম আখতার (২৩), মীনা বেগম (৩৫), শেখ মুন্নি (৩৬), পায়েল শেখ (২৫), সোনিয়া আখতার (৩৬) এবং তানিয়া খান (৩৪)। বিদেশী আঞ্চলিক নিবন্ধন অফিস-এর সহায়তায় মহিলাদের বিরুদ্ধে নির্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। রাজধানতে ছয় জন বাংলাদেশি মহিলাকে পাকড়াও করতে থাকে দিল্লি গোয়েন্দা পুলিশ। খবর সূত্র থেকে জানা যায় যে যাতে এরকম ঘটনা না ঘটে সবাইকে দেখতে হবে।

কেরালার থিরুভনন্তপুরমে ভিঝহিনজাম আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর জাতির উদ্দেশে উৎসর্গকালে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃকেরালার রাজ্যপাল রাজেন্দ্র আরলেকরজি, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি বিজয়নজি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আমার সহকর্মীবৃন্দ, মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং আমার কেরালার ভাই ও বোনেরা।এল্লাওয়কর্কুম এন্ডে নমস্কারম। ওরিক্কল কুডি শ্রী অনন্তপদ্মনাভংডে মণ্ণিলেক্ক ওয়রান সাদধিচ্চদিল এনিক্ক অতিতায় সন্তোষ্মুণ্ড।বন্ধুগণ,আজ ভগবান আদি শঙ্করাচার্যজির জন্মজয়ন্তী। তিন বছর আগে সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর জন্মভূমিতে কপাল ঠেকানোর সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমার সংসদীয় এলাকা কাশীর বিশ্বনাথ ধাম পরিসরে আদি শঙ্করাচার্যজির একটি অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ ধামেও আদি শঙ্করাচার্যজির একটি অসাধারণ মূর্তির আবরণ উন্মোচনের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আর আজই দেবভূমি উত্তরাখণ্ডে কেদারনাথ মন্দিরের কপাট খুলেছে। কেরালা থেকে যাত্রা শুরু করে দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে মঠ স্থাপনা করে আদি শঙ্করাচার্যজি মানুষের মনে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করেছেন। এই পবিত্র তিথিতে আমি তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। বন্ধুগণ,এখানে আরও একটি সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত রয়েছে এই বিশাল সমুদ্র। একদিকে যেমন প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য, আর অন্যদিকে এই ' এজ ডেভেলপমেন্ট' বা নতুন প্রজন্মের উন্নয়নের প্রতীক হয়ে উঠেছে এই ভিঝহিনজাম গভীর সমুদ্র বঃদরটি। সেজন্য আমি কেরালার জনগণ, দেশের অন্যান্য প্রান্তের জনগণকেও অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই।বন্ধুগণ,এই গভীর সমুদ্র বন্দরটিকে ৮,৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে এখন যে ট্রান্সশিপমেন্ট হাবের ক্ষমতা রয়েছে, তা আগামীদিনে তিনগুণ বৃদ্ধি পাবে। এখানে বিশ্বের ব। ব। মালবাহী জাহাজগুলি সহজেই আসা-যাওয়া করতে পারবে। এখনও পর্যন্ত ভারতের ৭৫ শতাংশ ট্রান্সশিপমেন্ট ভারতের বাইরের বন্দরগুলির মাধ্যমে করা হয়। এতে দেশের অনেক ব। শুল্কের ক্ষতি হয়। এই পরিস্থিতি এখন বদলাতে চলেছে। এখন দেশের টাকা দেশের কাজে লাগবে। যে টাকা অন্য দেশকে দিতে হত, তা কেরালা এবং ভিঝহিনজাম-এর জনগণের জন্য নতুন নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ নিয়ে আসবে।বন্ধুগণ,দেশ পরাধীন হওয়ার আগে আমাদের ভারত কয়েক হাজার বছরের সমৃদ্ধি দেখেছে। একটা সময় আন্তর্জাতিক জিডিপি-র একটা ব। অংশের অধিকারী ছিল ভারত। সেই সময় যে বিষয়গুলি আমাদেরকে অন্যান্য দেশ থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল, তা হল আমাদের নৌ-পরিবহণ ক্ষমতা, আমাদের দেশের বিভিন্ন উপকূলে গড়ে ওঠা বন্দরমালার অর্থনৈতিক গতিবিধি। এক্ষেত্রে আমাদের কেরালার অনেক ব। অবদান ছিল। কেরালা থেকে আরব সাগরের পথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পণ্য পরিবহণ হত। এখান থেকে বাণিজ্যপোতগুলি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেত। আজ ভারত সরকার দেশের আর্থিক শক্তি্র সেই উপায়গুলিকে আবার শক্তিশালী করার সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করে চলেছে। ভারতের উপকূল বাণিজ্যের ক্ষমতা, আমাদের বন্দরমালা উন্নত ভারতের অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠবে। আমি এখন এই গভীর সমুদ্র বন্দরটি দেখে এসেছি। আমার গুজরাটের জনগণ যখন জানতে পারবেন যে এত বড় গভীর সমুদ্র বন্দর আদানি সাহেব এই কেরালায় তৈরি করেছেন, তখন তাঁরা ঈর্ষান্বিত হবেন। আদানি সাহেব গুজরাটে বঃদর উন্নয়ন ক্ষেত্রে ৩০ বছর ধরে কাজ করছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তিনি সেখানে এরকম কোনো বন্দর তৈরি করেননি। সেজন্য তাঁকে গুজরাটের জনগণের রাগ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি কেরালার মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কেও বলতে চাই, আপনি তো ইন্ডি জোটের অনেক ব। শক্তিশালী স্তম্ভ। এখানে শ্রদ্ধেয় শশী থারুরও বসে আছেন। আর আজকের এই অনুষ্ঠান অনেক মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে। আমি নিশ্চিত, সেসব জায়গায় বার্তা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে যেখানে যাওয়া উচিত। বন্ধুগণ,বন্দর অর্থনীতির সম্পূর্ণ অন্তর্নিহিত ক্ষমতা তখনই ব্যবহৃত হয় যখন তার পরিকাঠামো এবং ' অফ ডুয়িং বিজনেস' বা সহজভাবে ব্যবসার ক্ষেত্রে উসাহ প্রদান করা হয়। বিগত ১০ বছরে এটাই ভারত সরকারের বঃদর এবং জলপথ নীতির নীল নকশার মূল কথা। আমরা সমস্ত শিল্পোদ্যোগ গতিবিধি এবং রাজ্যগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য দ্রুতগতিতে কাজ করে চলেছি। রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় সরকার ' প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্ত সমুদ্র বন্দরের পরিকাঠামোর উন্নতিসাধন ঘটিয়েছে। বিভিন্ন বঃদরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করেছে। পিএম গতি শক্তির মাধ্যমে জলপথ, রেলপথ, মহাসড়ক এবং বিমানপথগুলির মধ্যে আন্তঃ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও দ্রুতগতিতে উন্নত করা হচ্ছে। সহজে ব্যবসা করাকে সুবিধাজনক করে তুলতে যত সংস্কার আনা হয়েছে, সেগুলি এই বন্দসমূহ ও অন্যান্য পরিকাঠামো ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ বা।িয়েছে। ' সি-ফেয়ারার্স'-এর সমস্ত নিয়মেও ভারত সরকার প্রয়োজনীয় সংস্কার এনেছে, আর এর সুফল দেশবাসী দেখছে। ২০১৪ সালে ইন্ডিয়ান সি-ফেয়ারার্স-এর সংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজারেরও কম ছিল। এখন এই সংখ্যা বে। ৩ লক্ষ ২৫ হাজারের বেশি হয়েছে। এই সি-ফেয়ারার্সে-র সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারত এখন বিশ্বের প্রথম তিনটি দেশের তালিকায় নাম লিখিয়েছে। বন্ধুগণ,সমুদ্র পরিবহণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষ জানেন যে ১০ বছর আগে আমাদের জাহাজগুলিকে বন্দরে ঢুকতে ও বেরোতে কতদিন অপেক্ষা করতে হত। পণ্য ওঠানো-নামানোর সময়ও অনেক বেশি লাগত। এতে ব্যবসা, শিল্প ও অর্থনীতি - তিনটির গতিই প্রভাবিত হত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে। গত ১০ বছরে আমাদের প্রধান সমুদ্র বন্দরগুলিতে শিপ টার্নঅ্যারাউন্ড টাইম ৩০ শতাংশ কমেছে। আমাদের সমুদ্র বন্দরগুলির দক্ষতা বেড়েছে। ফলে আমরা অনেক কম সময়ে অনেক বেশি কার্গো হ্যান্ডেল করতে পারছি। বন্ধুগণ,ভারতের এই সাফল্যের পেছনে আমাদের এক দশকের পরিশ্রম ও দূরদৃষ্টি রয়েছে। বিগত ১০ বছরে আমরা আমাদের বন্দরগুলির ক্ষমতা দ্বিগুণ করেছি। আমাদের জাতীয় জলপথ আটগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ বিশ্বের বৃহত্তম তিনটি সমুদ্র বন্দরের মধ্যে দুটি ভারতে রয়েছে। লজিস্টিক্স পারফরম্যান্স ইন্ডেক্সে আমদের ক্রমতালিকায় উন্নীত হয়েছি। আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ নির্মাণে আমরা আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ২০টি দেশের মধ্যে অন্যতম। মৌলিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার পর এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের কৌশলগত স্থিতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই লক্ষ্যে আমরা ' অমৃতকাল ভিশন' চালু করেছি। উন্নত ভারতের লক্ষ্যে পৌঁছতে আমাদের সমুদ্র পরিবহণ কৌশল কী হবে, তার রোডম্যাপ আমরা তৈরি করেছি। আপনাদের হয়তো স্মরণে আছে, জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে আমরা অনেক ব। দেশের সঙ্গে হাতে-হাত মিলিয়ে ইন্ডিয়া-মিডিলইস্ট-ইউরোপ করিডর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি। এই পথে কেরালা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে। এর ফলে কেরালাবাসী অনেক উপকৃত হবেন।বন্ধুগণ,আমাদের মস্যজীবীদের লাভের বিষয়টিকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি। নীল বিপ্লব এবং প্রধানমন্ত্রী মস্য সম্পদা যোজনার মাধ্যমে কেরালার জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ মঞ্জুর করা হয়েছে। আমরা কোন্নানি এবং পুথিয়াপ্পার মতো মস্য বন্দরের আধুনিকীকরণ করেছি। আমার কেরালার হাজার হাজার মস্যজীবী ভাই-বোনেদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ডও দেওয়া হয়েছে। এর ফলে তাঁরা কয়েক হাজার কোটি টাকার সাহায্য পেয়েছেন। বন্ধুগণ,আমাদের কেরালা সৌহার্দ্য এবং সহিষ্ণুতার রাজ্য। এখানে কয়েক হাজার বছর আগে দেশের প্রথম এবং বিশ্বের প্রাচীনতম গীর্জাগুলির অন্যতম সেন্ট থমাস গীর্জা তৈরি হয়েছিল। আমরা সবাই জানি, আমাদের সকলের জন্য কিছুদিন আগে একটি অত্যন্ত দুঃখের সময় এসেছে। আমরা সবাই আমাদের প্রিয় পোপ ফ্রান্সিসকে হারিয়েছি। ভারতের পক্ষ থেকে তাঁর অন্তিম সংস্কারে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু মহোদয়া সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের কেরালার বন্ধু, আমাদের মন্ত্রী শ্রী জর্জ কুরিয়েনও সেখানে গিয়েছিলেন। আমিও, কেরালার মাটি থেকে আরও একবার এই দুঃখে কাতর সমস্ত ভক্তদের প্রতি সমবেদনা জানাই।বন্ধুগণ,পোপ ফ্রান্সিসের সেবা ভাবনা, খ্রিষ্টান পরম্পরায় সবাইকে স্থান দেওয়ার শুভ প্রচেষ্টার জন্য তিনি বিশ্বে মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করি যে তাঁর সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে, অনেক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত কথা বলার সুযোগ হয়েছে। আমি দেখেছি যে তিনি আমাকে সব সময়েই অত্যন্ত স্নেহ করতেন। মানবতা, সেবা এবং শান্তির মতো বিষয়গুলি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তাঁর বলা কথাগুলি আমাকে সারা জীবন প্রেরণা যুগিয়ে যাবে।বন্ধুগণ,আমি আরও একবার আপনাদের এই আয়োজনের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জানাই। কামনা করি যাতে কেরালা আন্তর্জাতিক সমুদ্র

১২৯ বছরে প্রয়াত যোগগুরু শিবানন্দ, শোকাহত প্রধানমন্ত্রী মোদী

বারাণসী, ৪ মে ঃ দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রয়াত হয়েছেন পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত যোগগুরু শিবানন্দ। গত ৩ মে, শনিবার রাতে বারাণসীর বিএইচইউ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন যোগগুরু শিবানন্দ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১২৯ বছর।স্বামী শিবানন্দের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, যোগব্যায়াম অনুশীলনকারী এবং কাশীর বাসিন্দা শিবানন্দ বাবাজির মৃত্যু সংবাদ শুনে অত্যন্ত দুঃখিত। যোগব্যায়াম ও সাধনার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ তাঁর জীবন দেশের প্রতিটি প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। যোগব্যায়ামের মাধ্যমে সমাজের সেবা করার জন্য তাঁকে পদ্মশ্রীও প্রদান করা হয়েছিল। শিবানন্দ বাবার শিবলোকে চলে যাওয়া আমাদের সকল কাশীর বাসিন্দা এবং তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। এই শোকের মুহূর্তে আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

পাকিস্তানকে ধুয়ে দিলেন ওয়েইসি

হায়দরাবাদ, ৪ মেঃ পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক কড়া পদক্ষেপ করেছে ভারত। এরপর পাকিস্তানের একাধিক নেতা-মন্ত্রীর মুখে ফাঁকা বুলি শোনা যাচ্ছে। পাকিস্তানের নেতা-মন্ত্রীদের কড়া জবাব দিলেন হায়দরাবাদের সাংসদ তথা এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। পাকিস্তানের আর্থিক সংকট নিয়ে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, পাকিস্তান একটা ব্যর্থ দেশ। পাকিস্তান ইসলামের অর্থও জানে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল অসীম মুনির লাগাতার উসকানিমূলক মন্তব্য করে চলেছেন। তাঁকে আক্রমণ করে ওয়েইসি বলেন, ‘‘১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় ভারতীয় মুসলিমরা দেশ না ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। আমরা মহম্মদ আলি জিন্নার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করি। ভারত আমাদের মাতৃভূমি ছিল, রয়েছে এবং থাকবে। যারা পাকিস্তানে অর্থহীন কথা বলছে, তাদের বলতে চাই, তোমরা ইসলাম জানো না। ইসলামের শিক্ষা থেকে তোমরা বঞ্চিত।’’

ঘন ঘন নির্বাচন অগ্রগতিকে ধীর করে দেয়, মন্তব্য শিবরাজের

নয়ডা, ৪ মে ঃ ঘন ঘন নির্বাচন অগ্রগতিকে ধীর করে দেয, জনকল্যাণ ব্যাহত করে ও পরিকল্পনাগুলিকে প্রভাবিত করে। ‘‘এক দেশ, এক নির্বাচন’’-এর পক্ষে সওয়াল করে এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি বলেছেন, সমস্ত রাজনৈতিক দলই সর্বদা নির্বাচনী মোডে থাকে এবং দীর্ঘমেয়াদী কোনও পরিকল্পনা করা হয় না এবং নির্বাচনে অনিয়ন্ত্রিত অর্থ ব্যয় করা হয়।রবিবার সকালে উত্তর প্রদেশের নয়ডায় ‘এক দেশ, এক নির্বাচন ক্রস কান্ট্রি রেস’-এ অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি বলেন, নয়ডায় কোটি কোটি মানুষ দৌড়ে অংশ নিচ্ছেন, ‘ এক দেশ এক নির্বাচন’-এর পক্ষে নিজেদের কণ্ঠস্বর আরও জোরদার করছেন। শিবরাজ বলেছেন, নয়ডার রাস্তায় বিশাল জনতা ছিল এবং সকলের একই সংকল্প ছিলঃসংবিধান সংশোধন করা উচিত এবং ৫ বছর অন্তর একবার বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচন একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

হাসির আছে উপকারিতা, উৎসাহের সঙ্গে পালিত বিশ্ব হাস্য দিবস

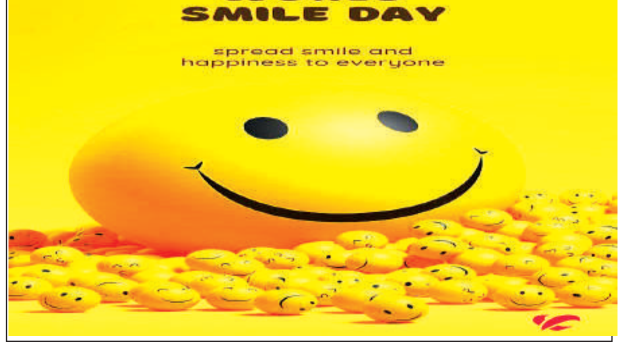

কলকাতা, ৪ মে ঃ রবিবার যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হল বিশ্ব হাস্য দিবস। বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ব্যক্তিগত জীবন থেকে হাসি প্রায় মিলিয়ে গেছে। অথচ শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য হাসি অত্যন্ত প্রয়োজন। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর এই হাসির প্রভাব পড়ে।বিশ্ব হাস্য দিবস প্রতি বছর মে মাসের প্রথম রবিবার পালন করা হয়। এই দিনটি হাসির উপকারিতা এবং হাসি মানুষের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে সাহায্য করে।বিশ্ব হাস্য দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলোঃহাসির মাধ্যমে মানসিক চাপ কমানোঃহাসির মাধ্যমে মানসিক চাপ কমাতে এবং সুস্থ জীবন ধারণ করতে উৎসাহিত করা।হাসির উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করাঃহাসি মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য কতটা উপকারী, সে সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।একটি আনন্দিত এবং হাসিখুশি পরিবেশ তৈরি করাঃহাসি এবং আনন্দ মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই এই দিনটি উদযাপন করে একটি হাসিখুশি পরিবেশ তৈরি করা হয়।

কোটায় ফের আত্মহত্যা! প্রবেশিকা পরীক্ষার আগেই উদ্ধার ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ

কোটা, ৪ মে ঃ রাজস্থানের কোটায় ফের এক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। রবিবার ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। পরীক্ষার আগের রাতেই ঘর থেকে উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। নিট পরীক্ষার জন্য ওই ছাত্রী প্রস্তুতিও নিচ্ছিল। স্টেশন হাউস অফিসার অরবিন্দ ভরদ্বাজ বলেছেন, নিট পরীক্ষার আগের রাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ওই ছাত্রী আত্মঘাতী হয়েছে। কী কারণে সে আত্মহত্যা করলো, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।শনিবার রাত ৯টা নাগাদ কোটায় এক ভাড়াবাড়ির ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। ১৮ বছর বয়সি ওই তরুণী মধ্যপ্রদেশের শেওপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। মৃত ছাত্রীর নাম - ভূমিজা। ডাক্তারিতে প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। রবিবার নিট দিতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই শনিবার রাতে মেসবাড়ি থেকে ওই ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন ওই তরুণী। তবে ঘর থেকে কোনও ‘সুইসাইড’ নোট’ উদ্ধার হয়নি। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৃষ্টির পূর্বাভাস, পারদ হ্রাসেরও সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ৪ মে ঃ আগামী ৩ থেকে ৪ দিন উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। মঙ্গলবার পর্যন্ত পূর্ব ও মধ্য ভারতেও একই রকম আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।আইএমডি অনুসারে, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং চণ্ডীগড়ে শিলাবৃষ্টি এবং তীব্র বাতাসের সম্ভাবনা রয়েছে। রাজস্থানের বিভিন্ন স্থানেও ধুলো ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। দিল্লি এবং আশেপাশের কিছু অঞ্চলে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাসে আরও জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের তাপমাত্রা আগামী ২৪ ঘণ্টায় ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্রাস পাবে, পরবর্তী ৩ দিনে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আশা করা হচ্ছে না।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২১বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,সোমবার, ইংরেজীঃ৫মে ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২০ বৈশাখ, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৯ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৮বৈশাখ ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ’ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ অমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ উত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুঘ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

তীব্র দহনজ্বালার মধ্যে অবশেষে স্বস্তির পূর্বাভাস, রবিবার থেকে আবহাওয়া বদলে যেতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী ০৫ মে এবং উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ৭০ এপ্রিল পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।তার আগে শনিবারও অসহ্য গরম সহ্য করতে হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাকে। ঘর্মাক্ত গরমে রীতিমতো নাজেহাল হওয়ার মতো অবস্থা। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৭-১০মে পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ৮ ও ১০ মে দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।জোয়ার-সকাল ০৯ টা ৫১মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫১ মিনিট। ভাটা-সকাল০৯টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫৪মনিট। সূর্যঃ উদয় ঃ সকাল ৫টা ১০মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৫মনিটে।

মাধ্যমিকে রাজ্যে অষ্টম হয়ে এলাকায় নজর কেড়েছে আসিফ মেহবুব

দুরন্ত বার্তা, চাঁচল, ৩ মে ঃ এবছর মাধ্যমিকে রাজ্যে অষ্টম হয়ে এলাকায় নজর কেড়েছে মালতীপুর বিধানসভার গোবিন্দপুরের আসিফ মেহবুব। সাধারণ কৃষক পরিবারের এমন সাফল্যে উচ্ছসিত সকলেই। শনিবার আসিফের বাড়িতে গেলেন মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বকসি। তাকে মুখ মিষ্টি করান নিজে হাতে। পুষ্প স্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক। আসিফ মেহবুব শ্রীপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুরের বাসিন্দা। বাবা আনওয়ারুল হক সাধারণ চাষী। সে কালিয়াচকের জয়েনপুর হাইস্কুল থেকে পরীক্ষা দেয়। তার মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বর আসে ৬৮৮। আসিফ চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছা স্বপ্ন দেখছেন। তবে তার আর্থিক বাধা সেই ইচ্ছে পূরণ হবে কি সংশয়ে পরিবার। বিধায়ক বলেন,তার পাশে সবসময় থাকব।

বালি খাল থেকে ধর্মতলা যাবার ৫৪ নম্বর রুটে প্রতিবাদ বাস কর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, বালি, ৪ মে ঃ সকাল থেকে বালিখাল থেকে ধর্মতলা যাবার ৫৪ নম্বর রুটের বাস বন্ধ রেখে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন বাস কর্মীরা। তাদের অভিযোগ গতকাল রাত্রে এক বাস কর্মী কে মদ্যপ অবস্থায় অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ এমনকি ধাক্কাধাক্কি দেয় তৃণমূল বাস ইউনিয়নের কর্মী বাপি পাত্র। এরই প্রতিবাদে আজ সকাল থেকে ওই রুটে বাস না চালিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন বাস কর্মীরা। যার ফলে নিত্যযাত্রীরা বিশেষ করে অফিস টাইমে চরম সমস্যার সম্মুখীন হন যাত্রীরা। সকাল গড়িয়ে বেলা পর্যন্ত বাসের চাকা গড়ায়নি। মণীশ সিং গাড়ি চালক তিনি জানান গতকাল রাত্রে বাসে শুয়েছিলেন ক্লান্ত অবস্থায় হঠাৎই এই বাপি এসে তাকে গালিগালাজ করে এমনকি ধাক্কাধাক্কি দেয় মদ্যপ অবস্থা। তিনি কোনরকম ওই সময় প্রতিবাদ করেননি তিনি মনে করেছেন, প্রতিবাদ করলে খারাপ কিছু ঘটনা ঘটে যেত তার উপরে। এই ঘটনায় তার মালিককে যেমন জানিয়েছেন এর পাশাপাশি আরও বাসের কর্মীরা এই ঘটনায় ক্ষেপে ওঠে এবং প্রতিবাদ করেন। এই রুটে মোট ২০টি বাস চলে একটিও বাসের চাকা গড়ায়নি সকাল থেকে যেহেতু দীর্ঘক্ষণ এই রুটে বাস বন্ধ থাকার ফলে সমস্যা বাড়ছে যাত্রীদের তাই শেখ মজিবুর রহমান জানান দুই পক্ষকে নিয়ে সমাধানের পথ খুঁজতে আলোচনায় বসছেন বলে জানান।

দেশজুড়ে শুরু নিট-ইউজি পরীক্ষা, পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বিশেষ কড়াকড়ি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ দেশজুড়ে রবিবার মেডিক্যালে ভর্তির অভিন্ন পরীক্ষা নিট-ইউজি আয়োজিত হয়েছে। প্রবেশিকা পরীক্ষাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই লক্ষ্য ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র। গতবারের মতো 'যাতে না ঘটে, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। এবার সারা দেশে পাঁচশোর বেশি শহরে ৫ হাজার ৪৫৩টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। ২২ লক্ষ ৭০ হাজারের বেশি পড়ুয়া পরীক্ষায় বসার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন। দুপুর দুটো থেকে পরীক্ষা শুরু হয়, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তিন ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা চলবে। দেড়টার মধ্যে ঢুকে যেতে হয়েছে পরীক্ষাকেন্দ্রে। গতবছর নিট ইউজির প্রশ্নফাঁসকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে চরম বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। ঘটনার তদন্তে নেমে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে সিবিআই। এমনকি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টেও মামলা করা হয়েছিল। যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে এবার যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়েছে এনটিএ।

জমির ফসলে ছাগল খাওয়া নিয়ে বিবাদে খুন হলো এক ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৪ মে ঃ জমির ফসল ছাগলে খাওয়া নিয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে চরম গন্ডগোল, আর তার জেরে খুন হলেন এক ব্যক্তি। মৃতের নাম গোপালচন্দ্র মণ্ডল। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপার রাহুল গোস্বামী জানান,গত ১ মে বজবজের বুইতায় গোপালচন্দ্র মণ্ডলের খেতে ওই একই গ্রামের বাসিন্দা রামপ্রসাদ কোলের ছাগল ঢুকে সবজি খেয়ে নেয়। আর তাই নিয়ে দু'জনের মধ্যে বিরোধ বাধে। আগেও এমন ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু ওইদিন বিবাদ চলাকালীন রামপ্রসাদ আচমকাই ধারালো অস্ত্র দিয়ে গোপালবাবুর মাথায় এলোপাথারি আঘাত করেন।আহত গোপালবাবুকে প্রথমে চড়িয়াল বিপিএইচসি ও পরে সেখান থেকে এসএসকেএমএ স্থানান্তরিত করা হয়।কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় আহত ব্যক্তিকে এসএসকেএমএ ভর্তি করানো হয়। শনিবার এসএসকেএম এই হাসপাতালেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। এই ঘটনায় মৃতের পুত্র কৃষ্ণপদ মণ্ডল শনিবারই পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সুপার জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক। যে বাইকে চড়ে অভিযুক্ত এলাকা ছেড়েছে,সেই বাইকটি উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযুক্তের খোঁজে জোর তল্লাশি চলছে। তবে অভিযুক্ত এখনো পলাতক।

শান্তিপুরে বাড়িতে চুরি,সিসিটিভিতে চোরের কিনারা করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা,শান্তিপুর, ৪ মে ঃ তারাপীঠে ছেলের নামে পুজো দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হলেন এক আইসিডিএস বা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের এক কর্মী। বাড়িতে না থাকার সুযোগ নিয়ে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গহনা লুটপাট করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। অন্যদিকে দ্রুত তদন্তে নেমে পুলিশের জালে গ্রেফতার এক অভিযুক্ত। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর থানার হরিপুর পঞ্চায়েতের বিলের ধার এলাকায়। জানা যায়,আইসিডিএস বা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মী তুলসী দেবনাথ দুদিন আগে ছেলেকে নিয়ে তারাপীঠে গিয়েছিলেন ছেলের জন্য পুজো দিতে। প্রতিবেশীরা তাকে ফোন করে জানায় ঘরের প্রত্যেকটি দরজা খোলা। তুলসী দেবনাথ তড়িঘড়ি বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন ঘরের ৪ টি আলমারি সহ শোকেসের মধ্যে রাখা সমস্ত সোনার গহনা লুটপাট করে চম্পট দুষ্কৃতীরা। সবমিলিয়ে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার গহনা চুরি হয়েছে বলে দাবি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মী তুলসী দেবনাথের। যদিও দু:সাহসিক চুরির ঘটনার দৃশ্য উঠে আসে সিসি ক্যামেরায়। সেই সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এরপরই পুলিশের হাতে পাকড়াও হয় এক দুষ্কৃতী। চুরির বিষয়ে তুলসী দেবী জানান,আমার ছেলের জন্য আশীর্বাদ নিতে তারাপীঠে মায়ের মন্দিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাড়িতে এসে দেখি তালা ভেঙে অলংকার সহ সমস্ত কিছু নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। অন্যদিকে এই ঘটনায় ধৃত দুষ্কৃতী নিমাই বিশ্বাস চুরির কথা স্বীকার করে নেন বলে দাবি পুলিশের। ধৃত দুষ্কৃতী নিমাই বিশ্বাস জানায়,অভাবের কারণেই চুরি করেছি।

রবিবার বেহালার আবাসনে অগ্নিকাণ্ড, কালো ধোঁয়ায় মুড়ল এলাকা

দুরন্ত বার্তা, বেহালা, ৪ মে ঃ রবিবার বিকেলে বেহালার জেমস লং সরণির আবাসনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। চারতলার একটি ফ্ল্যাটের জানলা থেকে গলগল করে বেরচ্ছে লেলিহান আগুনের শিখা। কালো ধোঁয়ায় মুড়েছে চারপাশ। কোনওক্রমে আবাসন থেকে বেরনোর চেষ্টায় বাসিন্দারা। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের ইঞ্জিন। এদিকে ওই আবাসনের পাশেই রয়েছে একাধিক ফ্ল্যাট। স্বাভাবিকভাবেই প্রবল আতঙ্ক ছড়িয়েছে তাঁদের মধ্যেও।

বেহালার জেমস লং সরণির আবাসনটি চারতলা। রবিবার দুপুরে আচমকা বহুতলের চারতলার একটি ফ্ল্যাটের জানলা ও ব্যালকনি থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখা যায়। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দমকলে। ইতিমধ্যে আগুনের আগেই ছড়িয়ে যায় আগুন। ওই ফ্ল্যাটের জানলা থেকে লেলিহান শিখা নজরে পড়ে। প্রাণ হাতে নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়েন বাসিন্দারা। এরপর দমকল আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তড়িঘড়ি আবাসন ফাঁকা করে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। তবে একটিমাত্র সিঁড়ি হওয়ায় বেশ বেগ পেতে হয় তাঁদের। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, দমকলের ৩ ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, আগুনের উৎসস্থল রান্নাঘর। দমকল আধিকারিকরা জানিয়েছেন, শর্টসার্কিট থেকেই এই আগুন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এখনই গোটা বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। গোটা ঘটনায় প্রবল আতঙ্কে বাসিন্দারা।

পাহাড়ের নিচে সেনা ছিল, গুলির শব্দ পেয়েও তারা আসেনি', পহেলগাঁও হামলা নিয়ে মুখ খুললেন নিহতের স্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলা প্রাণ কেড়েছে স্বামীর। চোখের সামনে বাড়ির একমাত্র রোজগেরে সদস্যের এহেন পরিণতিতে প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে এখন বাঁচার লড়াই মূল চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে বেহালার গুহ পরিবারে। গত ২২ এপ্রিল জঙ্গি হামলার ঘটনায় মানসিক ট্রমা এখনও কাটেনি। রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সমীর গুহর স্ত্রী শর্বরীদেবী সেদিনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথাও বললেন। তাঁর কথায় স্পষ্ট, ওইদিন জঙ্গি হামলা রুখতে সেনাবাহিনীর গাফিলতি ছিল। পহেলগাঁওয়ে বৈসরন উপত্যকার নিচেই সেনা মোতায়েন ছিল। গুলির শব্দ শুনেও তাঁরা আসেননি বলে অভিযোগ শর্বরী গুহর। আর নির্বিকারভাবে তাঁর স্বামী সমীরবাবুকে গুলি করার পর জঙ্গিরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল - 'মোদি কা আদমি হ্যায়।' ফুরফুরে আবহাওয়ায় ছবির মতো সুন্দর বৈসরন উপত্যকায় ঘোরার আমেজ এক নিমেষে ছারখার হয়ে গিয়েছিল গত ২২ নভেম্বর দুপুরে। ঠিক কী ঘটেছিল? শর্বরীদেবীর কথায়,

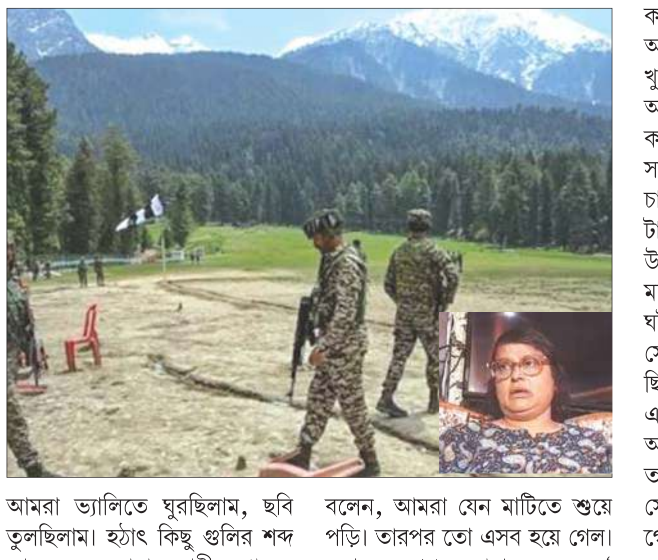

আমরা ভ্যালিতে ঘুরছিলাম, ছবি তুলছিলাম। হঠাৎ কিছু গুলির শব্দ কানে এল। আমার স্বামী ওখানের একজন দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? উনি জানালেন, এখানে বাঁদরদের তাড়াতে মাঝেমাঝে শূন্যে গুলি ছোঁড়া হয়। কিন্তু তারপরও গুলির শব্দ চলতে থাকে। তখন ওঁরা বলেন, আমরা যেন মাটিতে শুয়ে পড়ি। তারপর তো এসব হয়ে গেল। ওরা এসে প্রথমে আমাদের বলল, ' আলাদা হয়ে যাও। যারা মুসলমান, তারা কলমা পড়ো।' তখন আমাদের পাশেই থাকা মুসলিমরা কলমা পড়তে শুরু করল। তারপর হিন্দুদের বেছে বেছে গুলি চালাল। আমার স্বামীর সামনে একজন এসে গুলি করল। তারপর বলল, 'মোদি কা আদমি হ্যায়।' আমি ওই অবস্থাতেও খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে আমার স্বামী যে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী, ওরা জানল কীভাবে? সমীরবাবু কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরি করতেন। তাই কি জঙ্গিদের টার্গেট হতে হল তাঁকে? এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই। তবে শর্বরীদেবীর মতে, সেনার ব্যর্থতায় এত বড় ঘটনা ঘটে গেল। তাঁর কথায়, সেনাবাহিনী তো পাহাড়ের নিচেই ছিল। ওখানে ক্যাম্প আছে তাঁদের। এত গুলির শব্দ, তা শুনেও কেউ আসেনি। এটা তো সম্ভব নয় যে তাঁরা গুলির শব্দ শুনতে পাননি। সেনার ব্যর্থতাই হোক কিংবা গোয়েন্দা ব্যর্থতা - যে কারণেই হোক, পহেলগাঁওয়ে ২৬ টি নিরীহ প্রাণ চলে গিয়েছে সন্ত্রাসের কবলে। তা আর ফিরবে না। মুছে যাবে না স্বজন হারানোর বেদনাও।

মাধ্যমিকে নববারাকপুরে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক তিতাস ভবিষ্যতে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে পড়তে চায়

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৪ মে ঃ নববারাকপুরে এবছরও মাধ্যমিকে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা ভালো ফল করেছে। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে কলোনী গার্লস হাইস্কুলের তিতাস ঘোষ। প্রাপ্ত নম্বর ৭০০ র মধ্যে ৬৬১। ৯৪.৪৩ রাজ্যের মেধা তালিকা থেকে মাত্র ৩৫ নম্বর পার্থক্য। খুবই শান্ত নম্র কম কথা বলে। নববারাকপুর পুরসভার ৪নং ওয়ার্ডে দুর্গা বাড়ি রোডে বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান তিতাস। ছোটবেলা থেকেই বা হাতে লেখা লেখি করে। বাবা তাপস ঘোষ বিকাশ ভবনে বেসরকারি সংস্থার অস্থায়ী কর্মী। মা গৃহবধূ । ছোট বেলা থেকেই তিতাস মেধাবী। বাংলা ৯২, ইংরেজি ৯০, অংকে ৯০,ভৌতবিজ্ঞান ৯৯,জীবনবিজ্ঞান ৯৭, ইতিহাসে ৯৫ এবং ভূগোলে পেয়েছে ৯৮।সব বিষয়ে ৯০ এর উপরে। তার এই সাফল্যের পিছনে মা, কাকা,তিনজন গৃহ শিক্ষক এবং বাবার অবদান রয়েছে বলে জানান তিতাস। কাকা ও ভীষণ ভাবে সহযোগিতা করত। করেনি। ভালো রেজাল্ট হবে জানত। মা বাবা বলেন অংক এবং ইংরেজি বিষয়ে নম্বরটা আর একটু বাড়লে

মেধা তালিকায় জায়গা করে নিত। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সহ শিক্ষিকারা ও সকলেই খুশি। রাতে আধঘন্টা টিভি দেখা। অবসর সময় আঁকা ড্রইং এবং গল্পের বই পড়া। সারাদিনে ৬ ঘন্টা পড়াশোনা। তিতাস বলেন এতটা ফল আশা পিওর সায়েন্স নিয়ে বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। ভবিষ্যতে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স তথা জ্যোতিঃ পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়তে চায় নববারাকপুরে গর্ব তিতাস।

রিধিকার চিকিৎসায় সহযোগিতা লাভলী মৈত্রর, প্রয়োজন ১৬ কোটি টাকার ভ্যাকসিন

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ৪ এপ্রিল ঃ বিরল রোগে আক্রান্ত সোনারপুরের এক বছরের শিশু রিধিকা দাসের চিকিৎসার জন্য শুরু হয়েছে জীবন-মরণের লড়াই। মাত্র ৪ মাস বয়সে তার শরীরে ধরা পড়ে স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফি টাইপ ১-এ একটি বিরল ও প্রাণঘাতী রোগ। ধীরে ধীরে তার শরীরের নড়াচড়ার ক্ষমতা কমে যেতে শুরু করে। পা ও ঘাড়ের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। শিশুর এই হঠাৎ শারীরিক অবনতিতে চিন্তায় পড়ে যান বাবা বাপন দাস ও মা হৈমন্তী দাস। চিকিৎসকদের পরামর্শে পরীক্ষা করানোর পর নিশ্চিত হয় রিধিকা মাসকুলার অ্যাট্রোফি-তে আক্রান্ত। এই রোগের একমাত্র কার্যকর প্রতিকার হল একটি ভ্যাকসিন, যার দাম প্রায় ১৬ কোটি টাকা। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষক বাপন দাস ও তার পরিবার এই বিপুল অঙ্কের অর্থ সংগ্রহে এখন দিশেহারা। ইতিমধ্যে তারা রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সাধারণ মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় প্রকল্পে ইতিমধ্যেই চিকিৎসার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। এবার এই লড়াইয়ে পাশে দাঁড়াল তৃণমূল কংগ্রেসও। বিধায়ক লাভলী মৈত্র রিধিকার মা হৈমন্তী দাসের হাতে ৮ লক্ষ টাকার একটি চেক তুলে দেন এবং আরও সাহায্যের আশ্বাস দেন। তিনি জানান, এই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জানানো হয়েছে। লাভলী মৈত্র বলেন, রিধিকার জন্য আমরা সবাই ল।ব। সকলের কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি, আসুন আমরা এক সঙ্গে এই শিশুকে নতুন জীবন দিই। রিধিকার মা হৈমন্তী দাস কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আমার মেয়ের বাঁচার আর মাত্র এক বছর সময় আছে। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, একটু করে সাহায্য করুন, যাতে ওর প্রাণ বাঁচে। এই আবেদনে ইতিমধ্যেই সাড়া দিতে শুরু করেছেন অনেকেই। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে সাহায্যের বার্তা। শিল্পী, সংগীতশিল্পী, সমাজসেবী ও সাধারণ মানুষ মিলিয়ে একটি বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হয়েছে রিধিকার প্রাণ বাঁচাতে। সোনারপুরের রুপনগরের এই ছোট্ট মেয়েটির পাশে দাঁড়াতে এখন সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সাহায্যই একমাত্র আশার আলো। একটি শিশুর প্রাণ যেন টাকার অভাবে হারিয়ে না যায়-এই আবেদন নিয়েই এগিয়ে চলছে দাস পরিবার।

নবদ্বীপে অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হল এক শিক্ষিকার

দুরন্ত বার্তা,নবদ্বীপ, ৪ মে ঃ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল নবদ্বীপ শহরের বাসিন্দা এক শিক্ষিকার। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায়, মৃত ওই শিক্ষিকার নাম ভারতী সাহা রায়(৩১)। তার বাড়ি নবদ্বীপ পুরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের পাকাটোল রোড এলাকায়। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে রবিবার দুপুরে শিক্ষিকার দেহটি ময়না তদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায়,ভারতী সাহা রায় নামক ওই শিক্ষিকা গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় মাকে নিয়ে শহরের ব্যস্ততম পোড়ামাতলায় কিছু কেনাকেটা করতে যায়। সেখানে কেনাকাটা শেষ করে তার মাকে হেঁটে বাড়িতে আসতে বলে,সে সাইকেল চালিয়ে বাড়িতে চলে আসে। এরপর ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বাড়িতে ফিরে এই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে মূর্ছা যান ওই যুবতী শিক্ষিকার মা,খবর পেয়ে ওই রাতেই ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঐ শিক্ষিকাকে চিকিৎসার জন্য উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ ও পরিবারের লোকেরা। সেখানে পরীক্ষা করে ভারতী সাহা রায় নামক বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকাকে মৃত বলে ঘোষণা করে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক। সামগ্রিক ঘটনায় এলাকায় নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া। মৃত ভারতী সাহা রায় নামক শিক্ষিকার মামা শুকল্প রাঢ়ী জানান,কি থেকে কি হয়ে গেল বোঝা যাচ্ছে না,কোনও রকম ক্লু পাচ্ছিনা। তিনি বলেন,ভাগ্নি নবদ্বীপের একটি বেসরকারি স্কুলের স্থায়ী শিক্ষিকা ছিল।

পূর্ব বর্ধমান জেলা আবৃত্তি সম্মেলন জাহান্নগর জি.এস.এফ.পি. স্কুলে অনুষ্ঠিত

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৪ মে ঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের অন্তর্গত জাহান্নগর পঞ্চায়েতের জাহান্নগর জি.এস.এফ.পি. স্কুল প্রাঙ্গণে এক মনোজ্ঞ আবৃত্তি সম্মেলনের আয়োজন করা হল নবদ্বীপ কন্ঠ স্বর আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র ও বিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে। এই সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ব বর্ধমান জেলার সাংস্কৃতিক চর্চায় নতুন মাত্রা যুক্ত হল।উক্ত অনুষ্ঠানে জেলাজুড়ে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ৪০ জন ক্ষুদে আবৃত্তি শিল্পী তাঁদের অসাধারণ পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে তোলে। আবৃত্তির প্রতিটি উচ্চারণে, প্রতিটি ছন্দে ধ্বনিত হয় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সৌন্দর্য।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাদনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শ্রী বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ, কালনা কলেজের সম্মানীয. সহকারী অধ্যাপক ড. অর্জুন হালদার, নবদ্বীপের প্রখ্যাত সমাজসেবক শ্রী দীপক অধিকারী, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী অমরেশ দেবনাথ, কন্ঠ স্বর আবৃত্তি চর্চা কেংদ্রের প্রশিক্ষক শ্রী বিশ্বরূপ হালদার সহ এলাকার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী অমরেশ দেবনাথ বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠান শুধু শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশে সহায়ক নয়, পাশাপাশি এলাকার সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। আমাদের লক্ষ্য, আগামী প্রজন্মকে সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে ও তাদের কণ্ঠে বাংলা ভাষার স্বরূপকে তুলে ধরা। এই আবৃত্তি সম্মেলন শুধু এক দিনের অনুষ্ঠান ছিল না, বরং এটি এক সুদূরপ্রসারী প্রচেষ্টার সূচনা, যার লক্ষ্য ভবিষ্যতের সংস্কৃতিসচেতন সমাজ গড়ে তোলা।

উদ্ধার হলো বাসন্তীতে ভুটভুটি উল্টে নিখোঁজ

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ৪ মে ঃ উদ্ধার করা হলো বাসন্তীতে উল্টে যাওয়া ভুটভুটি থেকে নিখোঁজ দুজনের দেহ। গত সোমবার রাতে হোগল নদীতে ভুটভুটি উল্টে পাঁচ জন জলে পড়ে যান। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে সোমবারই উদ্ধার করা হয়েছিল। এর পর বাকি দু'জনের খোঁজে লাগাতার তল্লাশি চালায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। রবিবার সকালে ডুবে যাওয়া সেই ভুটভুটি জল থেকে তোলা হয়। জানা গিয়েছে, এ দিন ভুটভুটি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে নিখোঁজ দু'জনের দেহও।

দক্ষিণ হাওড়ায় স্থানীয় ক্লাবগুলোতে প্রসাদ বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ মে ঃ দীঘায় জগন্নাথধাম উদ্বোধন উপলক্ষে দক্ষিণ হাওড়ায় স্থানীয় ক্লাবগুলোতে প্রসাদ বিতরণ, বালিতেও কর্মসূচি। অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ লগ্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে দীঘাতে প্রভু জগন্নাথদেবের নবনির্মিত মন্দিরের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে রবিবার সকালে দক্ষিণ হাওড়ার বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং অঞ্চলের ক্লাব সদস্যদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরীর উদ্যোগে এদিন ওই কর্মসূচি নেওয়া হয়। বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের সদস্যদের হাতে এদিন প্রায় এক হাজার প্যাকেট প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ওই কর্মসূচিতে নন্দিতা চৌধুরী ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ হাওড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৈকত চৌধুরী, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অন্যদিকে, দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে এদিন দীঘার জগন্নাথ ধামের মহাপ্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয় হাওড়ার বেলুড় বাজার নেতাজি পার্কে। রবিবার সন্ধ্যায় ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বালির বিধাযক ডাঃ রানা চ্যাটার্জি, প্রাক্তন পৌরপিতা পল্টু বণিক সহ অন্যান্যরা।

হোটেলে রমরমিয়ে চলছে দেহ ব্যবসা

মালদা, ৪ মে ঃ হোটেলে রমরমিয়ে চলছে মধুচক্রের ব্যবসা এবং জুয়ার আসর।এলাকার মানুষ বারবার বললেও পদক্ষেপ নেয়নি প্রশাসন। তারপর এলাকাবাসী নিজেরাই হাতে-নাতে ধরার পরেও এই চক্রের সঙ্গে জড়িতদের আড়াল করার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। সিল করা হয়েছে হোটেল। সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও ভাইরাল করেছে এলাকাবাসী। গ্রেপ্তার হয়নি মালিক। ব্যাপক ক্ষোভ এলাকায়। পুরাতন মালদার ভাবুক অঞ্চলে শিমুলঢাব এলাকায় রয়েছে একটি হোটেল। এলাকার মানুষের অভিযোগ সেখানে দীর্ঘদিন ধরেই অল্প বয়সী মেয়েদের এনে চলছে মধুচক্র। সাথে মদের ফোয়ারা এবং জুয়ার আসর। গতকাল রাতে এলাকার মানুষ হাতে-নাতে সবটা ধরে। খোঁজ দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে এলাকার মানুষকে আশ্বস্ত করলেও অভিযোগ তারপরে যে সব মেয়েরা ছিল তাদের বের করে আড়াল করে পুলিশ। গভীর রাতে জাতীয় সড়কও অবরোধ করে এলাকাবাসী। সামাজিক মাধ্যমে এই নিয়ে ভিডিও ভাইরাল করেছে এলাকাবাসি।পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।

দেশের নির্ভীক নেতা হলেন রাহুল গান্ধী ঃ অধীর চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ রাহুল গান্ধীকে নির্ভীক নেতা আখ্যা দিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। জাতিগত জনগণনা প্রসঙ্গ টেনে এনে রবিবার অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, গত বেশ কয়েক বছর ধরে, রাহুল গান্ধী দেশে জাতিগত জনগণনার দাবি জানিয়ে আসছিলেন, কিন্তু বিজেপি তাকে উপহাস করেছে। এখন দেশে যদি কোনও নির্ভীক নেতা থেকে থাকেন, তবে তিনি হলেন রাহুল গান্ধী। কারণ তিনি নিজের অবস্থানে অটল ছিলেন এবং ফলস্বরূপ শাসক দলকে মাথা নত করতে হয়েছে। আমাদের দাবি হল, এই জাতিগত জনগণনা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে করা উচিত। জাতিগত জনগণনা কখন সম্পন্ন হবে তার একটি সময় নির্ধারণ করা উচিত।

সোনারপুর প্রেস ক্লাবের শুভ সূচনা হলো রবিবার

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সোনারপুর, ৪ মে ঃ সাংবাদিকদের পাশে থেকে কাজ করার উদ্দেশে আনুষ্ঠানিক ভাবে পথ চলা শুরু করলো এবার সোনারপুর প্রেস ক্লাব। রবিবার রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার গড়িয়ার মহামায়াতলার জয়হিন্দ অডিটোরিয়ামের কনফারেন্স হলে এই প্রেস ক্লাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়,রাজ্যের পরিবহন প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিষ চক্রবর্তী,বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম,জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শচীরানী নস্কর,শক্তি মন্ডল, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার কাউন্সিলার নজরুল আলি মন্ডল,কাউন্সিলার প্রনবেশ মন্ডল,সাংবাদিক কৃষ্ণকুমার দাস, সাংবাদিক শাজাহান সিরাজ, সোনারপুর প্রেস ক্লাবের সম্পাদক মানস মন্ডল, সভাপতি হিমাদ্রি শেখর মন্ডল সহ আরো অনেকে।এদিন প্রেস ক্লাবের লোগোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।এদিন মন্ত্রী সাংবাদিকদের কাজে এই প্রেস ক্লাবের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

নদীয়ায় ঘুমন্ত অবস্থায় স্ত্রীর নাক কামড়ে নিল স্বামী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৪ মে ঃ স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়েই প্রেম- ভালোবাসা আর তার পর বিয়ে, আনুমানিক ন বছর আগে ভালোবেসে বিয়ে করা স্ত্রীর নাক কামড়ে দেবার অভিযোগ উঠলো গুনধর স্বামীর বিরুদ্ধে। এমনই চাঞ্চল্যকর ও শিউরে ওঠার মতো ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর বের পাড়া এলাকায়। আক্রান্ত স্ত্রী মধু খাতুন,জানান ন বছর আগে বাপন শেখের সাথে ভালোবাসা করে তার বিবাহ হয়। তাদের আট বছর বয়সী এক কন্যা সন্তানও রয়েছে। বর্তমানে বাপন শেখ স্ত্রী কন্যা কে নিয়ে শশুর বাড়িতেই থাকে। অভিযোগ কারী মধু খাতুন জানান প্রায়সই স্বামী বাপন শেখ মদ্যপ অবস্থায় তার ওপর নানা ভাবে অত্যাচার করতো, আর বৃহস্পতিবার মধ্য রাত আনুমানিক তিনটের সময় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তার নাক কামড়ে দেয়, পরিবারের সদস্যদের ডাকতে গেলে তার একটা আঙুলও কামড়ে দেয় ও গলা টিপে মেরে ফেলতে যায়। চিৎকার শুনে পাসের ঘর থেকে মধু খাতুনের মা ও তার কাকাতো ভাই ছুটে এলে বাপন শেখ তাদেরও আক্রমণ করে।

মধুর আরও অভিযোগ, স্বামী তাকে আগেও হুমকি দিয়েছিল মুখে অ্যাসিড নিক্ষেপের। আর বৃহস্পতিবারের ঘটনায় সব সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় তিনি শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে অভিযুক্ত বাপন শেখকে গ্রেফতার করে। প্রতিবেশীরাও জানায়, বাপন প্রায়শই মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীর রূপের প্রশংসা করতেন, বিশেষ করে নাকটি তাকে খুব পছন্দ ছিল। গত বৃহস্পতিবার রাতে, হঠাই ঘুমন্ত স্ত্রীর নাকে কামড়ে বসেন তিনি। স্ত্রীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এমন ভয়ংকর কাজ যে কেউ করতে পারে, তা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।

হাওড়ায় অবস্থান বিক্ষোভ ও জেলাশাসককে ডেপুটেশন কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ মে ঃ খোঁজো, ধরো এবং ফেরত পাঠাও। পাকিস্তানি নাগরিকদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানোর দাবিতে রবিবার হাওড়া সদর জেলা বিজেপি কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। ওই সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা বিজেপির সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য বলেন, সোমবার এই দাবিতে হাওড়ায় জেলাশাসকের অফিসের সামনে বিজেপি কর্মীদের নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, গত ২২ এপ্রিল পেহেলগাঁওতে জঙ্গিরা বেছে বেছে পর্যটকদের হত্যা করেছে। এর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। গরীবদের জন্য যে ভিসা দেওয়া হয়েছিল তা বাতিল করতে হয়েছে। এর পাশাপাশি অবিলম্বে তাঁদের দেশে পাঠানোর ব্যবস্থার জন্য বলা হয়েছে। এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী এবং কুটনৈতিক ভিসা যাঁদের দেওয়া হয়েছে তা বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এবং জেলাশাসকেরা এখনও জেলায় সেরকম পদক্ষেপ নেননি। এর জন্য আমরা প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার ' বাংলো চলো' ৪ ঘন্টার অবস্থান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই ৪ ঘন্টা আমাদের গণ অবস্থান চলবে। এর মধ্যে আমরা ডেপুটেশন দেব। সেই ডেপুটেশনে আমরা বলতে চাই নিরাপতার দিকে তাকিয়ে যত দ্রুত সম্ভব পাকিস্তানি নাগরিকদের দেশে ফেরত পাঠাতে হবে। আমাদের একটাই দাবি খোঁজো, ধরো এবং ফেরত পাঠাও। আমরা বার্তা দিতে চাইছি বাংলা থেকে যাতে দ্রুত পাকিস্তানিদের তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক।

অবৈধ পাকিস্তানিদের চিহ্নিতকরণের দাবি বিজেপির জেলা সভাপতির

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ এপ্রিলঃ কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ তা রবিবার বর্ধমানের জেলা বিজেপি কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপ ও জেলা প্রশাসনের উদ্দেশে একগুচ্ছ বার্তাদেন। তিনি দাবি করেন, ভারতবর্ষে অবৈধভাবে বসবাসকারী পাকিস্তানি নাগরিকদের চিহ্নিত করা জরুরি, এবং পশ্চিমবঙ্গও এর বাইরে নয়। কাশ্মীরের ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে অভিজি তা বলেন, বাইশে এপ্রিল কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ে যে ভয়ঙ্কর জঙ্গি হামলা হয়েছে, তা পাকিস্তানের মদতেই সংগঠিত হয়েছে-এ নিয়ে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল একমত। তিনি আরও জানান, দেশজুড়ে জঙ্গি কার্যকলাপ রুখতে এবং পাকিস্তানিদের গোপন আশ্রয় খুঁজে বের করতে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই নির্দেশিকা জারি করেছে। সেই নির্দেশ মোতাবেক, অবিলম্বে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করা পাকিস্তানি নাগরিকদের খুঁজে বের করতে হবে। এই প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অভিজি তা বলেন, আমার অনুরোধ, পূর্ব বর্ধমান জেলার কোথাও যদি কেউ আত্মগোপন করে থাকেন পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবে, তাহলে অবিলম্বে তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। পুলিশ প্রশাসনকেও এই বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।তিনি এও ঘোষণা করেন, আগামী সোমবার জেলা শাসক আয়েশা রানী-এর কাছে এই বিষয় নিয়ে একটি ডেপুটেশন জমা দেবে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৫৪ সংখ্যা সোমবার ২১ বৈশাখ ১৪৩২

কথা সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র কত রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী লিখেছেন তিনি কিন্তু তুচ্ছ শীতের ভয়ে আমেরিকা দেখলেনই না। আবার তিনি মুম্বইয়ে মাছ খেতে পারতেন না। কেমন যেন আঁশটে গন্ধ ওখানকার সব মাছে! মাছের যদি স্বাদ না পাওয়া যায় তবে টাকা উপার্জন করে কি হবে! অতএব আলবিদা বোম্বে। সত্যি বলতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বভাবটা ছিল যথেষ্ট অগোছালো ও ঢিলেঢালা সেই বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্র খুব কম লিখতেন, কিন্তু পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরা তাঁর কলম কে পছন্দ করতেন, কিন্তু তাদের কে লেখা দিতে কম নাকানি-চোবানি খাওয়াননি। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র অপরাজেয়, ছোটগল্পের লেখক হিসেবে তিনি বিপুল আলোড়ন তুলেছেন। রহস্য কাহিনীর লেখক ও শিশু সাহিত্যিক হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচিত ও প্রচণ্ড জনপ্রিয়। সায়েন্স ফিকশন নিয়ে তাঁর লেখা পাঠক পরমানন্দে পড়েন। আর ঘনাদা প্রেমেন্দ্র মিত্রের অমর সৃষ্টি। 'কল্লোল' যুগের অচিন্ত্য - প্রেমেন্দ্র ও বুদ্ধদেব তিনজন পরম বন্ধু হলেও একবার অদ্ভুত এক পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছবি 'কালো ছায়া'। বুদ্ধদেব বসু অভিযোগ করলেন তাঁর লেখা একটি কিশোর রহস্যকাহিনী থেকে ফিল্মের গল্প স্বীকৃতি না দিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রায় মামলা -মোকাদ্দমা হয় এমন পরিস্থিতি। সেই সময়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র মজার একটি বিবৃতি দিলেন সংবাদপত্রে। বললেন কাহিনী তাঁর নিজস্ব নয় ঠিকই। তবে বুদ্ধদেব যেখান থেকে নিয়েছে, আমিও নিয়েছি সেখান থেকেই। বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র তিন ত্রয়ীর মধ্যে যিনি সব থেকে কম লিখেছেন তিনি অবশ্যই প্রেমেন্দ্র মিত্র। তবে কিছু বছর পরে প্রতিপত্তি ও খ্যাতিতে বন্ধুদের ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। অথচ লেখার বিষয়ে ছিলেন মারাত্মক অলস, কিন্তু খুব বড় মাপের পড়ুয়া। যখন তাঁর চোখ খারাপ হতে শুরু করে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে পড়তেন। আর যখন ম্যাগনিফায়িং গ্লাসে হত না তখন মাইনে করা লোক রেখেছেন তাঁকে খবরের কাগজ থেকে,পত্র পত্রিকার গল্প উপন্যাস পড়ে শোনাতে হত। একবার প্রেমেন্দ্র মিত্র কে কিছুদিনের জন্য বোম্বে নিয়ে গিয়েছিলেন বিমল রায়। বম্বের ফিল্ম মহলে তখন বাঙালি লেখকদের গল্প,চিত্রনাট্যের খুব কদর । প্রেমেন্দ্র মিত্রকে আলাদা ফ্ল্যাট সহ নানা সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু কিছুদিন থেকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। কারণ বোম্বের সব মাছ কেমন যেন আঁশটে গন্ধ তিনি খেতে পারেন না। মাছের যদি স্বাদ না পাওয়া যায় তবে টাকা উপার্জন করে কি হবে! ওদিকে চুক্তি একবছরের! কি হবে! তবে মানুষটা যে প্রেমেন্দ্র মিত্র। একদিন বেপরোয়া হয়ে কারওকে কিছু না জানিয়ে কলকাতার ট্রেনে উঠে পড়লেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে একটা গল্প প্রচলিত আছে তিনি নাকি 'ডাকিনীর চর ' নামে একটি ফিল্মের শুটিংয়ের জন্য নায়িকা ও কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে চলে গেলেন সুন্দরবনের একটি দ্বীপে। কিন্তু ক্যামেরা আর ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলেন! সম্ভবত এই কাহিনী নিছক একটা গল্প! অবশ্য বহু চিত্র প্রযোজকদের তিনি চিত্রনাট্য লিখে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ও অগ্রিম নিয়েও কতবার যে তিনি ঘোরাতেন সেকথা অনেকেই বলেছেন। শারদীয় সংখ্যায় লেখার জন্য লেখকেরা ব্যস্ত তখন প্রেমেন্দ্র তাস খেলছেন।

দানবীর সত্যেন্দ্রনাথ বসু

কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার হাতে নিজের বেতনের পুরো টাকা তুলে দিয়ে প্রবাদপ্রতিম বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু বললেন ত নিশ্চিন্ত মনে মেয়ের বিয়ে দাওগ্ধআমাকে লুচি দিতে ভুলো না। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ছোটবেলায় বেশ দুরন্তপনা ছিল,ছড়ার বই মুখস্ত হয়ে গেলে ছিঁড়ে ফেলতেন, সিমেন্টের মেঝেতে খড়ি দিয়ে অঙ্ক করতেন। ১৯৫৯সালের এক ঘটনা জাতীয় অধ্যাপকের বিরল সম্মান পেয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ, এক মাসের মাইনে নিয়ে সবে এসেছেন। এক গরিব বাবা তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য সাহায্য চাইতে এলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বিনা দ্বিধায় আলমারি খুলে মাইনের পুরো টাকাটা ওই কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার হাতে তুলে দিয়ে হেসে বললেন 'নিশ্চিন্তমনে মেয়ের বিয়ে দাওগ্ধ আমাকে লুচি দিতে ভুলো না'। সাহায্যপ্রার্থী মানুষটি 'আপনি দেবতা' আপনি দেবতা' বলতে বলতে চলে গেলেন। সাহিত্যিক প্রতিভা বসু লিখেছেন যখন সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকায় ছিলেন তখন এক মণ সরু চালের দাম চার টাকা,চার আনার বাজার করলে একটা পরিবারের মাছ-তরকারি ভাল ভাবে হত। তখন কেউ পাঁচশো টাকা বেতন পেলে গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াতে পারতেন, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বেতন তখন বারোশো টাকা। বিরাট অঙ্কের বেতন বারোশো টাকা সেই সময়ের প্রেক্ষিতে। হলে কি হবে সেই টাকায় বিজ্ঞানী নিজের পরিবার প্রতিপালন করে সঞ্চয় করতে পারতেন না। বহু ছাত্র,অনেক দরিদ্র অভাজন অংশীদার হতেন তাঁর উপার্জনে। যার প্রয়োজন হত সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে সাহায্য করতেন। এবং সেই সাহায্যে কোনও সাড়ম্বর ঘটনাও ছিল না। যেন সেটা স্বতঃসিদ্ধ,সেটাই নিয়ম। কখনও মনে রাখতেন না কাকে কী দিলেন। 'ঝিলমিল' গ্রন্থে ধূর্জটিপ্রসাদ লিখেছেন কেউ বিপদে পড়লে বিজ্ঞানীর চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে,বন্ধুর ভাই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত তাঁকে হাসপাতালে তুলে এনেছেন। কত লোককে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। মাইনে সত্যেন্দ্রনাথ কম পেতেন না,তবু টাকা ফুরিয়ে যেত। যাবে না কেন? কারণ নিজের পরিবার প্রতিপালন করে বাকি টাকা যে তিনি মানুষকে দিয়ে দিতেন নিঃশব্দে,নীরবে। আর সেই কারণে তাঁকে ধার করতে হত। সেই নিয়ে বিজ্ঞানীর পিতৃদেব বৃদ্ধ বয়সে বেশ চিন্তিত ছিলেন এত ধার করছে ছেলে,এর ভবিষ্যত কী হবে!খুব সত্যি কথা হল সত্যেন্দ্রনাথের কাছ থেকে সারাজীবনে কত মানুষ উপকার পেয়েছেন সেই তালিকা সংখ্যায় প্রকাশ কার্যত অসম্ভব।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

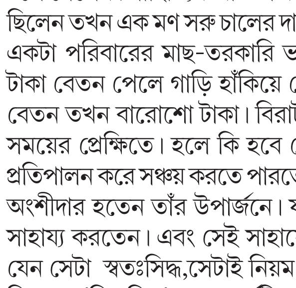

রামায়ণের মধ্যে দিয়ে রামচন্দ্র সে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন সেটাই হচ্ছে ভারতীয় আদর্শ। যুদ্ধের দিন মাথা ঠাণ্ডা করে লড়াই করতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা না করে লড়াই করলে যুদ্ধে জেতা একেবারে অসম্ভব। রাবণ রামের চেয়ে বড় যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি মাথা গরম করেছেন এবং অন্যায় করেছেন। অন্যায় করেছেন বলেই তাঁর স্ত্রী তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। রাবণ শক্তি দম্ভ দেখাতে গিয়েছিলেন। শক্তি দম্ভ দেখালে হবে না। ধৈর্য ধরতে হবে। রাবণ সেই ধৈর্য দেখাতে পারেননি বলেই তিনি পরাজিত হলেন। মেঘনাদ বড় যোদ্ধা ছিলেন।

সাধক রামপ্রসাদ

সাধক রামপ্রসাদ বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য শ্যামা মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। শ্যামাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মাকে পুজো করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের উপার্জন করতে উদ্যোগী হতে হয় না।

পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহ নিয়ে গিয়েছিলেন দুই সত্যজিৎ প্রেমিক, তাদের নিরাশ না করে বহু কথা বলেন পরিচালক

বিশেষ প্রতিবেদক

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে আমি আর শিশুসাহিত্যিক আলী ইমাম একবার (১৯৮৪ সালে) চলে গিয়েছিলাম যশোর বেনাপোল বর্ডার দিয়ে বনগাঁ পেরিয়ে কলকাতা বিশপ লেফ্রয় রোডের কাঠের সিঁড়িঅলা বিখ্যাত সেই বাড়িতে। যেথায় বসত করেন সত্যজিৎ। আমার প্রিয় সত্যজিৎ। কত প্রিয়? ভীষণ প্রিয়। কী প্রিয় নয়

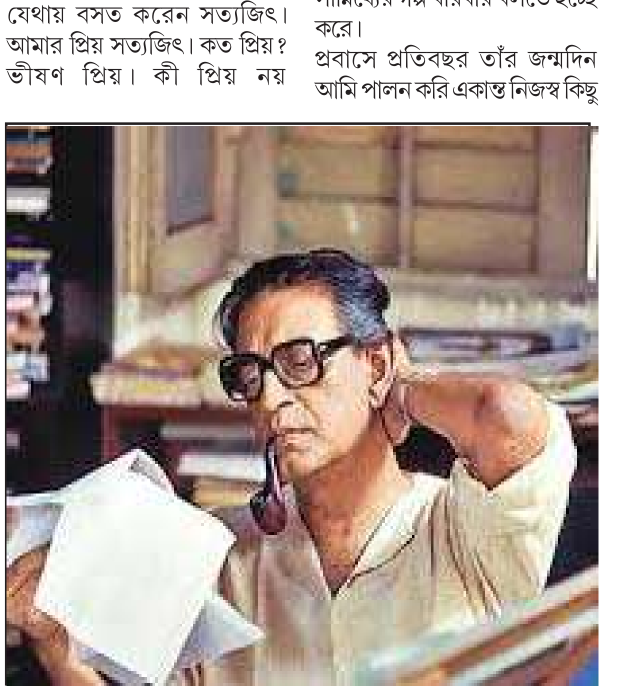

সত্যজিতের! তাঁর ফিকশন প্রিয়। তাঁর বুক ডিজাইন, লেটারিং, ইলাস্ট্রেশন, প্রচ্ছদ, পোস্টার ডিজাইন প্রিয়। তাঁর ডিরেকশন, মুভি, মিউজিক সব প্রিয়। তাঁর 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমাটা আমার মুখস্ত আদ্যোপান্ত। ইন্টারল্যুড মিউজিকসহ। সব মিলিয়ে সত্যাজিৎ আমার কত প্রিয় সেইটা বোঝাতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফিরে যেতে হবে।

স্কুলে ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় ফিলাপ করতে হয় ফরম। ওখানে জন্মতারিখের একটা ঘর থাকে। দেশের অধিকাংশ শিক্ষক ছাত্রদের উপকারার্থে চাকরির বয়েসের হিসাব ঠিক রাখতে বানোয়াট একটা তারিখ বসিয়ে দেন। যে কারণে ''১লা জানুয়ারি'' এতো অধিকসংখ্যক মানুষের জন্ম!! নবাবপুর স্কুলে আমার জন্মতারিখটাও ১লা হয়ে যাচ্ছিলো প্রায়! আমি একলা ওই ১লা-কে ঠেকিয়েছিলাম তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে! স্যারের সঙ্গে লড়াই করে ১লা জানুয়ারি থেকে এক লাফে চলে গিয়েছিলাম মে মাসে। জন্ম তারিখের ঘরে আমি জবরদস্তি বসিয়েছিলাম দোসরা মে। কারণ ওইদিন আমার প্রিয় সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিন!

দোসরা মে। আমার কাল্পনিক আর সত্যজিতের সত্য জন্মদিন! তবে অবাক হই সত্যজিৎ রায় নামের বিস্ময়কর এই মানুষটা একাই আমার জগৎটাকে রঙে -রেখায়-গানে-লেখায়--কী রকম ভরিয়ে রেখেছেন!

কথা না বাড়াই। তারচেয়ে হীরক রাজার দেশে-র দুর্দান্ত সেই গান; আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে/ শাখে শাখে পাখি ডাকে কতো শোভা চারিপাশে...শুনতে শুনতে গুরুর সঙ্গে আমার দেখা হবার গল্পটা আর একবার বলি। সত্যজিৎ সান্নিধ্যের গল্প বারবার বলতে ইচ্ছে করে।

প্রবাসে প্রতিবছর তাঁর জন্মদিন আমি পালন করি একান্ত নিজস্ব কিছু তরিকায়। যেমন ওইদিন আমার বাড়িতে সারাদিন সত্যজিতের গান বাজে। কিংবা ওই দিন আমি তাঁর পরিচালিত প্রিয় কোনো চলচ্চিত্র দেখি। কিংবা ওইদিন সারাদিন আমি কেবল সত্যজিৎ রায়কে পাঠ করি। একবার করেছিলাম 'সত্যজিৎ চলচ্চিত্র সপ্তাহ'। ২মে শুরু করে সাত দিনে সাতটা ছবি দেখেছিলাম। এবার করোনার লকডাউনকালে তাঁর জন্মদিনটাকে উদযাপন করছি শুধুই গান শুনে।

''শিশুসাহিত্যিক আলী ইমাম সত্যজিৎ ভক্ত। যেমন তেমন ভক্ত নয়। ভয়াবহ ভক্ত। সত্যজিৎভক্ত আমিও। তবে আলী ইমামের মতো না। স্কুল জীবনে পথের পাঁচালি দেখে আলী ইমাম কাঁদেন। অপুর জন্যে কাঁদেন। দূর্গার জন্যে কাঁদেন। পথের পাঁচালি দেখে আমারো মন খারাপ হয়। অপুর জন্যে। দূর্গার জন্যে। কিন্তু আমি কাঁদি না।

আমরা দুজনেই সত্যজিতের বইয়ের পোকা। সত্যজিতের সিনেমার পোকা। সত্যজিতের যাবতীয় কর্মকান্ড আমাদের নজরবন্দি। সত্যজিতের পথের পাঁচালি আলী ইমামকে এতোটাই মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে যে, তাঁর একটি ছোটভাই জন্মালে সে তার নাম রাখে অপু। পারলে সত্যজিতের নামে নিজের নাম রাখে আলী ইমাম, পরিস্থিতি অনেকটা সেরকমই। কলকাতায় একবার সত্যজিতের বাড়িতে গিয়ে সত্যজিতের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানোর স্বপ্ন তাঁর দীর্ঘদিনের। সত্যজিৎ দর্শন না হলে আলী ইমামের --জীবন প্রায় বিফলে যায়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা; হয়তো কিছুই নাহি পাবো তবুও তোমায় আমি দূর থেকে ভালো বেসে যাবো টাইপের। দেখা হলে ভালো। দেখা না হলে জীবন আমার বৃথা যাবে না। কিন্তু আলী ইমামের যাবে।

এক সন্ধ্যায় আলী ইমাম আমাকে পাকড়াও করলেন;চলো, আমরা দুজন মিলে সত্যজিৎকে নিয়ে একটা বই লিখি। যৌথ বই। এক মলাটে দুজন লেখক।

আইডিয়াটা আমার পছন্দ হলো। আমি বইটার নাম দিলাম;বিষয় সত্যজিৎ। আলী ইমাম ভাই নামটা লুফে নিলেন;বাহ্গ্ধ বিষয় চলচ্চিত্রের লেখকের ওপর বই বিষয় সত্যজিৎ। আলী ইমাম দ্রুত কাগজে কলমে লিস্টি করে ফেললেন আমরা কে সত্যজিতের কোন বিষয়ের ওপর লিখবো। লিস্টির কপিও করে ফেললেন দ্রুত। একটা আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। লিখতে হবে তাড়াতাড়ি। আগামী বইমেলায় প্রকাশিত হবে আমাদের যৌথ বই;বিষয় সত্যজিৎ। উত্তেজনায় আলী ইমাম দেখলাম কাঁপছেন রীতিমতো।

আরেক সন্ধ্যায় আমাকে আবারো পাকড়াও করলেন আলী ইমাম ভাই;চলো সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি। এরকম একটা দারুণ কাজ হবে তাঁর ওপর আর সেটা তাঁকে জানাবো না!

আলী ইমাম ভাই তাঁর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটাতে ব্যাকুল--এমন চমৎকার একটা সুযোগ এসেছে তা কি হাতছাড়া করা উচিৎ? মোটেও না। তুমি চলো আমার সঙ্গে।

সত্যজিৎ সান্নিধ্যের হাতছানিতে আমিও কাবু। ১৯৮৪-র সেপ্টেম্বর। ওয়ান ফাইন মর্নিং আমি আর আলী ইমাম ভাই চললাম গুরু দর্শনে। সত্যজিতের ফিকশন, বুক ডিজাইন, ইলাস্ট্রেশন, লেটারিং, মুভি,ডিরেকশন, মিউজিক সবকিছু নিয়ে বিস্তর আলোচনা করতে করতে বেনাপোল বর্ডার ক্রস করে আমরা পৌঁছে গেলাম কলকাতা।

খুব দ্রুত মুগ্ধ হবার বিপুল শক্তি আলী ইমামের। কলকাতার যা-ই দেখেন মুগ্ধ হয়ে যান। কারণ;এই শহরে সত্যজিৎ রায় থাকেন!

আমরা উঠেছি বালিগঞ্জের একটা বাড়িতে। রনিদের বাড়িতে। রনি হচ্ছে আলী ইমামের কঠিন ভক্ত আলোকচিত্রি মিঠুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মিঠুর তত্বাবধানেই আমাদের থাকার জায়গা নির্ধারিত হয়েছে। মিঠু ওখানে আমাদের আগেই পৌঁছানো অবস্থায় ছিলো। রনির সঙ্গে খুব দ্রুতই আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। খুবই চটপটে ছেলে। কিন্তু সত্যজিতকে পছন্দ করে না। বলে; ওই ঢ্যাঙাটা লোকজনের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করে।

সত্যজিৎকে ঢ্যাঙা বলায় আহত আলী ইমাম করুণ ভাবে জানতে চাইলেন;কি রকম? -আর বলবেন না, লোকজনকে পাত্তাই দিতে চায় না। কদিন আগে এক মন্ত্রী গিয়েছিল ঢ্যাঙাটার বাড়িতে। দরোজা খুলে এপয়েনমেন্ট না নিয়ে এসেছেন বলে ধড়াম করে মন্ত্রীর মুখের ওপর দরোজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলো।

আমি বলি;সর্বনাশ! আলী ইমাম ভাই আমার সত্যজিৎ সান্নিধ্যের দরকার নাই।

আলী ইমাম ভাই বলেন, এতোদূর এসেছি একটা ট্রাই করতে দোষ কি! রনি-ই সত্যজিতের ফোন নাম্বারটা যোগাড় করে দিল। সন্ধ্যায় উত্তেজনায় কম্পমান আলী ইমাম ফোন করলেন;ছি ছি আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আমার নাম আলী ইমাম। বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রডিউসার। অপর প্রান্ত থেকে বলা হলো তিনি বাড়িতে নেই।

পরদিন সকালে আবারো প্রচেষ্টা চালালেন আলী ইমাম ভাই। এইবার ফোন রিসিভ করেছেন সত্যজিৎ স্বয়ং। স্মার্ট কথক আলী ইমাম নিজের লেখক পরিচিতির চাইতে টিভির প্রডিউসার পরিচয়টিকেই বেশি প্রাধান্য দিলেন। ওপাশে সত্যজিত রায় জানতে চাইলেন দেখা করতে চাওয়ার হেতু। গড়গড় করে বলে চললেন আলী ইমাম তাঁর সুললিত শব্দ ও বাক্যচয়ন ক্ষমতার সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটিয়ে-- বিটিভিতে আমার প্রযোজনায় 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া' নামে একটি অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং-এ আমি গিয়েছিলাম মসুয়া গ্রামে। কিশোরগঞ্জের মসুয়া। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর ভিটে। আপনার পূর্বপুরুষের এই ভিটের ওপর আমি একটা ডকুমেন্টারি করছি। এছাড়া আমি আর লুৎফর রহমান রিটন মিলে আপনার ওপর একটা বই লিখছি। বইটির নাম 'বিষয় সত্যজিৎ'। বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র সংসদের সভাপতি আমি। রিটন সাধারণ সম্পাদক।

আলী ইমামের মসুয়া ডোজে কাজ হলো। অপর প্রান্ত থেকে থেকে বলা হলো;আমি খুবই ব্যস্ত। পাঁচ মিনিটের বেশি সময় দেয়া যাবে না। আলী ইমাম ভাই বললেন;পাঁচ মিনিটেই হবে। টেলিফোন শেষে আলী ইমাম ভাই ঘাম দিয়ে জ্বর সারা মানুষের মতো জবুথবু হয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। অনেক বেশি মানসিক চাপে ছিলেন তিনি এতোক্ষণ।

পরদিন ঘড়ির কাটায় কাটায় ঠিক সকাল দশটায় আমি মিঠু আর আলী ইমাম ভাই হাজির হলাম কলকাতার বিশপ লেফ্রয় রোডের সেই বিখ্যাত বাড়িতে। বেশ বড়সড় প্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি ভেঙে পায়ে পায়ে পৌঁছুলাম দোতলায়। দরোজায় কড়া (কলিং বেল) টিপলাম। বিশাল দরোজা সামান্য খুলে গেলো। না, আমাদের তিনজনার নাক বরাবর কেউ নেই। যিনি দরোজা খুলেছেন তিনি এতো লম্বা যে আমাদের তিনজনকেই ঘাড় পেছন দিকে বাঁকিয়ে প্রায় আকাশ দেখার মতো করে উঁচুতে তাকাতে হলো। আরে অইতো! গুরু স্বয়ং দরোজা খুলেছেন! আমরা কিছু বলার আগেই অসাধারণ গমগমে ভরাট কণ্ঠে বললেন তিনি; বাংলাদেশ থেকে?

আমরা যৌথ কণ্ঠে;'জী' বলতেই 'পাঁচ মিনিট কিন্তু'--বলতে বলতে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন বসার ঘরে। সেই বিখ্যাত কক্ষে। এই কক্ষের ছবি কতো দেখেছি! এইখানে বসে সত্যজিৎ রায় কতো ইন্টারভিউ দিয়েছেন! এইতো যে চেয়ারটায় তিনি বসেছেন সেই চেয়ারে বসা ছবিও তো কম দেখিনি। ওই যে পেছনে বড় জানালা। জানালার বাইরে গাছের পাতায় রোদের ঝিকিমিকি।। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে প্রশান্তিতে ভরে গেলো মন।

এখানে ওখানে এতো এতো বই। সাদা পাজামা পাঞ্জাবিতে অপূর্ব লাগছিলো তাঁকে। আমাদের শৈশব কৈশোরের হিরো সত্যজিৎ রায়। আমাদের জীবনকে রঙে রেখায় ছন্দে ছবিতে ভরিয়ে দিয়েছেন এই মানুষটি।

দীর্ঘদেহী সত্যজিৎ রায়কে ছুঁয়ে দেয়া যায় দূরত্বে বসে আছি আমরা তিনজন। মিঠু আর আলী ইমাম ভাই বসেছেন সত্যজিতের সামনের ডানদিকের সোফায়। আমি বাম দিকে। সত্যজিৎ আমাদের মধ্যিখানে। সামনের টেবিলের ওপর লম্বা পা দুটি ঠেকিয়ে দিয়ে বসেছেন তিনি। দুই হাঁটুর ওপর একটা ইজেল টাইপের কাঠের স্ট্যান্ডে ওপর নিচে দুটো বোর্ড। নিচের বোর্ডটার ওপরে শাদা ফুলস্কেপ কাগজের তিন চারটা পাতা আড়াআড়ি করে রেখে খসখস করে লিখছেন কি যেন। লিখছেন আর আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন। একজন মানুষ একই সঙ্গে দুটি বিষয়ে মনোযোগ দেন কি করে? আমার সন্দেহ হলো তিনি আমাদের কথা শুনছেন না। ওদিকে আলী ইমাম ভাই চমৎকার বিশুদ্ধ উচ্চারণে গড়গড় করে বলে যাচ্ছেন তাঁর মুগ্ধতার কথা। মসুয়া গ্রামের কথা। আমাদের দুজনার সাম্প্রতিক পরিকল্পনার কথা। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে এসেছিলেন তিনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়সহ আরো কিছু বিশিষ্ট বাঙালির সঙ্গে। ঢাকার সেই সংবর্ধনায় দেয়া বক্তৃতায় সত্যজিৎ পুরনো ঢাকার বাঁদরের উৎপাতের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। আলী ইমাম ভাই বলতে ভুললেন না যে আমরা পুরান ঢাকার বাসিন্দা এবং বাঁদরদের বহু বিচিত্র উৎপাতের বিপুল অভিজ্ঞতা রয়েছে আমাদের বিশেষ করে আমার। এক পর্যায়ে আমার সন্দেহ প্রবল হলো যে তিনি আমাদের কথা একদমই শুনছেন না। নিবিষ্ট মনে কিছু একটা লিখছেন বা আঁকছেন। আলী ইমাম ভাইয়ের চলমান কথার মাঝখানে ইচ্ছে করেই আমি ইনসার্ট বসালাম;কী লিখছেন আপনি? ধরেই নিয়েছিলাম যে সত্যজিৎ রায় আমাদের কথা কানেই নিচ্ছেন না কিন্তু আমার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে সত্যজিৎ রায় উত্তর দিলেন গমগমে কণ্ঠে;গুপি বাঘা ফিরে এলো ছবির গানের নোটেশন লিখছি। --একটু দেখি? --ইচ্ছে হলে দেখতে পারো।

আমি আর আলী ইমাম তড়াক করে উঠে পড়লাম। দুদিক থেকে দুজনে তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সত্যজিতের হাতের লেখা আমাদের কাছে এতোটাই প্রিয় আর পরিচিত যে আমরা সেই চেনা হস্তাক্ষরে লেখা গান এবং গানের নোটেশন তৈরি হবার ঘটনা চাক্ষুষ করে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ফিরে এসে বসলাম যার যার আসনে। আমাদের বিস্মিত করে সত্যজিত জানতে চাইলেন আলী ইমামের কাছে;পুরনো ঢাকার বাঁদর প্রসঙ্গে বলছিলে....আমরা দুজনেই বুঝে গেলাম ভয়াবহ রকমের কঠিন জিনিস সত্যজিৎ রায়। তার মানে গানের নোটেশন রচনার সময় প্রতিটা মুহূর্ত তিনি আমাদেরও খেয়াল করেছেন!

আলী ইমাম ভাই এতো চমৎকার করে ডিটেইল বর্ণনা করছিলেন মসুয়া গ্রামের যে সেই গ্রামটিকে আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম। উপেন্দ্রকিশোরের ভিটের উঠোনে গাছের পাতার ফাঁক গলে রোদের আলো লুটোপুটি খাচ্ছে। গ্রামের সবচে প্রবীন বুড়োটা সেই ঐতিহাসিক বাড়িটার অতীত গৌরবকাহিনি বর্ণনা করছে পরম নিষ্ঠা আর গভীর আন্তরিকতায়। কেউ একজন ক্ষমতাবান লোভী ধনাঢ্য ব্যক্তি জবরদখল করে নিতে চাইছে বাড়িটাকে। আলী ইমাম ভাইয়ের দুর্ধর্ষ উপস্থাপনায় সত্যজিতের মতো তুখোড় মানুষও কিঞ্চিৎ টাল খেয়েছেন বোঝা গেলো। নোটেশন রচনা ক্ষ্যান্ত দিয়ে তিনি আমাদের দিকে একশ ভাগ মনোযোগী হলেন।

আমাকে দেখিয়ে আলী ইমাম ভাই বললেন, আপনার হীরক রাজার দেশে চলচ্চিত্রটির আদ্যোপান্ত--সমস্ত সংলাপ রিটনের মুখস্ত। সব কটা গানই ও গাইতে পারে ইন্টারল্যুড মিউজিকসহ। আমার দিকে কৌতূহলী সপ্রশংস তাকালেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। মুগ্ধ হয়েছেন বোঝা গেল।

লেখকঃ লুফর রহমান রিটন।

ভারতীয়দেরকে কুকুরের তুলনা করায় প্রীতিলতা চট্টগ্রামে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রির সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন অগ্নিকন্যা বিপ্লবী প্রয়াত প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। তাঁর স্নাতক ডিগ্রির সার্টিফিকেট আটকে রাখা হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ২৬ জুলাই ২০১৮ সালে কলিকাতাস্থ বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন এর

উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাঁদের স্নাতক ডিগ্রির সার্টিফিকেট। এই সার্টিফিকেট প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল ২৫ মার্চ ১৯৩৩ সালে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন হাসান সোহরাওয়ার্দী (১৯৩০-১৯৩৪)। তাঁর স্নাতক সার্টিফিকেট ব্রিটিশ সরকার আটকে রেখে দিয়েছিল তার প্রধান কারণ হচ্ছে তিনি চট্টগ্রামে পাহাড়তলি ইউরোপীয়ান ক্লাবে সাহেব সদস্যদের দিকে তাক করে অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন বলেই। এই ক্লাবের প্রবেশদ্বারে একটি কথা লেখা ছিল- ''কুকুর এবং ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ''। ভারতীয়দের সঙ্গে কুকুরের তুলনা করাকে বাংলার বিপ্লবীরা নিজেদের অপমানবোধ করতে থাকে। এই শব্দগুলি লেখার জন্য বাংলার বিপ্লবীরা সাহেবদের ওপরে বিশেষ করে পাহাড়তলি ইউরোপীয়ান ক্লাবের সদস্যদের ওপরে ক্ষিপ্ত হতে থাকে। উচিত শিক্ষা দিয়ে তবেই তাদেরকে চট্টগ্রাম ছাড়া করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল সেখানকার বিপ্লবীরা। গোপনে বিপ্লবী সূর্য সেনের বিপ্লবী সংগঠনে নাম লেখালেন প্রীতিলতা। সেই বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার গোপনে অস্ত্র বিদ্যা চর্চা করতে শুরু করেন গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে। পাঞ্জাবি পোশাক পরে তিনি পাহাড়তলি ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। প্রায় ১১ জন আহত সহ একজন ইংরেজ মহিলা নিহত হয়েছিল। তারপরে পুলিশ তাঁকে ধরতে পিছু ধাওয়া করলে তিনি ব্রিটিশ পুলিশদের হাতে নিজেকে আত্ম সমর্পন না করে পটাশিয়াম খেয়ে আত্মহত্যা করেন। একই বছরে বাংলার আর একজন বিপ্লবী বীণা দাস বাংলার গর্ভনর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের মধ্যে আক্রমণ করে হত্যা করার চেষ্টা করলে তা ব্যর্থ হয়। বীনা দাসের কারাদণ্ড হয়েছিল। সুরাওয়ার্দী স্যার উপাধি লাভ করেছিলেন গর্ভনরের জীবন রক্ষা করার জন্য। প্রায় ৮৬ বছর পরে এই দুই বিপ্লবী বীর কন্যার সার্টিফিকেট প্রকাশ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তা কলিকাতাস্থ বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে গিয়ে গর্বিত হয়েছিল। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের পদবী নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে তার সমাধান করে দিয়েছিলেন লরেটো কলেজের প্রাক্তন ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা তপতী সেনগুপ্ত।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৯১১ সালে ৫ মে ধলঘাট, পটিয়া, চট্টগ্রাম। সেই বছরই কলকাতায় স্বদেশি ক্লাব মোহন বাগান প্রথম আইএফএ শিল্ড লাভ করেছিল। দুই বাংলাকে আবার এক করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ব্রিটিশ সরকার। ফলে এই সালটি বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জাতীয় রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাল বলে বিবেচিত। বিপ্লবী অগ্নীকন্যা প্রীতিলতার জন্মদিবস পালন করা হচ্ছে সারা বাংলা জুড়ে। এই সালেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বীণা দাস। তাঁর জন্মের তারিখ হল ১৯১১ সালের ২৪ আগস্ট। কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃভূমি ছিল সারোয়াতলী গ্রাম। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার লাটসাহেব স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে অতর্কিতে রিভালবার থেকে গুলি করতে শুরু করেন। কোনও ক্রমে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন বাংলার লাটসাহেব। মাত্র ২১ বছরে গ্রেফতার হলেন বীরাঙ্গনা বীণা দাস। আবার সেই বছরেই চট্টগ্রামে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেছিলেন প্রীতিলতা। প্রীতিলতা ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখার সদস্যা ছিলেন। সবচেয়ে অবাক লাগে যে বেথুন কলেজের দুই ছাত্রী বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রীতিলতা চট্টগ্রামে এবং বীণা দাস কলকাতায় বসে ব্রিটিশ শাসকদের ওপরে সরাসরি আক্রমণ করে বসলেন একই সালে। দুই জনের মধ্যে বিপ্লবী যোগাযোগ ছিল। একই সালের মধ্যে দুই বেথুন কলেজের ছাত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছিল তারা আর অপেক্ষা না করে ব্রিটিশদের অহংকারকে একেবারে চূর্ণ করে দেবেন। ব্রিটিশ সরকার এই আক্রমণ কেঁপে উঠতে শুরু করেছিল। যদিও তাদের আক্রমণ সফল হয়নি। তবুও বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামে এই দুই বীরকন্যার নাম সোনার অক্ষরে খদিত থাকবে। প্রীতিলতা বাংলার প্রথম মহিলা শহিদ। প্রীতিলতার পিতার নাম ছিল জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার। মাতা প্রতিভা দেবী। পরিবারের পদবী ছিল দাশগুপ্ত। বংলার নবাব থেকে 'ওয়াহেদেদার' উপাধি পেয়ে ছিলেন বলেই প্রীতিলতার পরিবার তারপর থেকে 'ওয়াহেদেদার' বা 'ওয়াদ্দেদার' পদবী ব্যবহার করে। ডাক্তার খাস্তগীর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় থেকেই তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছিল। ১৯১৮ সালে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। স্কুলে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন কল্পনা দত্ত। তিনিও কলকাতার বেথুন কলেজের ছাত্রী ছিলেন। প্রীতিলতার চেয়ে দুই বছরের ছোট ছিলেন কল্পনা। ১৯১৩ সালের ২৭ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন কল্পনা দত্ত। তিনিও চট্টগ্রাম ডাক্তার খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৯২৯ সালে অঙ্কে লেটার মার্কস পেয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপরে কলকাতায় এসে বেথুন কলেজে ভর্তি হন। বাংলার দুই প্রথম সারির বিপ্লবী মহিলাই বেথুন ছাত্রী।

পাঠকদের লেখা
'ক্রিকেটার সত্যজিৎ'

শঙ্করলাল কর্মকার

কলকাতার ইডেন গার্ডেন ছিল একটি মাত্র ক্রিকেট স্টেডিয়াম। কলকাতার গড়ের মাঠে বহু ক্লাবে ইক্রিকেট খেলা হত। তবে উন্নত ক্রিকেট খেলা হল ইডেন গার্ডেনে। কলকাতায় পরিচালক এবং অভিনেতাদের নিয়ে একটি ক্রিকেট খেলা হয়। সেই খেলা দেখতে এত লোকের ভিড় হয়েছিল যা আইপিএল খেলার ভিড়কে টেক্কা দিতে পারে। আইপিল খেলায় এখন কোনও বেশি ভিড় হচ্ছে না। আইপিএল কর্তারা হতাশ। কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রে পরিচালক থেকে শুরু করে অভিনয় জগতে কলা কুশলীরা একটি প্রদর্শনী ক্রিকেটে খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য দুস্থ শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা করা।

যে কোনও আই পি এলের কোনও ম্যাচ নয় তবে সেদিনের ক্রিকেট বোধহয় গ্ল্যামারে টেক্কা দিত আই পি এল কে, কারণ ক্যামেরা,অভিনয় সব ছেড়ে মাঠে নেমে ক্রিকেট খেলতে নেমেছিলেন কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়, মহানায়ক উত্তমকুমার,বিকাশ রায় সহ অনেকেই।

সেদিন ছিল পয়লা মার্চ, ১৯৫৯, রবিবার, এক ক্রিকেট ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল প্রোসিউসার একাদশ বনাম টেকনিশিয়ানস একাদশ। প্রবাদপ্রতিম চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় দলের জন্য ব্যাট করে সংগ্রহ করেছিলেন ১০ রান, সঙ্গে দুটি উইকেট,পেতে পারতেন আরও দুটি কিন্তু সহজ ক্যাচ ফিল্ডাররা মিস করায় তাঁকে দুটি উইকেটে সন্তুষ্ট হতে হয়। ব্যাটিং দক্ষতার ঝলক দেখা গিয়েছিল মহানায়ক উত্তমকুমারের ব্যাটেও, এসেছিল ১২ রান, বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ব্যাটের হাত মন্দ নয়। ক্যামেরা,অভিনয় সব ছেড়ে যেদিন মাঠে নেমে পড়েছিলেন সত্যজিৎ রায়,উত্তমকুমার,বিকাশ রায়ের মত ভারতীয় চলচ্চিত্রের কিংবদন্তিরা। বহুমুখী প্রতিভার মানুষ সত্যজিৎ রায় মহাশয়ের বেশ দুর্বলতা ছিল ক্রিকেট খেলার প্রতিগ্ধ ক্রিকেটের প্রতি তাঁর অনুরাগে অবশ্যই ছিল নিখাদ আবেগ, নিজে মাঠে নেমেছেন,সর্বোপরি ক্রিকেটের সব খোঁজখবর রাখতেন। ক্রিকেটে তখন নিশ্চয়ই রঙিন পোশাক আসেনি,অন্য যারা খেলেছিলেন সবাই ক্রিকেটের পোশাক পরে খেলেছিলেন, সত্যজিৎ রায় অবশ্য খেলেছিলেন পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে। সত্যজিৎ রায় মহাশয়ের ব্যাট ১০রানে থেমে গেলেও নিজের অলরাউন্ড পারফরমেন্সের জোরে ক্রিকেট মাঠেও নিজের ক্রিকেটীয় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে বোধহয় বার্তা দিতে পেরেছেন বহুমুখী প্রতিভার মানুষরা এমন হয়! রানের দিক থেকে তিনি মহানায়ক উত্তমকুমারের পিছনে থাকলেও, চমৎকার বোলিং করেছিলেন মানিক বাবু,ক্রিকেটে তাঁর দক্ষতার উৎকর্ষের সাক্ষী ছিলেন নিজের স্ত্রী,পুত্র সহ প্রতিদ্বন্দ্বী দলের খেলোয়াড়, উপস্থিত দর্শকরা। সত্যজিৎ রায় পেয়েছিলেন দুটি উইকেট,পেতে পারতেন আরও দুটি উইকেট,কিন্তু সহজ ক্যাচ দলীয় ফিল্ডাররা মিস করায় নিশ্চিত আরও দুটি উইকেট প্রাপ্তির সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে এই অনুযোগ স্বয়ং সত্যজিৎ জায়া বিজয়া রায়ের। ম্যাচের ফলাফল, সে থাকবে, সেকথা বলতে হবে,অল্পের জন্য হেরে গিয়েছিল প্রোডিউসার একাদশ,হ্যাঁ তবে দিনের শেষে নিশ্চয়ই জিতেছিল ক্রিকেট, কারণ ক্রিকেটের টানে মাঠে নামেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়।

মহিশুড়ায় দীর্ঘদিন ধরে বিকল পানীয় জলের সজল ধারা প্রকল্প, চরম সমস্যায় অসংখ্য গ্রামবাসী

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ৪ মে ঃ গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহে চরম জল সংঙ্কটে উত্তর ঘোষ পাড়ার বাসিন্দারা। আজ থেকে প্রায় বছর

পাঁচেক আগে গ্রামবাসীদের জন্য আর্সেনিক মুক্ত ও পরিস্রুত পানীয় জলের প্রকল্প সজল ধারা চালু করা হলেও কয়েক মাসের মধ্যেই তা মুখ থুবড়ে পড়ে। সম্ভবত যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই বন্ধ হয়ে যায় সজল ধারা প্রকল্পের সুবিধা। নবদ্বীপ ব্লকের মহিশুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ঘোষপাড়ায় বসবাসকারী মানুষদের পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে অতঃ পর নির্ভর করতে হয় পুর এলাকায় রাস্তার কলের জলের উপর। জানা যায়, ২০২০-২১অর্থ বর্ষে পাঁচ বছরের রক্ষণাবেক্ষণ সহ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের অর্থানুকূল্যে প্রায় সাড়ে ১৩ লক্ষ টাকা ব্যায়ে নির্মিত সজল ধারা প্রকল্পটি গ্রামবাসীদের চালু করা হয়। অধিকাংশ গ্রামবাসীর অভিযোগ, সেই সময় চালু হলেও মাত্র ছ' মাস থেকে এক বছরের মধ্যেই মুখ থুবড়ে পড়ে আর্সেনিক মুক্ত ও পরিশ্রুত পানীয় জলের প্রকল্পটি। ফলে চরম বিপাকে পড়েন উত্তর ঘোষ পাড়ার অসংখ্য গ্রামবাসী। অপরদিকে সজল ধারা প্রকল্পটি বিকল হয়ে গেলেও কোনও রকম হেলদোল নেই পঞ্চায়েত প্রধান থেকে অন্যান্য সদস্যদের। গ্রামবাসীদের তরফে প্রধান সহ পঞ্চায়েতকে বারংবার জানিয়েও কোনওরকম সুরাহা না হওয়ায় অগত্যা গ্রামের প্রায় প্রতিটি মানুষকে পানীয় জলের জন্য নির্ভর করতে হয় গ্রাম লাগোয়া কোলেরডাঙ্গা রোডে পুর অঞ্চলে থাকা রাস্তার কলের উপর। স্থানীয় উত্তর ঘোষ পাড়ার বাসিন্দা গৃহবধূ মিলন ঘোষ, উন্নতি ঘোষ, সুজাতা ঘোষ সহ একাধিক গ্রামবাসীর অভিযোগ, মহিশুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন উত্তর ঘোষ পাড়া গ্রামে বসবাস করে বহু মানুষ। এই গ্রামে একটি মাত্র রয়েছে সজল ধারা প্রকল্প। তাও বছর চারেক হল পুরোপুরি বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। অপরদিকে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দিলেও এখনও পর্যন্ত জলের দেখা নেই। ফলে প্রতিটি গ্রামবাসীকে পানীয় জলের জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরের রাস্তায় পুর এলাকার কলের উপর নির্ভর করতে হয়। অন্যদিকে গ্রামবাসীদের অভিযোগ প্রসঙ্গে নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারি সভাপতি তাপস ঘোষ বলেন, সজল ধারা প্রকল্পটি বন্ধ থাকার খবর তার জানা ছিল না। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান বিষয়টি আমায় জানায়নি। সজল ধারা প্রকল্পটি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমের কাছ থেকে জানতে পেরে পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি তাপস ঘোষ দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

কৃতিদের শুভেচ্ছা জামালপুর ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ মে ঃ মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই কৃতি ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা ও সম্বর্ধনা

জানাচ্ছেন জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। শনিবারের পর রবিবারও কৃতিদের বাড়িতে পৌঁছে যান জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি ও ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান। এদিন পর্বতপুর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী পিয়ালী দত্ত (৬৬০), আঝাপুর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সিদ্দিকা সুলতানা (৬৫৫), জৌগ্রাম হাই স্কুলের ছাত্রী তৃষা ঘোষ (৬৫২) এদের সম্বর্ধিত করেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন পারাতল ১ পঞ্চায়েতের উপ প্রধান উত্তম হাজারী, পর্বত বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি শিপ্রা ওঝা ঘোষ সহ স্থানীয় নেতৃত্বরা। তাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের উত্তরীয় পড়িয়ে দেন। এছাড়াও ফুলের তোড়া, পেন , মিষ্টির প্যাকেট ও একটি সুন্দর মোমেন্ট তুলে দেন কৃতীদের হাতে। বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে মেয়েদের শিক্ষার সর্বাঙ্গীন উন্নতি করেছেন তারই ফল পাওয়া যাচ্ছে। তিনি সকলে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের ভবিষ্যত জীবনের সাফল্য কামনা করেন। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান বলেন, আজ এরা ছোটো, সবে মাধ্যমিক পাশ করেছে। আগামীতে হয়তো এরাই কেউ বড় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, বিজ্ঞানী সহ নানা পেশায় নিযুক্ত থেকে দেশ ও দশের মঙ্গল করবে, জামালপুরের নাম উজ্জ্বল করবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রীদের জন্য যে সমস্ত প্রকল্প চালু করেছেন তারই সুফল পাওয়া যাচ্ছে। ৬০০ এর উপর একাধিক ছাত্রী পেয়েছে। তিনি এদের সকলের ভবিষ্যত জীবনের সাফল্য কামনা করেন। কৃতি ছাত্রীরা সকলেই আগামীতে ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করতে চায়। আর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই সম্বর্ধনা পেয়ে তারা খুব খুশী। এটা তাদের আগামীতে আরো ভালো ফল করতে উদ্বুদ্ধ করবে বলে তারা জানিয়েছে।

গ্রেফতার চার বাংলাদেশি

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৪ মে ঃ অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে আবারো অভিযান জেলা পুলিশের। গ্রেফতার ৪ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী সহ এক মদত দাতা ভারতীয় দালাল। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ভারতীয় দালাল চক্রের মধ্যে দিয়ে ওই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা অবৈধভাবে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে, এরপর ভারতের পশ্চিম দিকে যাওয়ার পরিকল্পনা করলে নদীয়ার ধানতলা থানা পুলিশের একটি বিশেষ টিম শুরু করে অভিযান, এরপরেই ওই চার বাংলাদেশিসহ এক ভারতীয় দালালকে গ্রেফতার করে। জানা যায়, অর্থের বিনিময়ে বাংলাদেশীদের সহযোগিতা করত ওই মদত দালাল। বাংলাদেশীদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকার মুনাফা হতো। জানা যায়, ধৃত দালালের নাম, রুবেল মন্ডল। ধৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মামলা রুজু করে রবিবার তাদের তোলা হয় রানাঘাট বিচার বিভাগীয় বিশেষ আদালতে।

ডিএইচআর-এ স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবাও সম্প্রসারণ আরও কয়েকটি ট্রেনের সময়সূচীও সংশোধন

মালিগাঁও, ৪ মে ঃ বর্ধিত যাত্রী চাহিদা দূর করতে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তিন জোড়া বিশেষ ট্রেনঃ ট্রেন নং. ০৯৬২৩/ ০৯৬২৪ (উদয়পুর সিটী - ফরবেসগঞ্জ - উদয়পুর সিটী), ট্রেন নং. ০১৪০৫ / ০১৪০৬ (কোলহাপুর - কাটিহার - কোলহাপুর) এবং ট্রেন নং. ০৯১৮৯ / ০৯১৯০ (মুম্বাই সেন্ট্রাল - কাটিহার - মুম্বাই সেন্ট্রাল)-এর চলাচলের সময়সীমা সম্প্রসারণ করেছে। এছাড়াও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিচালন দক্ষতা উন্নত করার জন্য কিছু ট্রেনের সময়সূচী সংশোধন এবং গতিবেগ বৃদ্ধি করেছে। ট্রেন নং. ১৫৪১৭ / ১৫৪১৮ (আলিপুরদুয়ার জংশন - শিলঘাট টাউন - আলিপুরদুয়ার জংশন) রাজ্যরাণী এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং. ৫৫৪৬৫ (আলিপুরদুয়ার জংশন - বামনহাট) প্যাসেঞ্জার-এর সময়সূচী সংশোধন করা হয়েছে, যা ১১ মে, ২০২৫ থেকে হবে। এই সংশোধনীর ফলে ট্রেনের গতিশীলতা বৃদ্ধি, ভ্রমণের সময় হ্রাস এবং যাত্রীদের সুযোগ - সুবিধা উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০৯৬২৩ (উদয়পুর সিটী - ফরবেসগঞ্জ) ৬ মে, ২০২৫ থেকে প্রত্যেক মঙ্গলবারে অতিরিক্ত চারটি ট্রিপের জন্য সম্প্রসারিত পরিষেবার সাথে চলবে এবং ট্রেন নং. ০৯৬২৪ (ফরবেসগঞ্জ - উদয়পুর সিটী) ৮ মে, ২০২৫ থেকে প্রতি বৃহস্পতিবারে অতিরিক্ত চারটি ট্রিপের জন্য সম্প্রসারিত পরিষেবার সাথে চলবে। ট্রেন নং. ০১৪০৫ (কোলহাপুর - কাটিহার) ৪ মে, ২০২৫ প্রত্যেক রবিবারে অতিরিক্ত চারটি ট্রিপের জন্য সম্প্রসারিত পরিষেবার সাথে চলবে এবং ট্রেন নং. ০১৪০৬ (কাটিহার - কোলহাপুর) ৬ মে, ২০২৫ থেকে প্রত্যেক মঙ্গলবারে অতিরিক্ত চারটি ট্রিপের জন্য সম্প্রসারিত পরিষেবার সাথে চলবে। ট্রেন নং. ০৯১৮৯ (মুম্বাই সেন্ট্রাল - কাটিহার) ৩ মে, ২০২৫ থেকে প্রত্যেক শনিবারে অতিরিক্ত পাঁচটি ট্রিপের জন্য সম্প্রসারিত পরিষেবার সাথে চলবে এবং ট্রেন নং. ০৯১৯০ (কাটিহার - মুম্বাই সেন্ট্রাল) ৬ মে, ২০২৫ থেকে প্রত্যেক মঙ্গলবারে অতিরিক্ত পাঁচটি ট্রিপের জন্য সম্প্রসারিত পরিষেবার সাথে চলবে। এই ট্রেনগুলি বিদ্যমান সময়সূচী, রুট, কোচের গঠন, স্টপেজ এবং পরিষেবার দিন-এর সাথে পরিষেবা অব্যাহত রাখবে। আরও, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) ভিড়ের মরসুমে সর্বাধিক সংখ্যক পর্যটকদের সামাল দিতে পাঁচটি স্পেশাল ডিজেল জয়রাইড ট্রেনের চলাচল সম্প্রসারণ করেছে। ট্রেন নং. ০২৫৪৬ (দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং) স্পেশাল ডিজেল জয়রাইড, এখন ১ মে, ২০২৫ থেকে তার সম্প্রসারিত পরিষেবা শুরু করে ১৫ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত চলবে। এছাড়াও, ০২৫৪৭, ০২৫৪৮, ০২৫৪৯ এবং ০২৫৫০ (দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং) স্পেশাল ডিজেল জয়রাইডের পরিষেবাও সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং এই সম্প্রসারিত পরিষেবা ১ থেকে ১৫ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ১১ মে, ২০২৫ থেকে সংশোধিত সময়সূচীর সাথে, ট্রেন নং. ১৫৪১৭ (আলিপুরদুয়ার জংশন - শিলঘাট টাউন) রাজ্যরাণী এক্সপ্রেস আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে ১৮.৪৫ ঘন্টায় রওনা দেবে এবং পরের দিন ৮.৫৫ শিলঘাট টাউন পৌঁছাবে। ফের যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ১৫৪১৮ (শিলঘাট টাউন - আলিপুরদুয়ার জংশন) রাজ্যরাণী এক্সপ্রেস ১২.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে শিলঘাট টাউন থেকে ১৮.০০ ঘন্টায় রওনা দেবে এবং পরের দিন ৭.৩৫ ঘন্টায় আলিপুরদুয়ার জংশন পৌঁছাবে। ট্রেন নং. ৫৫৪৬৫ (আলিপুরদুয়ার জংশন - বামনহাট) প্যাসেঞ্জার ১১ মে, ২০২৫ তারিখ থেকে সংশোধিত সময়সূচী সহ আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে ৬.১০ ঘন্টায় রওনা দেবে এবং একই দিন ০৮.৩৫ ঘন্টায় বামনহাট পৌঁছাবে। এই ট্রেনগুলির রুট, স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

তরুণোদয় উৎসব ও মিলন মেলা সংস্কৃতিতে বাঙালিয়ানা

অভিজিত হাজরা, হাওড়া, ৪ মে ঃ তরুণোদয় ফাউন্ডেশনের আয়োজনে উদয়নারায়নপুর- এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো দুই দিন ব্যাপী তরুণোদয় উৎসব ও মিলন মেলা ২০২৫ । এইবছর এই মেলা তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করলো এবছরের মেলার মূল ভাবনা ছিল সংস্কৃতিতে বাঙালিয়ানা মূলতঃ বর্তমান সমাজে

ভুলতে বসা বাঙালি সংস্কৃতি কে নতুন করে সকলকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই এই ভাবনা । তরুণোদয় উৎসব ও মিলন মেলা - আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কবি ও সাহিত্যিক দিলীপ বসু। ২ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে ছিল বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। ছিল সারা বাংলা -নৃত্য, আবৃত্তি , যোগব্যায়াম এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতা। গোটা দক্ষিণবঙ্গের প্রায় প্রত্যেকটি জেলা থেকে ৭০০ এরও বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহন করে এই অনুষ্ঠানগুলোতে । উল্লেখযোগ্য এছাড়াও ওড়িশা থেকেও প্রতিযোগীরা এসে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে । এখানেই তরুণোদয় ফাউন্ডেশন-এর সমাজসেবা মূলক কাজ, সুস্থ সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ, উদ্দেশ্য - লক্ষ্যের সাফল্য। তরুণোদয় ফাউন্ডেশনের মূল প্রয়াস নতুন প্রতিভার উন্মেষ ঘটানো তা অনেকটাই সফলতা পায় এর মাধ্যমে। সারা রাজ্যের মধ্যে এই প্রথম তরুণোদয় ফাউন্ডেশন পুরস্কারে বৈচিত্র্য আনে। এবারই প্রথম বারের জন্য প্রত্যেক প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক বিভাগে প্রথম ৩৫ জনকে ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয় ও প্রথম তিনজনের হাতে ট্রফির সাথে রুপোর স্মারক তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও উদয়নারায়নপুর এর মধ্যে বৃহত্তম পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট পরিবেশ কর্মী চিত্রক প্রামাণিক এবং বটবাবা শ্রী শ্যামল জানা। এছাড়া তরুণোদয় ফাউন্ডেশনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা হয় এইদিনের মঞ্চ থেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন RMPA হাওড়া জেলার সম্পাদক বিপ্লব মল্লিক এবং সহ সম্পাদক অতিন্দ্র ভক্ত। এই কর্মসূচিতে তরুণোদয় এবং RMPA সারা উদয়নারায়নপুর ব্লক জুড়ে বিভিন্ন গ্রামে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে চাষিদের সর্প সচেতনতার পাঠ দেবে। এছাড়া প্রত্যেক বছরের মতো এবারও তরুণোদয় কর্মবীর সম্মাননা প্রদান করা হয় তাদের যারা বিভিন্ন সময় নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজের জন্য কিছু করেছে তাদের । তরুণোদয় কর্মবীর সম্মাননা প্রদান করা হয় বন্যা পরিস্থিতিতে নদী সাঁতরে ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধারকারী রাকেশ সামন্ত ও সৌমেন মালিক, যোগব্যায়ামে বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পদক প্রাপক বর্ষা বেরা, সার্বিকভাবে মানুষের পাশে থাকার জন্য রাজবলহাট কালচারাল সার্কেল, ছোট নদী বাঁচাতে বীরভূম থেকে কোলকাতা পর্যন্ত সাইকেল র‍্যালির সংগঠক তাপস দাস, বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও মৃৎশিল্পী সত্যব্রত মন্ডল, দূষণ মুক্ত যানবাহনের প্রচারে সাইকেল যাত্রী দাশু দা কে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল বিভিন্ন নৃত্য গোষ্ঠীর নাচ, শ্রুতিনাটক, যোগা প্রদর্শনী সহ আর ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান হয় এবং শেষে সমাপ্তি অনুষ্টানে হৃদস্পন্দন বাংলা ব্যান্ড । দু ' দিন ব্যাপী তরুণোদয় উৎসব ও মিলন মেলায় বিভিন্ন দিনে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া ও তরুণোদয় ফাউন্ডেশন এর মূল কর্ণধার, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি তুষার পাঠক, সম্পাদক রণজিত দেঁড়ে, অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও কোষাধ্যক্ষ অভীক হাজরা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

কান্দিতে গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত শিশু-সহ ৪ জন

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৪ মে ঃ মুর্শিদাবাদের কান্দিতে একটি চার চাকা গাড়ি ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম হয়েছেন একটি শিশু-সহ ৪ জন। রবিবার কান্দি- সালার রাজ্য সড়কের ভরতপুর থানার অন্তর্গত ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার ভরতপুর থানার অন্তর্গত ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় একটি গাড়ি ও ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় ৪ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে।

মালদার ১৮ কিলোমিটার নিয়ে বাড়ছে চিন্তা!

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ মে ঃ কাঁটাতারের বেড়া না থাকার কারণেই যত সমস্যা। সহজে বাংলায় ঢুকে পড়ছে জঙ্গিরা। রাজ্য সরকারের অসহযোগীতার জন্য কাঁটাতার দেওয়া যাচ্ছে না। ফের বিস্ফোরক বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর। চর্চা শুরু মালদহের রাজনীতির আঙিনায়। প্রসঙ্গত, কাশ্মীরে জঙ্গি হানার জেরে সম্প্রতি ভারত-পাক সম্পর্ক একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। দিকে দিকে উঠেছে বদলার রব। ভারতের প্রত্যাঘাতের ভয়ে হাঁটু কাঁপা শুরু হয়ে গেছে পাকিস্তানের। এরইমধ্যে সমস্ত পাকিস্তানিদের ভিসা বাতিল করে দিয়েছে ভারত। একইসঙ্গে ভারতে থাকা পাকিস্তানিদের দেশে ফিরে যাওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই আবহে খগেন মুর্মুর মন্তব্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের। এদিকে ভারত-বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে সবথেকে বেশি অংশ গেছে পশ্চিমবঙ্গের পাশ দিয়েই। কিন্তু, একটা বড় অংশে এখনও পর্যন্ত কাঁটাতার নেই। সেখানেই অনুপ্রবেশের চিন্তা বরাবরই মাথা ব্যথার কারণ সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর। বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে ভারতের বিরুদ্ধেও তোপের পর তোপ উড়ে এসেছে। ছেড়ে কথা বলেনি ভারতও। ওই আবহে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে কড়া নজর রাখতে শুরু করেছিল বিএসএফ। অশান্তির আগুনে নতুন করে ঘি ঢেলেছে পাকিস্তান। এদিকে মালদহে সীমান্তে ১৮ কিলোমিটার কাঁটাতার নেই। তাতেই বেড়েছে চিন্তা। পাকিস্তানিদের দ্রুত তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানোর দাবি সামনে রেখে সোমবার সব জেলায় জেলাশাসকের দফতর অভিযানের ডাক দিয়েছে বিজেপি। এদিন তা নিয়েই জেলায় জেলায় সাংবাদিক বৈঠক করছেন বিজেপি নেতৃত্ব। সেখানেই কাঁটাতারহীন সীমান্ত নিয়ে বারবার ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় খগেনকে। অনুপ্রবেশ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। খগেন বলছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লোকসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন আমরা রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে কাজ করতে পারছি না। রাজ্য জায়গা দিচ্ছে না বলেই কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যাচ্ছে না। মালদার ১৮ কিলোমিটার এলাকায় মালদার বেড়া দেওয়া যায়নি। এর ফলে অবাধে জঙ্গিরা, জেহাদিরা এপারে চলে আসছে।

সুজাতাকে পাঠাচ্ছেন আইনি নোটিশ

দুরন্ত বার্তা, বিষ্ণুপুর, ৪ মে ঃ গাই-বাছুর নিয়ে দিল্লিতে লুকিয়ে আছেন তো। ভেবেছিলেন অন্তত হাফ প্যান্ট মন্ত্রী হবেন, তা না হতে পেরে মানসিক হতাশায় আক্রমণ করছেন। দিলীপ ঘোষের উপর আক্রমণের ধার বাড়াতেই কয়েকদিন আগেই এ ভাষাতেই সৌমিত্রর বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা মণ্ডল। এবার সেই সুজাতাকে আইনি নোটিস পাঠাচ্ছেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ। প্রাক্তন স্ত্রীর বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগেও সরব সাংসদ। সুজাতা মণ্ডলের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁর আইনি বিচ্ছেদ হয়েছিল আগেই। বিচ্ছেদের আইনি প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়েও একে অপরের বিরুদ্ধে বারবার ছুড়ে দিয়েছেন কটাক্ষবাণ। আপাতত দুজনেই দুই পৃথক শিবিরে। সৌমিত্র খাঁ বিজেপির সাংসদ। অন্যদিকে সুজাতা মণ্ডল বাঁকুড়া জেলা পরিষদের মস্য কর্মাধ্যক্ষ। দু'পক্ষের বিবাদে বেশ কিছুদিন বিরতি চলার পর সম্প্রতি দিলীপ ঘোষ ইস্যুতে ফের তাঁদের বিবাদ প্রকাশ্যে চলে আসে। তা নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন তরজা। তারই পাল্টা এবার সুজাতার বিরুদ্ধে মুখ খুললেন সাংসদ সৌমিত্র। সাংসদের দাবি, সুজাতা মণ্ডল কলকাতার একটি সরকার পোষিত স্কুলের শিক্ষিকা। কিন্তু, গত ৬ বছর ধরে তিনি একদিনের জন্যও স্কুলে যাননি। কীভাবে স্কুলে না গিয়ে মাসের পর মাস বেতন তুলছেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন সাংসদ। একইসঙ্গে সুজাতার বিরুদ্ধে জেলা পরিষদের মৎস্য বিভাগে ৭০ শতাংশ হারে কাটমানি নেওয়া ও বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন সাংসদ। সুজাতার বিরুদ্ধে চাকরির জন্যে টাকা নেওয়ার অভিযোগও এনেছেন সাংসদ। একইসঙ্গে গত এক বছরে তিনবার সুজাতার বিদেশ যাত্রা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সৌমিত্র। তাতেই নতুন করে সরগরম রাজনৈতিক মহল। অন্যদিকে এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি সুজাতার। একাধিকবার তাঁকে টেলিফোন করা হলেও তিনি সেই ফোন ধরেননি।

রাস্তায় মাটি পড়ে বেহাল পাকা রাস্তা, প্রায়শই ঘটছে দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৪ মে ঃ বর্তমান সময়ে চলছে ধান কাটার মরসুম, আর ধান কেটে ট্রাক্টারে করে নিয়ে ওঠা হচ্ছে রাস্তায়, আর ট্রাক্টরের চাকার তলায় লেগে থাকা কাদা রাস্তার ওপর পড়ে, রাস্তার অবস্থা হয়েছে ভয়ানক। আর তার ওপর বৃষ্টি পড়ার ফলে সেই রাস্তা দিয়ে চলাচল একদমই হয়ে বিপদজনক। কালনা থানার অন্তর্গত কালনা ২ নম্বর ব্লকের বৈদ্যপুরের গ্রাম পঞ্চায়েতের তালার মোড় থেকে দেবীপুর স্টেশন যাওয়ার পাকা রাস্তায় এমনই বেহাল চিত্র। কাদা রাস্তার উপর দিয়ে যেতে গিয়ে প্রায়শই ঘটছে দুর্ঘটনা। শুধু ধান কাটার ট্র্যাক্টারই নয় মাটি মাফিয়ারাও জমি থেকে মাটি কেটে ট্রাক্টর এর সাহায্যে মাটি পাচার করতে গিয়েও রাস্তায় মাটি পরে হচ্ছে ভয়ানক অবস্থা। আর বৃষ্টি হলে এই রাস্তা দিয়ে চলাচলের একদমই অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে ফলে কোন গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না রাস্তা দিয়ে। অবিলম্বে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করুক প্রশাসন এমনই চাইছেন এলাকাবাসীরা, এদিন রবিবার স্থানীয় এলাকাবাসীরা জানান, প্রশাসন দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, যাতে মাঠ থেকে কাদা ভর্তি গাড়ি রাস্তায় না চলাচল করে সেটির উপর নজর দিক তারা।

বৈশাখের আগমনকে এক অন্য মাত্রা এনে দিল ন্যাশনাল একাডেমী অফ ফটোগ্রাফি। ''হে বৈশাখ'' শীর্ষক ফটোগ্রাফি এক্সিবিশনের আয়োজন করল তারা। দক্ষিণ কলকাতার গ্যালারি গোল্ড হলে ৩ এবং ৪ মে এই এক্সিবিশনের আয়োজন করা হয়। সব মিলিয়ে প্রায় ১৪০ টি ছবি এই এক্সিবিশনে ছিল। ন্যাশনাল একাডেমি অফ ফটোগ্রাফির ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও দেশ জুড়ে বহু ফটোগ্রাফারের ছবি এই এক্সিবিশনে প্রদর্শিত হল। এবছর তাদের ১৪ তম ফটোগ্রাফি এক্সিবিশন। বিজয়ীদের জন্য রাখা হয়েছে আর্থিক পুরস্কার। ৩ মে উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বতোষ সেনগুপ্ত - পি এ ডি সেক্রেটারি, ড. অভয়নাথ গাঙ্গুলি, সুব্রত বসাক। সংস্থার কর্ণধার মধু সরকার বলেন, ভালো ছবি তোলার জন্য নিজের মনকে সেই ছবির আঙ্গিকে গড়ে তুলতে হবে। শুধু তাই নয় শিখতে হবে ফটোগ্রাফির ব্যাকরণ। ফটোগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা কিন্তু অতি অবশ্যই দরকার। আমাদের এই এক্সিবিশনে ১৪০ টি ছবির মধ্যে সবমিলিয়ে ৬ পুরস্কৃত হলেন । তাদের জন্য ছিল আর্থিক পুরস্কারও। ছবি- সুবল সাহা

মোথাবাড়িতে ৭৪ জন হজযাত্রীকে সংবর্ধনা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ মে ঃ মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন জলপথ ও সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের নিজস্ব উদ্যোগে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতে মোথাবাড়িতে ৭৪ জন হজযাত্রীকে সংবর্ধনা ও দোয়া মাহফিল সাবিনা ইয়াসমিনের। বিডিও অফিস সংলগ্ন সুকান্ত ভবনে ৭৪ জন হজ যাত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উক্ত এই সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, মালদা জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, মালতিপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি, মালদা জেলা পরিষদের দুই কর্মদক্ষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, মোথাবাড়ির বিডিও ও ওসি সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন হজ যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন তারা যেন মক্কায় গিয়ে ভারতবর্ষের জন্য দোয়া করেন।

পাট্টা প্রাপকদের তালিকায় তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির ভাই এবং আত্মীয়রা, খোঁজা বিরোধীদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ মে ঃ বিরাট অট্টালিকা। বাড়িতে রয়েছে গাড়ি। এক ভাই তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ। এক ভাই অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি। বিত্তশালী পরিবার। রাজ্য সরকারের দেওয়া ভূমিহীনদের জন্য তিন বিঘা পাট্টা আত্মসাৎ করলো সেই পরিবার। অবৈধ ভাবে বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ সেই পাট্টা পাইয়ে দিলো তার ভাই এবং ভাই বৌ এবং নিকট আত্মীয়দের। যার মধ্যে আবার রয়েছেন একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার। তৃণমূলেরই অন্যান্য কর্মাধ্যক্ষ এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা সরব হলেন নেই নিয়ে। বদলি হলেন ভূমি ও ভূমি সংস্কার অধিকারিক।

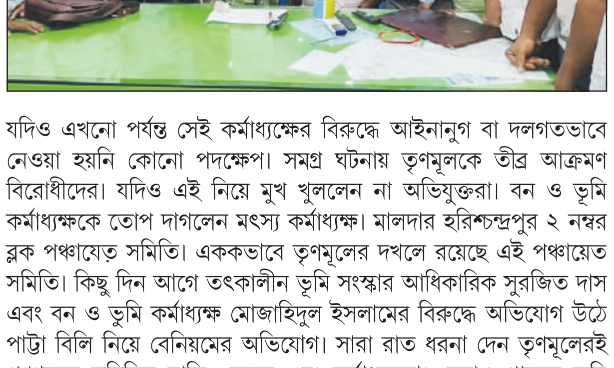

যদিও এখনো পর্যন্ত সেই কর্মাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ বা দলগতভাবে নেওয়া হয়নি কোনো পদক্ষেপ। সমগ্র ঘটনায় তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ বিরোধীদের। যদিও এই নিয়ে মুখ খুললেন না অভিযুক্তরা। বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষকে তোপ দাগলেন মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি। এককভাবে তৃণমূলের দখলে রয়েছে এই পঞ্চায়েত সমিতি। কিছু দিন আগে তৎকালীন ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুরজিত দাস এবং বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ মোজাহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে পাট্টা বিলি নিয়ে বেনিয়মের অভিযোগ। সারা রাত ধরনা দেন তৃণমূলেরই পঞ্চায়েত সমিতির বাকি সদস্য এবং কর্মাধ্যক্ষরা। ঘেরাও থাকেন ভূমি সংস্কার আধিকারিক। তারপরেই দেখা যায় পাট্টা প্রাপকের তালিকায় রয়েছেন বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষের ভাই তথা শাসকদলের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি সামিরুল ইসলাম, আরেক ভাই মানজারুল ইসলাম এবং দুই ভাই বউ আফসানা খাতুন এবং মমতাজ বিবির নাম। এছাড়াও সিভিক ভলেন্টিয়ার সাব্বির আহমেদ নামে এক আত্মীয় সহ আরো চারজনের নাম রয়েছে প্রাপকদের তালিকায়। প্রত্যেকের নামে ২৫ শতক করে জমি পাট্টা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এই নিয়ে তারা বিডিও সহ ভূমি সংস্কার দপ্তরের উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। এই পাট্টার তালিকা সামনে আসাতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে প্রশাসনিক মহলেও। এলাকায় যথেষ্ট প্রভাবশালী এবং বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও কি করে বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষের আত্মীয়রা পাট্টা পেলেন এই নিয়ে একাধিক প্রশ্ন সামনে এসেছে। শাসকদলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের অভিযোগ ওই কর্মাধ্যক্ষের এলাকায় যথেষ্ট সম্পত্তি রয়েছে দোতলা বাড়ি গাড়ি সহ জমি রয়েছে তবুও তিনি কি করে নিজের ভাই এবং আত্মীযদের নামে পাট্টা তুললেন এই নিয়ে তারা প্রশ্ন তুলেছেন? তাদের দাবি এই কেলেঙ্কারিতে ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক যুক্ত রয়েছেন। এর পেছনে দালাল চক্র এবং মোটা অংকের আর্থিক লেনদেন হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠছে। কিন্তু এই কর্মাধ্যক্ষ এবং তার আত্মীয় পাট্টা প্রাপকরা কেউই মুখ খুলছেন না এই নিয়ে। আক্রমণের সুর চড়িয়েছে বিজেপি এবং সিপিএম। সমগ্র ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এখন দেখার বিষয় এই বেনিয়মের জন্য ওই কর্মাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নেয় প্রশাসন।

হজ প্রশিক্ষণ শিবির

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৪ মে ঃ রবিবার দুপুরে ২০২৫ হজ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন হয় গাওসিয়া আলীমিয়া জামে মসজিদে। আয়োজক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আল হাজ আব্দুল হাসিব (উকিল), মহঃ বদরুদ্দোজা, মহঃ হুজ্জুদ আলি, আবু তাহা আকসার, মোসাব রোক হোসেন, মোলেশ্বর হোসেন, ইনামুল সেখ, কাশেদ সেখ, আবুল কালাম, মহঃ আসাবুদ্দিন সেখ (উকিল) প্রমুখ। মসজিদের মৌলবী মহঃ নাশিরুন সাহেবের কোরান পাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আলোচনা। ইসলাম ধর্মে যে পাঁচটি ফরজ আছে। তার মধ্যে হজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। মূলতঃ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিলো হজের আহকাম ও আরকান সম্পর্কিত বিবরণ বা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা। এছাড়াও নবীন হজ যাত্রীদের সম্বর্ধনা, পাশাপাশি ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের জন্য আন্দোলন ও কাশ্মীরের পাহেলগাঁওয়ে ২৬ জন পর্যটকদের উপর সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা ধিক্কার জানানো হয়। এই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন মহঃ বদরুদ্দোজা। বিশ্ব শান্তি প্রার্থনা বা দোয়ার মধ্য দিয়ে এই প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘটে।

Corrigendum

The advertisement of Radhanagar Gram Panchayat published on 4th May, 2025, please read the date of **eNIT No. 745/15th FC/2025** as **29.04.2025** instead of **22.04.2025** and and all the eNIT numbers of Important dates section should be read as **eNIT-745, 746, 747** instead of **eNIT-45, 46, 47.** Other details will remain unchanged.

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender Notice are invited vide NIT No.:**01/MGP/SBMG & XVFC** / 2025(6 noscummunity Sanitary Toilet) Dated **28.04.2025**. Bid Submission Start Date (Online)- **28.04.2025 (16.00 hrs),** Closing Date (Online): **06.05.20225 (14.00 hrs).** Bid Opening Date (Online): **08.05.2025 (14.00 hrs).**Please look for details on www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Thanking You

Sd/-
Pradhan
Mandaran Gram Panchayat

পাবলিক নোটিশ

ফর্ম নং. আইএনসি-২৬
[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ৩০ অনুসারে]
কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে পূর্ব অঞ্চল, (আঞ্চলিক পরিচালক) নিজাম প্লেস, এমএসও বিল্ডিং, তৃতীয় তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ৩০ এর উপ-বিধি (৫) এর ধারা (ক) এর ক্ষেত্রে এবং
খুশি ডিলট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড-এর ক্ষেত্রে নিবন্ধিত অফিস রয়েছে
অফিসের ঠিকানা ১, দিগম্বর জৈন টেম্পল রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭
.....আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানিটি **'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য' থেকে 'রাজস্থান রাজ্য'-এ তার নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য ৯ই এপ্রিল, ২০২৫** তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির স্মারকলিপির পরিবর্তন নিশ্চিত করার জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করছে।
কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যার স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তিনি এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম পূরণ করে অথবা জমা দিতে পারেন অথবা নিবন্ধিত ডাকযোগে তার আপত্তির ধরণ এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্ব অঞ্চল, নিজাম প্লেস, এমএসও বিল্ডিং, তৃতীয় তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গের কাছে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে আবেদনকারী কোম্পানির একটি অনুলিপি সহ নীচে উল্লিখিত ঠিকানায় তার নিবন্ধিত অফিসে জমা দিতে পারেন-
রেজিস্টার্ড অফিসঃ
অফিসের ঠিকানা ১, দিগম্বর জৈন টেম্পল রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭
খুশি ডিলট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
সিআইএনঃ U51101WB2010PTC149993
যোগেন্দ্র পুনমচন্দ ভাটি
স্থানঃ কলকাতা (ডিরেক্টর)
তারিখঃ ০৫.০৫.২০২৫ ডিআইএনঃ ০০৬৯৬৮৫৩

পাবলিক নোটিশ

ফর্ম নং. আইএনসি-২৬
[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ৩০ অনুসারে]
কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে পূর্ব অঞ্চল, (আঞ্চলিক পরিচালক) নিজাম প্লেস, এমএসও বিল্ডিং, তৃতীয় তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ৩০ এর উপ-বিধি (৫) এর ধারা (ক) এর ক্ষেত্রে এবং
প্রাইমারি এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ক্ষেত্রে নিবন্ধিত অফিস রয়েছে
অফিসের ঠিকানা ১, দিগম্বর জৈন টেম্পল রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭
.....আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানিটি **'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য' থেকে 'রাজস্থান রাজ্য'-এ তার নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য ১৪ই এপ্রিল, ২০২৫** তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির স্মারকলিপির পরিবর্তন নিশ্চিত করার জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করছে।
কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যার স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তিনি এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম পূরণ করে অথবা জমা দিতে পারেন অথবা নিবন্ধিত ডাকযোগে তার আপত্তির ধরণ এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্ব অঞ্চল, নিজাম প্লেস, এমএসও বিল্ডিং, তৃতীয় তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গের কাছে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে আবেদনকারী কোম্পানির একটি অনুলিপি সহ নীচে উল্লিখিত ঠিকানায় তার নিবন্ধিত অফিসে জমা দিতে পারেন-
রেজিস্টার্ড অফিসঃ
অফিসের ঠিকানা ১, দিগম্বর জৈন টেম্পল রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭
প্রাইমারি এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
সিআইএনঃ U51109WB2008PTC129623
যোগেন্দ্র পুনমচন্দ ভাটি
স্থানঃ কলকাতা (ডিরেক্টর)
তারিখঃ ০৫.০৫.২০২৫ ডিআইএনঃ ০০৬৯৬৮৫৩

চাষবাস

ঝড়বৃষ্টিতে নষ্ট মাঠের পাকা ধান, জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার চাষিদের মাথায় হাত পড়ল

গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। তা থেকে সাময়িক স্বস্তি পেতে প্রয়োজন বৃষ্টি। গত শনিবার রাতের ঝড়বৃষ্টি কিছুটা অস্বস্তির গরম কমিয়েছে। কিন্তু রাতের বৃষ্টিতে মাথায় হাত নদিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকার ধানচাষিদের। ভরা বৈশাখে মাঠের সোনার ফসল ফলেছিল। পাকা সেই ধান ঘরে তোলার কথা ছিল। তার আগেই প্রবল ঝড় ও বৃষ্টিতে প্রবল ক্ষতি হয়ে গেল। মাঠেই নষ্ট হল বিঘের পর বিঘে জমির পাকা ধান। কয়েক ঘণ্টার ঝড়বৃষ্টিতে লক্ষ লক্ষ টাকার ধান নষ্ট হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। প্রবল গরমের মধ্যেই শনিবার রাতে ঝড়বৃষ্টি হয় দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। নদিয়া জেলার শান্তিপুর, চাপড়া, করিমপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালি-সহ একাধিক জায়গায় ভারী বৃষ্টি ও ঝড় হয়েছে। তারই জেরে মাঠের পাকা ধানের বহুল ক্ষতি হয়েছে বলে খবর। আজ রবিবার ভোরে চাষের জমিতে গিয়ে মাথায় হাত দিয়েছেন চাষিরা। অনেকেই সর্বশান্ত হয়ে গেলেন। এমনও বলেছেন চাষিদের অনেকে। জানা গিয়েছে, কিছু দিনের মধ্যেই ওইসব এলাকার জমির ধান কাটার কথা ছিল। বহু জমির ধান কাটাও শুরু হয়েছিল। গতকালের বৃষ্টি সেই সব ধানেরই ক্ষতি করেছে। শান্তিপুর, চাপড়া, তেহট্ট, করিমপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালি থেকে শুরু করে একাধিক এলাকায় বহু কৃষক ধান চাষ করেন। আর সেই ধান তোলার পর চাল তৈরি হয়। অনেকক্ষেত্রেই সারা বছরের জন্য ধান গোলায় তুলে রাখা হয়। গতকালের বৃষ্টি ও ঝড়ে জমিতেই কার্যত শুয়ে পড়েছে গাছগুলি। অনেক জায়গায় জমিতে গাছ প্রায় অর্ধেক মুড়ে গিয়েছে। বহু জায়গায় ধান জমিতেই পড়ে রয়েছে। ধান ভিজে যাওয়ায় সেসব দ্রুত কেটে নেওয়ার কাজ শুরু করতে হবে। এখন বিপুল টাকা খরচ করে সেই ধান কাটতে হবে। সেই কথাও জানাচ্ছেন চাষিরা। ভিজে যাওয়া অনেক ধান পচে যাওয়ার আশঙ্কাও করছেন অনেকে। তার মধ্যেই ফের ঝড়বৃষ্টি হলে আরও সমস্যা দেখা দেবে। সেই আশঙ্কাও করা হয়েছে। অনেকেই এই ধান নিজেদের সারা বছরের খাওয়ার জন্য মজুত করতে রাখেন। জমির ধান নষ্ট হওয়ায় ভাঁড়ারে আগামীর সঞ্চয়েও ধাক্কা লাগবে সেটা বোঝা যায়। এদিকে হাওড়ায় আমতা ২ নম্বর ব্লকের দ্বীপাঞ্চলে ধানচাষ ব্যাপক পরিমাণে ছত্রাকঘটিত রোগে আক্রান্ত। ক্ষতির মুখে চাষিরা। প্রায় ৫০ শতাংশ ধান চাষ এই ছত্রাকঘটিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে কৃষিদপ্তরের পক্ষ থেকে পরিদর্শনেও গিয়েছিলেন আধিকারিকরা। তারা ছত্রাকঘটিত রোগ যাতে না ছড়ায় এবং অন্যান্য ভালো ধানে যাতে সেই রোগ ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য সুনির্দিষ্ট কিছু ছত্রাকনাশক স্প্রে করার নির্দেশ দিয়েছে কৃষিদপ্তরের আধিকারিকরা। গত বছর দ্বীপাঞ্চলের মানুষ বন্যার কবলে পড়েছিলেন। বন্যায় বর্ষার ধান তা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে সবজি চাষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। চাষিরা হয়তো ভেবেছিল গরমের ধানে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেবে কিন্তু সেটাও তো হাতছাড়া হচ্ছে। ফলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চাষিরা। চাষিরা জানিয়েছেন হঠাৎ করে তাদের জমির ধানের শীষ সাদা হয়ে যায় এবং সেই ধানে আর শস্য আসেনি। ফলে ধানের উপাদন ব্যাপক পরিমাণে ব্যাহত হচ্ছে। কৃষিদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে ছত্রাক ঘটিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে ধান চাষ। এই অবস্থায় এই রোগ যাতে আর বেশি ছড়িয়ে না পড়ে সেটাই দেখছে কৃষিদপ্তর। চাষীরা জানালেন, জানুয়ারির দিকে যে চাষ হয়েছিল সেই ধান চাষে মূলত এই ছত্রাক লেগেছে। তবে যারা নাবি (দেরিতে) চাষ করেছিল তাদের জমির ধান ছত্রাক আক্রান্ত হয়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে জেলা কৃষিদপ্তরের কর্তারা গিয়েছিলেন দীপাঞ্চলে। তারা চাষিদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে এই রোগ আর অন্য ধানে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য ছত্রাকনাশক স্প্রে করার।

অ্যাঙ্গোলার রাষ্ট্রপতির ভারত সফরকালে প্রধানমন্ত্রীর যৌথ প্রেস বিবৃতি জারি

নয়াদিল্লি, ৪ মে ঃ মহামান্য রাষ্ট্রপতি লোরেন্সু, উভয় দেশের মাননীয় প্রতিনিধিগণ, আমার সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ,নমস্কার ! বেং ভিন্দু! আমি রাষ্ট্রপতি লোরেন্সু এবং তাঁর প্রতিনিধিদলকে ভারতে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ৩৮ বছর পর অ্যাঙ্গোলার কোনো রাষ্ট্রপতি ভারত সফর করছেন। তাঁর এই সফর কেবল ভারত-অ্যাঙ্গোলা সম্পর্ককে নতুন দিকনির্দেশ এবং গতিপ্রদান করবে না, ভারত-আফ্রিকা অংশীদারিত্বকেও শক্তিশালী করবে।বন্ধুগণ,এই বছর, ভারত এবং অ্যাঙ্গোলা তাদের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৪০তম বর্ষপূর্তি উদযাপন করছে। কিন্তু আমাদের সম্পর্ক তার চেয়েও অনেক পুরনো এবং গভীর। যখন অ্যাঙ্গোলা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিল, তখন ভারতও পূর্ণ বিশ্বাস এবং বন্ধুত্বের সঙ্গে পাশে দাঁড়িয়েছিল।বন্ধুগণ,আজ আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রয়েছে। ভারত অ্যাঙ্গোলার তেল ও গ্যাসের অন্যতম বৃহ ক্রেতা। আমরা আমাদের জ্বালানি অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে অ্যাঙ্গোলার সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণে সহায়তা করার জন্য ২০০ মিলিয়ন ডলারের একটি প্রতিরক্ষা ক্রেডিট লাইন অনুমোদিত হয়েছে। প্রতিরক্ষা প্ল্যাটফর্মের মেরামত, সংস্কার এবং সরবরাহ নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। অ্যাঙ্গোলার সশস্ত্র বাহিনীর প্রশিক্ষণে সহায়তা করতে পেরে আমরা খুশি হব।আমাদের উন্নয়ন অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আমরা ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো, মহাকাশ প্রযুক্তি এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং-এর ক্ষেত্রে আমরা অ্যাঙ্গোলার সঙ্গে আমাদের ক্ষমতা শেয়ার করবো। আজ আমরা স্বাস্থ্যসেবা, হীরা প্রক্রিয়াকরণ, সার এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থের ক্ষেত্রে আমাদের সম্পর্ক আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অ্যাঙ্গোলায় যোগব্যায়াম এবং বলিউডের জনপ্রিয়তা আমাদের সাংস্কৃতিক বন্ধনের শক্তির প্রতীক। আমাদের জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক জোরদার করার জন্য, আমরা আমাদের যুবসমাজের মধ্যে যুব বিনিময় কর্মসূচি শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।বন্ধুগণ,আন্তর্জাতিক সৌর জোটে যোগদানের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গোলার সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা অ্যাঙ্গোলাকে ভারতের উদ্যোগে গড়ে ওঠা ' ফর ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার', ' ক্যাট অ্যালায়েন্স' এবং ' বায়োফুয়েলস অ্যালায়েন্স'-এ যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি।বন্ধুগণ,আমরা একমত যে সন্ত্রাসবাদ মানবতার জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ। পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলায় প্রাণহানির জন্য রাষ্ট্রপতি লোরেন্সু এবং অ্যাঙ্গোলাবাসীর সমবেদনা জানানোর জন্য আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা সন্ত্রাসবাদী এবং তাঁদের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় এবং সিদ্ধান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সীমান্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ে সহায়তার জন্য আমরা অ্যাঙ্গোলাকে ধন্যবাদ জানাই।বন্ধুগণ, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে আমি অ্যাঙ্গোলাকে আফ্রিকান ইউনিয়নের সভাপতিত্বের জন্য শুভকামনা জানাই। আমাদের জন্য গর্বের বিষয় যে ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বের সময়, 'আফ্রিকান ইউনিয়ন' জি-২০-র স্থায়ী সদস্যপদ পেয়েছে। ভারত এবং আফ্রিকার দেশগুলি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের আওয়াজ তুলেছিল। তারা একে অপরকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আজ আমরা গ্লোবাল সাউথের স্বার্থ, আশা, প্রত্যাশা এবং আকাঙ্ক্ষার কথা জানাতে একসঙ্গে দাঁড়িয়েছি।গত এক দশকে আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা গতি পেয়েছে। আমাদের পারস্পরিক বাণিজ্য প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। গত মাসে, ভারত ও আফ্রিকার মধ্যে প্রথম নৌ-সামুদ্রিক মহড়া 'আক্যম' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গত ১০ বছরে আমরা আফ্রিকায় ১৭টি নতুন দূতাবাস খুলেছি। আফ্রিকার জন্য ১২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের ঋণ বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও, আফ্রিকান দেশগুলিকে ৭০০ মিলিয়ন ডলারের অনুদান সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ৮টি আফ্রিকান দেশে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আমরা ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো গড়তে আফ্রিকার ৫টি দেশের সঙ্গে সহযোগিতা করছি। যে কোনও দুর্যোগে, আফ্রিকার জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে 'প্রথম প্রতিক্রিয়াকারী' হিসেবে ভূমিকা পালন করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।ভারত এবং আফ্রিকান ইউনিয়ন, আমরা অগ্রগতির অংশীদার। আমরা গ্লোবাল সাউথের স্তম্ভ। আমি নিশ্চিত যে অ্যাঙ্গোলার রাষ্ট্রপতির অধীনে, ভারত-আফ্রিকান ইউনিয়ন সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে। মহামান্যবর,আবারও, আমি আপনাকে এবং আপনার প্রতিনিধিদলকে ভারতে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

পাকিস্তানের সন্ত্রাস যোগ কোনও গোপন বিষয়ই নয়', বিস্ফোরক দাবি বিলাওয়াল ভুট্টোর

৪ মে ঃ পাকিস্তান আর সন্ত্রাসবাদ হাত ধরে চলাচল করে। বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীকে আর্থিক মদত দেয় ইসলামাবাদ। এই অভিযোগ আজকের নয়। কিন্তু এবার প্রাক্তন পাক বিদেশমন্ত্রী তথা পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান বিলাওয়াল ভুট্টো সরাসরি মেনেই নিলেন এই অভিযোগ। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন, পাকিস্তানের এই অতীত কোনও 'সিক্রেট' তথা গোপন বিষয়ই নয়। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী যা বলেছেন, আমি মনে করি না পাকিস্তানের অতীতের কোনও গোপনীয়তা আছে। এরই ফলস্বরূপ আমরা কষ্ট পেয়েছি। পাকিস্তানকে ভুগতে হয়েছে। আমরা চরমপন্থার একের পর এক ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে গেছি। কিন্তু আমরা যা ভোগ করেছি তার ফলে আমরা শিক্ষাও পেয়েছি। এই সমস্যা মোকাবিলায় আমরা অভ্যন্তরীণ সংস্কারের মধ্য দিয়ে গিয়েছি। তবে এখনও যে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা, সেকথা মানতে চাননি তিনি। ভুট্টো বলছেন, এটা ইতিহাস। আর ইতিহাস অর্থে এটা বোঝায় না যে আমরা আজও এটা করে চলেছি। তবে এটা যে আমাদের ইতিহাসের একটা দুর্ভাগ্যজনক অংশ সেটা মানতেই হবে। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা আসিফকে প্রশ্ন করা হয়, পাকিস্তান যে দীর্ঘ সময় ধরে সন্ত্রাসকে মদত দিয়ে চলেছে তা কী তিনি অস্বীকার করতে পারেন। খাজা তখন জানিয়েছিলেন, সন্ত্রাসবাদকে অর্থ ও মদত দেওয়ার মতো ঘৃণ্য কাজ গত তিন দশক ধরে করে এসেছি আমরা। একইসঙ্গে তিনি বলেন, এই কাজ পাকিস্তান করেছে, আমেরিকা, ব্রিটেন-সহ পশ্চিমের দেশগুলির জন্য। এটা আমাদের ভুল ছিল। যার ফল আমাদের ভুগতে হচ্ছে। এইদিন সেই কথারই অনুরণন শোনা গেল ভুট্টোর কণ্ঠেও। প্রসঙ্গত, গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয়েছে ২৫ পর্যটক-সহ এক স্থানীয় নাগরিকের। জানা গিয়েছে, সেনার পোশাকে এসে ধর্ম জিজ্ঞাসা করে বেছে বেছে খুন করা হয় ওই পর্যটকদের। প্রথমে এই হামলার দায় স্বীকার করেও পরে তা অস্বীকার করে লস্কর ই তইবার ছায়া সংগঠন টিআরএফ। কাশ্মীরের মাটিতে সন্ত্রাস চালাতে এই সংগঠনকে জল-সার দিয়ে মহীরুহ করে তুলেছে পাক সেনা।

গৃহ শিক্ষকের বাড়ি যাওয়ার পথে কিশোরীকে অপহরণ

আগরতলা, ৪ মে ঃ গৃহ শিক্ষকের বাড়ি যাওয়ার পথে কিশোরীকে অপহরণ। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম জেলার আমতলি থানার অধীন রানীরখামার এলাকায়। ঘটনার ২৪ ঘন্টা পরও পুলিশ ওই কিশোরীকে উদ্ধার করতে পারেনি। জানা গেছে, রানীরখামার এলাকার ১৬ বছরের জনৈকা কিশোরী বিকেল পাঁচটা নাগাদ গৃহশিক্ষকের বাড়িতে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে যায়। পরে একটি অপরিচিত মোবাইল নম্বর থেকে ওই কিশোরীর বাবার কাছে কল আসে যে রানীরখামার এলাকার সুখেন দাসের ছেলে অলক দাস তার মেয়েকে নিয়ে চলে যাচ্ছে এবং আর বাড়িতে আসবে না। এই কথা শোনার পর কিশোরীর পরিবারের লোকজন আমতলি থানায় গিয়ে বিষয়টি পুলিশকে জানায়। পুলিশ অলক দাসের বাড়িতে যায়। সেখানে গিয়ে অলক দাস এবং মেয়েটিকে না পেয়ে অলক দাসের পরিবারের লোকজনদের হুশিয়ারি দেয় যাতে খুব শীঘ্রই মেয়েটিকে তার পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেয়।

ত্রঙ্গ শুক্রবার দুপুরে ওই কিশোরীর পরিবারের লোকজন আমতলি থানায় অলক দাসের বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা দায়ের করেন। পুলিশ অভিযুক্ত অলক দাসের বাড়িতে যায় এবং তার পরিবারের লোকজনকে সতর্ক করে দিয়ে আসে যাতে ওই কিশোরীকে নিয়ে অলক দাস থানায় হাজির হয়। একটি অসমর্থিত সূত্রে জানা গেছে ওই কিশোরীর সাথে অলক দাসের প্রনয়ের সম্পর্ক আছে।

৫টি বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা

আগরতলা, ৪ মে ঃ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা পাঁচটি বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় রাজধানীর রামনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, প্রতিমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা, মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভাল হেমেন্দ্র কুমার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটা সময় রাজ্যের স্কুলগুলির পরিবেশ বেহাল ছিল। স্কুলে যে কখন বোমা পড়বে তার ঠিক ঠিকানা ছিল না। এক অরাজক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল স্কুলগুলিতে। এর ফলে কয়েকটি প্রজন্ম নষ্ট হয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে সেই পরিবেশ নেই। এখন সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে রাজ্যেও শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়নের কাজ চলছে। তিনি আরো বলেন, কেবলমাত্র ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়েরই নয়, বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিরও গুণগত শিক্ষার মান বাড়াতে হবে। বাংলা ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষার স্কুলগুলিকে অবহেলা করলে চলবে না। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মার্গ দর্শনে বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন করে সঠিক মানবসম্পদ তৈরি করার কাজ করে চলছে রাজ্য সরকার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরাকে এক সময়ে বাংলাদেশের অংশ বা অসমের অংশ বলে মনে করা হত। সেই ত্রিপুরা এখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার নেতৃত্বে এই রাজ্য এখন আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার পথে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। এই কাজকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রতিমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা বলেন, রাজ্যকে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে কাজ করে চলছে সরকার। এক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। এদিন রামনগর উচ্চতর মাধ্যমিক ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় ছাড়াও বড় কাঠালিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দারোগামুড়া উচ্চ মাধ্যমিক ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়, ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় এবং সুকান্ত একাডেমী ইংরেজি মাধ্যম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় -এই চারটি বিদ্যালয়েরও নব নির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মাই রেওয়া সিটিজেন অ্যাপ চালু করবেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব

রেওয়া, ৪ মে ঃ মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব রবিবার রেওয়া-তে একদিনের সফরে গিয়ে একটি নাগরিক পরিষেবার অ্যাপ চালু করবেন। এদিন তিনি রেওয়া পৌরসভার মাই রেওয়া সিটিজেন অ্যাপ চালু করবেন বলে জানা গেছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে রেওয়ার নাগরিকরা পৌরসভার পরিষেবাগুলি অনলাইনেই পাবেন। জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শুক্লা বলেন, মাই রেওয়া সিটিজেন অ্যাপে অভিযোগ জানানো, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, রাস্তার আলো, ড্রেন, পানীয় জল সহ বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে জানার পাশাপশি সাধারণ মানুষ তাদের পরামর্শ এবং প্রতিক্রিয়াও প্রশাসনের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন। এছাড়াও এই অ্যাপের মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র, একাধিক কর প্রদান-সহ অন্যান্য পরিষেবার সুবিধাও পাবেন নাগরিকরা।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক -র পরিচালন মুনাফা ১৭ বৃদ্ধি পেয়েছে

।মুম্বাই, ৪ মে ঃ আর্থিক ফলাফলআইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক আজ ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল প্রকাশ করেছে।ডিপোজিট এবং ঋণকাস্টমার ডিপোজিটস ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে ১,৯৩,৭৫৩ কোটি টাকা থেকে ২৫.২ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ২,৪২,৫৪৩ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। রিটেল ডিপোজিটস ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে ১,৫১,৩৪৩ কোটি টাকা থেকে ২৬.৪ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ১,৯১,২৬৮ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে ৯৪,৭৬৮ কোটি টাকা থেকে ক্যাসা ডিপোজিট পরিমাণ বার্ষিক ২৪.৮ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ১,১৮,২৩৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ক্যাসা অনুপাত ৪৬.৯ ছিল (৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে ৪৭.২)৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে রিটেল ডিপোজিট মোট গ্রাহক ডিপোজিটের ৭৯।অন্যান্য ব্যবসাগত ত্রৈমাসিকে ব্যাংক কর্তৃক ইস্যু করা ক্রেডিট কার্ডের সংখ্যা ৩.৫ মিলিয়ন ছাড়িয়েছে। সম্পদ ব্যবস্থাপনার মোট ডিপোজিট (ডিপোজিট ব্যালেন্স সহ) ২৭ বার্ষিক বৃদ্ধি পেয়ে ৪২,৬৬৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ফাস্ট্যাগঃ ১৭.৮ মিলিয়ন লাইভ ফাস্ট্যাগ সহ ব্যাংকটি বৃহত্তম ইস্যুকারী ব্যাংক হিসেবে রয়ে গেছে।ঋণ এবং অগ্রিম ঋণ এবং অগ্রিম ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখের ২,০০,৯৬৫ কোটি টাকা থেকে ২০.৪ বার্ষিক বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ২,৪১,৯২৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

ডঃ রেড্ডি তাঁর একটি অভিনব ওষুধ, বেফোর্টাসএ চালু করার জন্য অংশীদারিত্ব প্রসারিত করেছে

হায়দ্রাবাদ, ৪ মে ঃ বিশ্ব টিকাদান সপ্তাহ উপলক্ষে, ডঃ রেড্ডি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড , একটি বিশ্বব্যাপী ওষুধ কোম্পানি, ভারতে একটি অভিনব ওষুধ, বেফোর্টাসএ (নিরসেভিমাব) চালু করার জন্য সানোফি হেলথকেয়ার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এর সাথে তার কৌশলগত অংশীদারিত্ব প্রসারিত করছে। বেফোর্টাসএ-এ মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, নির্সেভিমাব থাকে, যা একটি প্রি-ফিলড ইনজেকশনে ব্যবহৃত হয় যা নবজাতক এবং তাদের প্রথম আরএসভি পর্যায়ে জন্মগ্রহণকারী বা প্রবেশকারী রেসপিরেটরী সিনসিশিয়াল ভাইরাস শ্বাসযন্ত্রের অতি জটিল রোগ প্রতিরোধের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি ২৪ মাস পর্যন্ত বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রেও দেওয়া হয়, যারা তাদের দ্বিতীয় আরএসভি পর্যায় পর্যন্ত গুরুতর আরএসভি রোগের ঝুঁকিতে থাকে।এই চুক্তির অধীনে, ডঃ রেড্ডি ভারতে বেফোর্টাসএ (নিরসেভিমাব) প্রচার ও বিতরণের জন্য SHIPL-এর একচেটিয়া অধিকার পাবে। গত বছর ভারতে ভ্যাকসিনের পোর্টফোলিওর জন্য সানোফির সাথে ডঃ রেড্ডির সফল এক্সক্লুসিভ বিতরণ অংশীদারিত্বের পর এই ঘোষণা করা হয়েছে। ডঃ রেড্ডি চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে ভারতে বেফোর্টাসএ চালু করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৩৫ কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার দুই পাচারকারী

ফরিদাবাদ, ৪ মে ঃ হরিয়ানার ফরিদাবাদ জেলাতে মাদক সহ গ্রেফতার দুই পাচারকারী। বিশাখাপত্তনম থেকে গাঁজা সরবরাহকারী মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শুক্রবার এক পুলিশ আধিকারিক জানান , ৩৫.৪ কেজি গাঁজা-সহ রাজস্থানের তিজারা জেলার যশপাল নামে এক ব্যক্তিকে ধরা হয়েছিল। জেরায় উঠে আসে, বিশাখাপত্তনমের অগ্নমপুর গ্রামের রেড্ডি নানাজি এই গাঁজা সরবরাহ করেছিল। নানাজিকেও পুলিশ গ্রেফতার করেছে। জানা গিয়েছে, ১.২২ লক্ষ টাকায় যশপালের হাতে গাঁজা তুলে দেওয়া হয়েছিল। ধৃত দু'জনকেই ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে।

প্রযুক্তি মানেই কেবল নরেন্দ্র মোদীজি ঃ চন্দ্রবাবু নাইডু

অমরাবতী,৪ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইড়ু। নাইড়ু বলেছেন, আমি জানাতে পেরে খুবই আনন্দিত যে, প্রযুক্তি মানেই কেবল নরেন্দ্র মোদীজি। অন্য কোনও রাজনীতিবিদ প্রযুক্তি বুঝতে পারেন না। কেবল মোদীজিই প্রযুক্তি বোঝেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী শুক্রবার অমরাবতীতে ৫৮,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সড়ক ও রেল প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতার সময় নাইড়ু বলেছেন, একটি নতুন ভারত গড়ে উঠছে। গত ১০ বছরে, জনগণ ক্ষমতায়িত হয়েছে এবং ১৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনা হয়েছে। এটাই এর মহত্ত্ব। একদিকে উন্নয়ন, অন্যদিকে দারিদ্র্য দূরীকরণ। এটাই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দর্শন, আদর্শ।

হারিয়া যাওয়া মোবাইল উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ মে ঃ হারিয়া যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়াস শুরু করেছে মালদা জেলা পুলিশ। যার নাম দিয়েছে প্রত্যর্পণ। এই প্রত্যর্পণ কর্মসূচির অধীনেই গত চারমাসে হারিয়ে যাওয়া তিনশোর অধিক মোবাইল উদ্ধারে সাফল্য পেল মালদা জেলা পুলিশ। জেলা পুলিশের মোবাইল রিকভারি সেল জেলার বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে উদ্ধার করল বিভিন্ন সময় হারিয়ে যাওয়া ৩১০টি মোবাইল। শনিবার সেই সমস্ত মোবাইল প্রত্যর্পণ কর্মসূচির অধীনে প্রকৃত দাবীদারদের হাতে তুলে দিলেন জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। তিনি জানান, গত চারমাসে মালদা জেলা পুলিশের মোবাইল রিকভারি সেল হারিয়ে যাওয়া ৩১০টি মোবাইল উদ্ধার করেছে। যারমধ্যে ইংরেজবাজার থানা প্রথম স্থানে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বামনগোলা থানা এবং তৃতীয় স্থানে আছে পুখুরিয়া থানার পুলিশ। সব মিলিয়ে বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩১০টি মোবাইল। যা শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দিলেন প্রকৃত দাবীদারদের হাতে।

সংবিধান বাঁচাও অভিযান

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ৪ মে ঃ সংবিধান বাঁচাও দাবিকে সামনে রেখে গোমতী জেলার উদয়পুরে মিছিল করল কংগ্রেস। দলের পক্ষ থেকে রবিবার বিকেলে জামতলা থেকে মিছিল বের হয়ে সেন্ট্রাল রোড, পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড, নিউ টাউন রোড হয়ে জামতলাতে এসে শেষ হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলা কংগ্রেসের সভাপতি টিটন পাল।তিনি বলেন, দেশ আজ বিপন্ন। সংবিধান ধুলিসা। সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য কংগ্রেস দল সারা রাজ্যের সঙ্গে মন্দির নগরী উদযপুরে আন্দোলন কর্মসূচি পালন করছে। সংবিধানকে যারা ধুলিস্যা করছে তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান টিটন পাল।

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার যুবক

বলরামপুর, ৪ মে ঃ ধর্ষণের অভিযোগে ছত্তিশগড়ের বলরামপুরে এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। রবিবার অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করলে বিচারক অভিযুক্তকে জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৩ মে এক মহিলা অভিযোগ জানান যে, অভিযুক্ত যুবক তাঁকে নিজের বাড়িতে আটকে রেখে একাধিকবার ধর্ষণ করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

সুচিকিৎসা মাসিক পত্রিকা

জনসংখ্যার পুষ্টির চাহিদা পূরণে উৎপাদন বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ৪ মে ঃ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে হলে উপাদন বাড়াতে হবে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান রবিবার আইসিএআর কর্তৃক দু'টি নতুন জিনোম-সম্পাদিত ধানের জাতের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, কৃষিতে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির জন্য আমাদের ছয় দফা কৌশল রয়েছে। আজকের কর্মসূচি এই দুটি কৌশল পূরণ করছে, উৎপাদন খরচ হ্রাস পাচ্ছে, এটি কেবল কৃষকদের জন্যই নয়, জনসাধারণের জন্যও উপকারী। আমরা যদি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে চাই, তাহলে আমাদের উপাদন বাড়াতে হবে।

Name Change

I, PRAGYA MAJUMDER BHATNAGAR & PRAGYA KAUSHIK MAJUMDER(OLD NAME) W/O KAUSHIK MAJUMDER,RESIDING AT 3A, 20, SUBHASH PALLY, BARANAGAR, DIST-NORTH 24 PARGANAS,PIN-700108,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRAGYA BHATNAGAR (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BIDHANNAGAR ON 29//04/2025.PRAGYA MAJUMDER BHATNAGAR AND PRAGYA KAUSHIK MAJUMDER (OLD NAME) AND PRAGYA BHATNAGAR (NEW NAME) ALL ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, BISWAJIT BITTE (OLD NAME) S/O GUPINATH BITTER,RESIDING AT CK-154,SALT LAKE CITY,SECTOR-III,BIDHAN NAGAR(M),SECH BHAWAN,DIST-NORTH 24 PARGANAS,PIN-700091,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BISWAJIT BITTER (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE LD.1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 19/04/2025.BISWAJIT BITTE (OLD NAME) AND BISWAJIT BITTER (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Ishtiaque Ahmed Quraishi (Passport) S/o Jamal Ahmed Residing at 13/2, Moulana Md Ali Road, P.o - Khiddirpore, District - Kolkata, Pin- 700023 West Bengal India shall henceforth be known as Ishtiyaque Ahmed Qureshi. I declare that Ishtiyaque Ahmed Quraishi (Passport) and Ishtiaque Ahmed Quraishi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-05-2025.

Name Change

I, Kader Sk (Old Name) S/O–Katu Sekh resident of Takipur, Mondalpara, PS-Rejinagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189 do hereby decrale that I have changed my name from Kader Sk to Abdul Kader Sekh and hencefort I shall be known as Abdul Kader Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/05/2025 . My name Abdul Kader Sekh & Kader Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Anechh Sk (Old Name) S/O–Sahabali Sk resident of Vill- Mirzapur Khamarpara, Po- Mirzapur, PS-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742133 do hereby decrale that I have changed my name from Anechh Sk to Anisur Sk and hencefort I shall be known as Anisur Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/05/2025 . My name Anisur Sk & Anechh Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Manoja Bibi Sk (Old Name) W/O–Atakarim Seikh resident of Vill & Po-Auria, PS- Katwa, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, Pin- 713143 do hereby decrale that I have changed my name from Manoja Bibi Sk to Manoja Bibi and hencefort I shall be known as Manoja Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public berhampore court on 02/03/2025 . My name Manoja Bibi & Manoja Bibi Sk both are same and one dentical person.

Name Change

I, Keramat Sk & Kiramat Sk (Old Name) S/O– Soleman Sekh resident of Kashipur, Kashipur, Rejinagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742189 do hereby decrale that I have changed my name from Keramat Sk & Kiramat Sk to Md Kiramat Sk and hencefort I shall be known as Md Kiramat Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/05/2025 . My name Md Kiramat Sk (new name) & (old name) Keramat Sk & Kiramat Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Raliaua (Old Name) W/O–Alauddin Sk resident of Vill-Maraghati, Po-Bhattabati, PS-Nabagram, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742149 do hereby decrale that I have changed my name from Raliaua to Rafiqua Bibi and hencefort I shall be known as Rafiqua Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/05/2025 . My name Rafiqua Bibi & Raliaua both are same and one identical person.

Name Change

I, Sader Ali (Old Name) S/O–Muonsar Sk resident of Khojardanga, PS-Nabagram, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742181 do hereby decrale that I have changed my name from Sader Ali to Sader Ali Sk and hencefort I shall be known as Sader Ali Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/05/2025 . My name Sader Ali Sk & Sader Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Saptarsi Mandal (Old Name) S/O–Vivekananda Mandal resident of Vill-Anandapally Lakshmipara , Po- Karimpur, PS-Karimpur, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741152 do hereby decrale that I have changed my name from Saptarsi Mandal to Saptarshi Mandal and hencefort I shall be known as Saptarshi Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/05/2025. My name Saptarshi Mandal & Saptarsi Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Sarwar Jahan (Old Name) S/O–Samsuddin Ahammed resident of Vill-Dakshin Nagar, Po- Juginda, Ps-Domkal, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742406 do hereby decrale that I have changed my name from Md Sarwar Jahan to Sarwar Jahan and hencefort I shall be known as Sarwar Jahan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/05/2025 . My name Sarwar Jahan & Md Sarwar Jahan both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Tahajul Sk (Old Name) S/O–Idrish Mondal resident of Vill-Gobra, Po-Kalukhali, PS-Bhagwangola, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742135 do hereby decrale that I have changed my name from Md Tahajul Sk to Sk Tahajul and hencefort I shall be known as Sk Tahajul (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/05/2025 . My name Sk Tahajul & Md Tahajul Sk both are same and one identical person.

Name Change

I,Usuf Ali Sk (Old Name) S/O– Atakarim Seikh resident of resident of Vill & Po-Auria, PS- Katwa, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, Pin- 713143 do hereby decrale that I have changed my name from Usuf Ali Sk to Yusuf Ali Seikh and hencefort I shall be known as Yusuf Ali Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/04/2025 . My name Yusuf Ali Seikh & Usuf Ali Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Salim Khan S/o Mohammad Basir Khan Residing at 7MG Tara Shankar Sarani, Belgachia, P.o+P.s - Tala, District - Kolkata, Pin - 700037 West Bengal India shall henceforth be known as Md Salim Khan. I declare that Salim Khan and Md Salim Khan is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-05-2025.

Name Change

I, Sipra Naskar D/o Late Rati Kanta Naskar Residing at 19 No Ward, Gadipara Road, Rajpur Sonarpur, P.o - Kodalia, P.s - Sonarpur, District - South 24 Parganas, Pin - 700146 West Bengal India shall henceforth be known as Shipra Naskar. I declare that Sipra Naskar and Shipra Naskar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-05-2025.

Name Change

I, Bina Rani Naskar W/o Late Rati Kanta Naskar Residing at 19 No Ward, Gadipara Road, Rajpur Sonarpur, P.o - Kodalia, P.s - Sonarpur, District - South 24 Parganas, Pin - 700146 West Bengal India shall henceforth be known as Sarala Naskar. I declare that Bina Rani Naskar and Sarala Naskar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-05-2025.

Name Change

I, ASHOK RAY CHAUDHURI S/o Sailendra Kumar Ray Chaudhuri resident of P-257/9, Upen Banerjee Road, mailing address B20/9/2, Subhash Marg, P.O. Parnasree, P.S. Parnasree Kolkata-700060, Dist. South 24 Parganas WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name ASHOK RAY CHAUDHURI instead of Ashok Roy Choudhury and Ashoke Ray Chaudhuri and my wife's actual name TATIA RAY CHAUDHURI instead of TATIA ROY CHOUDHURY and my daughter's actual name MUNMUN DAS ROY instead of Munmun Ray Chaudhuri, Munmun Roy Choudhury vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore, Kolkata on 29/04/2025. ASHOK RAY CHAUDHURI, Ashoke Ray Chaudhuri and Ashok Roy Choudhury both are same and one identical person. TATIA RAY CHAUDHURI and TATIA ROY CHOUDHURY both are same and one identical person. MUNMUN DAS ROY, Munmun Ray Chaudhuri and Munmun Roy Choudhury both are same and one identical person.

Name Change

I Tapasi Das W/o-Tapas Das, Residing at Majdia Beledanga Para,Charbrahmanagar,P. s- Nabadwip , Dist-Nadia,W.B,have changed my name and shall henceforth be known as Tapasi Das khan as declared efore the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah, kolkata,W.B, vide Affidavit NO-4064, Date -02/05/2025 , Tapasi Das and Tapasi Das khan both are same and identical Person

ধারসি নদীর ভাঙ্গনের আতঙ্ক চেপে বসেছে এলাকাবাসীদের মনে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৪ মে ঃ ধারসি নদীর ভাঙ্গনের আতঙ্ক চেপে বসেছে এলাকাবাসীদের মনে। বর্ষার আগেই তারা সরে যাচ্ছেন নদী সংলগ্ন এলাকা থেকে। এই নদী ভাঙ্গন এলাকার বড় সমস্যা বছরের পর বছর ধরে। শামুকতলা বস্তি এলাকার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ধারসি নদী। যা এলাকার জলের অন্যতম উৎস। কিন্তু নদী ভাঙ্গন শুরু হলে আতঙ্ক গ্রাস করে এলাকাবাসীদের। আতঙ্কিত বাসিন্দাদের অনেকেই ইতিমধ্যে এলাকা ছাড়তে শুরু করেছে। বর্ষার আগে নদীতে বাঁধ তৈরি না হলে শামুকতলা বস্তি এলাকার আরও পরিবারের সদস্যরা এই স্থান ত্যাগ করবেন বলে জানা গেছে। এলাকার বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ সেচ দফতরের এবং প্রশাসনিক কর্তাদের বিরুদ্ধে। বেশ কয়েকবার বিষয়টি লিখিতভাবে দফতরের কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে, কিন্তু কোন কাজ হয়নি। এলাকার বাসিন্দারা চাইছেন নদীর ভাঙ্গনরোধ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে একটি পাথরের বাঁধ তৈরি করা হোক। এলাকার এক বাসিন্দা জানান, মাটির বাঁধের একাংশ চলে গেছে নদী গর্ভে। বর্ষাকালে এবার হয়ত বেশ কিছু পরিবারকে ভিটে মাটি হারিয়ে এলাকা ছাড়তে হবে। নতুন করে আমরা কোথায় গিয়ে থাকব, জানি না। তবে নদীর পাড়ে বালির বস্তা, বাঁশ দিয়ে বাঁধ তৈরির চেষ্টা শুরু করেছে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা রজনী বালা জানিয়েছেন, এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে আমিও হাত লাগিয়ে বাঁধ তৈরির কাজ করছি। আমরা ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছি। এলাকার ২০টি পরিবারের এই বর্ষার আগে পরিস্থিতি কি হয়, এই নিয়ে চাপা উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে এলাকায়।

তীব্র জলকষ্ট! গরমকালে নেই পানীয় জল, সমস্যায় হাজার হাজার পরিবার

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৪ মে ঃ তীব্র দহনে পুড়ছে বঙ্গ। আর এদিকে ২০ দিন ধরে মিলছে না পানীয় জল। এই চিত্র মুর্শিদাবাদের বড়ঞাতে। আর্সেনিক প্রবল এলাকা মুর্শিদাবাদের অধিকাংশ ব্লক। নলকূপ দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে রয়েছে। সামান্য এক বালতি জল সংগ্রহের জন্য মানুষকে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে হচ্ছে। জানা গেছে, বাড়িতে বাড়িতে পানীয় জলের কানেকশন থাকলেও ২০ দিন ধরে মিলছে না জল। আর সেই কারণেই ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লকের পাঁচথুপি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত প্রায় এক হাজারেরও বেশি পরিবারকে। তীব্র দাবদাহে যখন হাঁসফাঁস অবস্থা সাধারণ মানুষের তখন পানীয় জলের এমন সমস্যায় পড়ে ব্যাপক ভোগান্তির শিকার হচ্ছে ওই এলাকার আট থেকে আশি সকল শ্রেণীর সাধারণ মানুষ। বাসিন্দাদের অভিযোগ, গ্রামে গ্রামে নলকূপ থাকলেও সেই নলকূপ একবার খারাপ হলে তা সারাবার কোন উদ্যোগ নেয় না স্থানীয় পঞ্চায়েত। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য থেকে পঞ্চায়েত প্রধান ও পিএইচই দফতরে একাধিক বার জানিয়েও হচ্ছে না সুরাহা। ফলে প্রতিবাদে পথে নেমেছেন ইতিমধ্যেই গ্রামের বাসিন্দারা। স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ, যে টাইম কল আছে, সেই টাইম কলেও নিয়মিত জল আসে না। যার ফলে এলাকার মানুষকে জল সংগ্রহের জন্য এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যেতে হয়। প্রশাসনকে বার বার জানানো সত্ত্বেও পানীয় জল সমস্যার সমাধানের জন্য দেওয়া হয়নি কোন পদক্ষেপ। এইভাবে চলতে থাকে আগামী গ্রীষ্মে জলের জন্য আরও হাহাকার তৈরি হবে। তবে পঞ্চায়েত প্রধান জানিয়েছেন, পিএইচই দফতরকে জানানো হয়েছে অবিলম্বে সুরাহা মিলবে।

শিলিগুড়ি-নেপাল সীমান্তে আটক ৬ মায়ানমারের নাগরিক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ মে ঃ কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জেহাদি হামলার পর থেকেই সীমান্তে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে আধা সামরিক বাহিনী। আর সেই নজরদারি চালিয়ে নেপাল সীমান্ত থেকে ছ'জন মায়ানমারের নাগরিককে আটক করল সীমান্ত সুরক্ষা বল (এসএসবি)। শনিবার রাতে তাদের পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে আটক করা হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ধৃত মায়ানমারের নাগরিকরা ২০২২-২০২৩ সাল নাগাদ পাসপোর্ট এবং ভিসা ছাড়াই ভারতের মিজোরামে প্রবেশ করে। পরে দিল্লি থেকে জাল আধার ও ভোটার আইডি কার্ড তৈরি করে। ধৃতদের মধ্যে একজনের প্যান কার্ডও রয়েছে। মায়ানমারের ওই নাগরিকরা নাগাল্যান্ডের ওখার ভানখাউসিং-এর 'থিওলজিক্যাল কলেজ'-এ ধর্মতত্ত্বের ডিগ্রি কোর্সের জন্য ভর্তি হয়েছিল। তারা একই কলেজের ভারতীয় ও নেপালি সহপাঠীদের সঙ্গে ছুটিতে শিলিগুড়িতে এসেছে। তারা নেপাল পার হয়ে বিরতা মোড়ের হ্যাপি ল্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার পার্কে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তার আগেই তাদের গ্রেপ্তার করল এসএসবি।

পথ পশুদের নির্বীজকরণের উদ্যোগ নেওয়া হল বালুরঘাটে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৪ মে ঃ রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে পথ পশুদের দ্বারা আক্রমণের কথা একাধিকবার শোনা যায়। তাই এবার মাত্রাতিরিক্ত পথ পশুদের অনিয়ন্ত্রিত জন্মহার রোধ করতে পদক্ষেপ করল পশু চিকিৎসকরা। পশ্চিমবঙ্গ ভেটেনারি অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির তরফে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। রাস্তায় থাকা সারমেয় সহ একাধিক পথ পশুর নির্বীজকরণের উদ্যোগ নেওয়া হল বালুরঘাটে। আগামীতে পাড়ায় পাড়ায় এই উদ্যোগ চলবে বলে আশাবাদী পশুপ্রেমীরা। সূত্রের খবর, দেশের মানুষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি আটকাতে একাধিক পদক্ষেপ করে সরকার। যার মাধ্যমে হাসপাতাল থেকেই পুরুষ বা নারীর নির্বীজকরণ ও বন্ধ্যাত্বকরণ প্রক্রিয়া সরকারিভাবে করা হয়। কিন্তু পথ পশুদের ক্ষেত্রে বিষয়টি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পশু চিকিৎসক সংগঠনের জেলা সম্পাদক ডঃ অজগর আলী মন্ডল জানান, এদিন প্রায় ২০০ টি পথ পশুদের অ্যান্টি রেবিস টিকা দেওয়া হয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য পৃথিবী থেকে জলাতঙ্ক রোগ দূর হোক। তার জন্য প্রয়োজন অনিয়ন্ত্রিত জন্ম রোধ। রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো সারমেয়দের জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করতে বেগ পেতে হয় স্থানীয় পুরসভা থেকে প্রশাসনের। যদিও প্রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের তরফে মাঝেমধ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবুও তা সীমিত। যার ফলে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাস্তায় পথপশুদের সংখ্যার ব্যাপকতা চরম আকার ধারণ করে। গাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু হয় প্রচুর পথপশুর। এর আগে বিভিন্ন রাজ্যে পথপশুদের মৃত্যুর সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিতে হয়েছে। কিন্তু এখন তাদের নির্বীজকরণ করলেই জন্মহার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। তবে সেই প্রক্রিয়ার খরচ যথেষ্টই ব্যয়বহুল। একটি পুরুষ সারমেয়কে নির্বীজীকরণ করলে গড়ে ৩৫০০ টাকা খরচ রয়েছে। তারপরে যত্ন ও অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল চিকিৎসা প্রয়োজন। বালুরঘাটের পশুপ্রেমী ব্রতীন চক্রবর্তী বলেন, এদিন অনেক পথ কুকুরদের নিয়ে গিয়ে আমি জলাতঙ্ক রোগ আটকাতে টিকা করিয়ে নিয়ে এসেছি। এই উদ্যোগের ফলে অনেক উপকার হয়েছে। তাঁরা বিনামূল্যে নির্বীজকরণ করিয়েছে। শুধু পরে ১০০ টাকা মূল্যের অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াতে হবে। আগামীতে পাড়ায় পাড়ায় নির্বীজকরণ চলার কথা বলা হয়েছে।

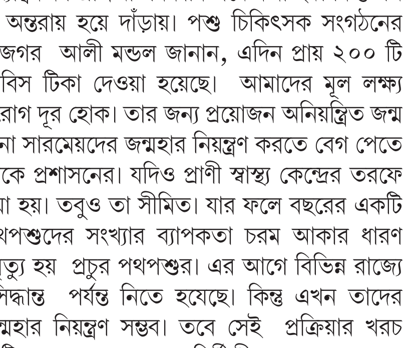

চার বছরের নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের ঘটনায় এক যুবকের ২০ বছরের জেল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ মে ঃ সাড়ে চার বছরের নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের এক যুবকের ২০ বছরের জেল হল। জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক রিন্টু শূর ওই সাজা ঘোষণা করেন। ২০২১ সালের ১৮ মার্চ ময়নাগুড়ি থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। ময়নাগুড়ি থানা এলাকায় এই ঘটনার পর সেদিন রাতেই ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিত শিশুটির মা। অভিযোগ, বাড়ির সামনেই ভাইয়ের সঙ্গে খেলছিল শিশুটি। সেখানেই একটি গোডাউনে কাজ করত অভিযুক্ত যুবক। ভাই কিছু সময়ের জন্য অন্যদিকে গেলে সাড়ে চার বছর বয়সী বাচ্চাটিকে গোডাউনের ভেতরে নিয়ে গিয়ে ওই যুবক যৌন নির্যাতন করে বলে অভিযোগ। এই অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তকারী অফিসার অভিযুক্তকে পরেরদিন গ্রেফতার করে। এরপর দ্রুত তদন্ত শেষ করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়। ভারতীয় পকসো আইনের ৬ ধারায় মামলা চলার পর শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের বিশেষ পকসো কোর্ট অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। এছাড়া অভিযুক্তকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে আরও দুই মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক রিন্টু শূর। নির্যাতিতা শিশুটিকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটিকে নির্দেশ দেয় তিনি। উল্লেখ্য, এপ্রিলেই চার বছর চার মাস বয়সী শিশু কন্যাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ছিল। সেই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দোষী সাব্যস্ত যুবককে ২০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালত। একই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে আরও দুমাস কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে পাড়ারই এক যুবকের কুকীর্তির শিকার হয়েছিল চার বছর চার মাস বয়সী এক শিশু কন্যা। মায়ের কাছ থেকে চকলেট কিনে দেওয়ার নাম করে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। বাড়ি ফেরার পর যন্ত্রণায় অসুস্থ হয়ে পড়ে একরত্তি মেয়েটি। কুকীর্তি ধরা পড়ে যায় ওই যুবকের। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে কোতোয়ালি থানার পুলিস।

হেরিটেজ নিদর্শন, রানি বাগানের সংস্কারের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ মে ঃ কোচবিহারের রাজ আমলের নির্দশনগুলির মধ্যে রানি বাগান বা কেশব আশ্রম অন্যতম। কোচবিহার শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া তোর্সা নদীর বাঁধের পাশ ঘেঁষেই রয়েছে এই বাগান। দীর্ঘ সময় ধরে এই বাগান বহু পর্যটকের আকর্ষণের জায়গা। তবে বেশ কিছুটা সময় ধরে রানি বাগানের অবস্থা বেহাল হয়ে উঠেছিল। বাগানের সুরক্ষায় ব্যবহৃত তরজালির বেড়া ভেঙে যাওয়া থেকে শুরু করে নষ্ট হয়ে যায় পর্যটকদের বসার জায়গা। এছাড়াও বেহাল হয়ে পড়েছিল পার্কের বাচ্চাদের খেলার জিনিস। এলাকার বাসিন্দারা জানান, এই বাগানে বিকেল হলেই একটা সময় ভিড় জমত। জেলার এই একমাত্র বাগান যেখানে প্রবেশ করতে কোনও টাকা লাগে না। তবে এই বাগানের বেহাল দশার কারণে মানুষের আনাগোনা কমেছে। বহু দূর-দূরান্তের পর্যটকরা আসতেন। তবে দিনে দিনে সেই সংখ্যাও কমেছিল। এখন যদি পুনরায় এই বাগান সংস্কার করা হয়, তবে ভালই হবে। বাগানে রয়েছে রাজ পরিবারের বহু স্মৃতিসৌধ। যেগুলি বেশ অনেকটাই আকর্ষণ করে বহু মানুষকে। কোচবিহারের ইতিহাস অনুসন্ধানী সুবীর সরকার জানান, রাজ পরিবারের একাধিক সদস্যদের স্মৃতি সৌধ রয়েছে এখানে। রাজ পরিবারের স্মৃতি বিজরিত কেশব আশ্রম বা রানি বাগান ইতিহাসের নিদর্শন। বাগানের একটি ঘরে রাজ পরিবারের বহু পুরনো ছবি রয়েছে। তাই বাগানের সংস্কার দ্রুত প্রয়োজন। জেলার পর্যটন মানচিত্রে এই বাগানের গুরুত্ব অনেকটাই। উদ্যানকানন রেঞ্জার অভিজিত নাগ জানান, ইতিমধ্যেই বাগানের সংস্কারের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। বাগানের বেড়ার তারজালি লাগানো হবে নতুন করে। এছাড়া বাচ্চাদের খেলনা ও পর্যটকদের বসার জায়গাও সংস্কার করা হবে। এই সংস্কারের কাজ করা হলে কেশব আশ্রম বা রানি বাগান ফের পর্যটকদের আকর্ষণ করবে। এছাড়া কোচবিহারের রাজ পরিবারের স্মৃতি বিজরিত এই বাগান হেরিটেজ নিদর্শন। তাই এই বাগানের সংস্কার করা অত্যন্ত প্রয়োজন। যদিও বর্তমান সময়ে বাগানের আগাছা পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়েছে। দ্রুত এই পার্ক সংস্কার করে হেরিটেজ বাগানের পুরনো জৌলুস ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ফলে জেলায় আকর্ষণ বাড়তে চলেছে রাজ আমলের এই হেরিটেজ বাগানের।

খড়গপুর আইআইটিতে উদ্ধার পড়ুয়ার দেহ

দুরন্ত বার্তা, খড়গপুর, ৪ মে ঃ আইআইটিতে পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু! আবার রহস্যমৃত্যু আইআইটি খড়্গাপুরের এক ছাত্রের। রবিবার ভোরে আইআইটি খড়্গাপুরের এক ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। রহস্যময়ী তরুণীর ফোন পেয়ে হস্টেলের ঘর থেকে উদ্ধার ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ। রবিবার ভোরে পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ক্যাম্পাসে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম মহম্মদ আসিফ কামার। বয়স ২৪ বছর। তিনি বিহারের বাসিন্দা। খড়গপুর আইআইটিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার চতুর্থ বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন মহম্মদ। থাকতেন আইআইটির মদনমোহন মালব্য হলে (ক্যাম্পাসের মধ্যেই ছাত্র হস্টেল)। রবিবার তাঁর বাড়িতে যাওয়া কথা ছিল। তার আগেই উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ। ঘটনায় রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। আইআইটি সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে রুমের দরজা বন্ধ ছিল পড়ুয়ার। বন্ধুবান্ধব তাঁর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেনি বলেই জানিয়েছেন। রাতে দিল্লি থেকে এক তরুণী ফোন করে আইআইটি কর্তৃপক্ষকে জানান মহম্মদ আসিফ সম্ভবত আত্মহত্যা করেছেন। এই খবর পাওয়ার পরই কর্তৃপক্ষ, নিরাপত্তারক্ষী ও তাঁর বন্ধুরা আসিফের রুমের সামনে যান। ডাকাডাকি করেও সাড়া পাননি তাঁরা। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। পুলিশ এসে দরজা খুলে আসিফের ঝুলন্ত উদ্ধার করে। তাহলে কী প্রেমঘটিত কারণেই এই মৃত্যু? দিল্লি থেকে ফোন করা ওই তরুণী বা কে হন আসিফের? প্রেমিকা নাকি, পরিবারের সদস্য? পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণী কে তা জানা যায়নি। তবে তাঁর সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলার সময়ই এই ছাত্র আত্মহত্যা করেছেন বলে অনুমান করছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। সেই রিপোর্ট আসলেই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। এই নিয়ে গত চারমাসের মধ্যে ৩ পড়ুয়ার মৃত্যু হল খগড়পুর আইআইটিতে। যা হস্টেলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রবিবারের ঘটনায় কর্তৃপক্ষের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

গেট বন্ধে বিলম্বে লেভেল ক্রসিংয়ে যানবাহনের বাধায় কারণে সময়ানুবর্তিতা হারাচ্ছে ট্রেন

কলকাতা, ৪ মে ঃ পূর্ব রেল সর্বদা ট্রেন চলাচলের সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করছে। তবে, সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ৩১ টি ট্রেন পূর্ব রেলে সময়মতো লেভেল ক্রসিং গেট বন্ধ করা না যাওয়ায় সময়ানুবর্তিতা হারিয়েছে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে, ঐদিন মোট ৭৯ টি ট্রেন লেভেল ক্রসিং গেটে সড়ক যানবাহনের বাধার কারণে গেট বন্ধে বিলম্ব হওয়ায় সময়ানুবর্তিতা হারিয়েছে। বেপরোয়া চালকদের কারণে সৃষ্ট যানজটে বা ট্রেন আসার সংকেত (বাজার বা রোড সিগন্যাল) অগ্রাহ্য করে যানবাহন লেভেল ক্রসিংয়ে প্রবেশ করায় গেট বন্ধে সমস্যা হয়। দেখা যাচ্ছে, পূর্ব রেলের বিভিন্ন লেভেল ক্রসিংয়ে গেট বন্ধ হওয়ার সময় বা ট্রেন আসার সংকেত শোনা যাচ্ছিল এমন অবস্থায়ও বহু পথচারী ও সড়ক যানবাহন জোরপূর্বক লেভেল ক্রসিংয়ে প্রবেশ করেছে। এতে রাস্তায় যানজট তৈরি হয়েছে, যা শুধু সড়ক যান চলাচলেই বিলম্ব ঘটিয়েছে না, ট্রেন চলাচলের সময়ানুবর্তিতাও বিঘ্নিত হয়েছে। গেট সময়মতো বন্ধ না হলে শুধু আগত ট্রেনই বিলম্বিত হয় না, বরং পরবর্তী একাধিক ট্রেনও প্রভাবিত হয় এবং একে একে অনেক ট্রেনের সময়ানুবর্তিতায় প্রভাব পড়ে। এর ফলে সড়ক পথে বা ট্রেনে যাতায়াতকারী উভয় ধরনের যাত্রীরই গন্তব্যে পৌঁছাতে দেরি হয়। রেলওয়ে অ্যাক্ট, ১৯৮৯ অনুযায়ী, রেলপথের ওপর রেল প্রশাসনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের অধিকার রয়েছে, যা রেল অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত। রেলপথে রেলওয়ের 'রাইট অফ ওয়ে' বলতে বোঝায়, রেলপথে নিরবিচারে এবং নির্বিঘ্নে ট্রেন চালনার অধিকার। তাই রেল চলাচলের ক্ষেত্রে রেলই অগ্রাধিকার পায় এবং সড়ক যানবাহনকে রেল চলাচলে হস্তক্ষেপ না করে ট্রেন চলাচলের সুবিধার্থে সহায়তা করা প্রয়োজন, কারণ এটি বৃহত্তর জনস্বার্থে সহায়ক। লেভেল ক্রসিংয়ে সড়ক নিরাপত্তা বিধি অমান্য করে চলাফেরা করলে বড় ধরনের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থেকে যায়, যা রেল ও সড়ক উভয় পরিবহন ব্যবস্থাতেই ব্যাপক বিঘ্ন ঘটাতে পারে। যদি কোনও পথচারী বা সড়ক যানবাহনের চালক কর্তব্যরত গেটম্যানকে লেভেল ক্রসিং গেট বন্ধ করতে বাধা দেয়, তবে তা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় রেলওয়ে অ্যাক্ট অনুযায়ী। পূর্ব রেল সকল সড়ক ব্যবহারকারীর প্রতি পুনরায় আবেদন জানাচ্ছে যে, যখন লেভেল ক্রসিংয়ে ট্রেন আসার সংকেত বা লাল সিগন্যাল সংকেত জ্বলছে বা গেট বন্ধ হচ্ছে, তখন নিরাপদ দূরত্বে থেকে ট্রেন চলাচলের জন্য গেট বন্ধে সহায়তা করুন। লেভেল ক্রসিং গেট টি সঠিকভাবে বন্ধ ও খোলার ফলে সড়ক ও রেল উভয় পরিবহন ব্যবস্থার গতি স্বাভাবিক থাকবে এবং যানজট বা বিলম্ব এড়ানো যাবে।

ঠান্ডা পানীয়র সঙ্গে নেশার দ্রব্য খাইয়ে সর্বস্ব লুঠ যুবকের

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ৪ মে ঃ চলন্ত ট্রেনে যাত্রীকে ঠান্ডা পানীয়র সঙ্গে নেশা দ্রব্য খাইয়ে সর্বস্ব লুট করে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ। লাইনের ধারে পড়ে থেকে সাপের কামড়ে অসুস্থ যাত্রী, উদ্ধার করে ভর্তি করা হয়েছে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে। সূত্রের খবর , অসমের ডিব্রুগড় জেলার লালমাটি গ্রামের বাসিন্দা দীপক ছেত্রী (২২) নামে ওই যুবক। জানা গেছে, দীপক শিলিগুড়িতে বন্ধুদের সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছিলেন। ধূপগুড়ি স্টেশনে ট্রেনটি ঢোকার মুখেই তাকে ট্রেন থেকে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ যুবকের। বর্তমানে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। সূত্র মারফত জানা গেছে, ডিব্রুগড় থেকে চার বন্ধুর সঙ্গে কাজে আসছিলেন সেই যুবক। ট্রেনের মধ্যেই সঙ্গে থাকা বন্ধুরা ঠান্ডা পানীয় হওয়ার মধ্যে নেশা জাতীয় কিছু একটা খাইয়ে দেয়। এরপর পকেটে থাকা টাকা - মোবাইল ফোন সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে তারা পালিয়ে যায়। এলাকার বাসিন্দারা সেই যুবককে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি করান প্রশাসনের সাহায্যে। যুবকটির পরিবারের যে নম্বর মনে ছিল সেই মোবাইল নম্বর দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ, তাই পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি প্রশাসনের লোকেরা। অন্য কোনও মোবাইল নম্বর ও মনে নেই যুবকের, সঙ্গে নেই এই টাকা পয়সাও। তাই বাড়ি ফিরবেন কী করে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে যুবকটি । সমস্যায় প্রশাসনের কর্তারাও। যুবকটির পকেটে টাকা না থাকায় আশেপাশের রোগীর পরিজনেরা তাঁকে খাবার কিনে এনে দিয়ে সাহায্য করছেন। এমনকি খাওয়ার জল ও এনে দিচ্ছেন তারাই।

সাসপেন্ড সামশেরগঞ্জের ওসি-এসআই!

দুরন্ত বার্তা, সামশেরগঞ্জ, ৪ মে ঃ কয়েকদিন আগেই মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুরে বদলে গিয়েছে পুলিশ সুপার। এবার সাসপেন্ড করা হল সামশেরগঞ্জের ওসি শিবপ্রসাদ ঘোষ ও সাব ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অফিসার জালালুদ্দিন আহমেদকে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলা পক্ষ থেকে ইমেইল মারফত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। তাতেই চাপানউতোর শুরু হয়েছে প্রশাসনিক মহলে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই ওয়াকফ আন্দোলনের প্রতিবাদে হিংসার আগুন জ্বলেছিল মুর্শিদাবাদের একাধিক প্রান্তে। ওই অশান্তির সময়ে সামশেরগঞ্জ থানার দায়িত্বে ছিলেন এই দুই পুলিশ অফিসার। এবার তাদেরই সাসপেন্ড করাতেই শুরু নতুন চর্চা। অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদের এসপি সূর্য প্রতাপ যাদবকে সরানো হয়েছে কয়েকদিন আগে। সরানো হয়েছে জঙ্গিপুরের এসপি আনন্দ রায়কেও। তাঁদের জায়গায় এসেছেন নতুন অফিসার। প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদকাণ্ডে শুরু থেকেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নিয়ে ক্ষোভে প্রকাশ করে আসছে পদ্ম শিবির। অশান্তি ঠেকাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানোর দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানোর নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। আধা সেনার হাত শক্ত করে মুর্শিদাবাদে নজরদারি বাড়ায় বিএসএফও।

ব্রাউন সুগার-সহ ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ মে ঃ শিলিগুড়ির খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ ১০৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ একজনকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্তের নাম দিলীপ রাই। জানা গেছে, শনিবার গভীর রাতে খড়িবাড়িতে নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন পানিট্যাঙ্কির গৌরসিংহতে দিলীপের বাড়িতে অভিযান চালায় পানিট্যাঙ্কি চৌকির পুলিশ। দিলীপের বাড়ি থেকে ১০৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। পুলিশ দিলীপকে হেফাজতে নিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছে।

SWAMI VIVEKANANDA GRAM PANCHAYAT
AKSHAYNAGAR, KAKDWIP, Dist.- South 24 Pgs., W.B.

NIT NO.-234(20)/SVGP/2025 Dated-02/05/2025 NIT NO.-235(20)/SVGP/2025 Dated-02/05/2025 NIT NO-236(20) SVGP/2025 Dated-02/05/2025 NIT NO-237(20) /SVGP/2025 Last date of Submission On or before **13/05/2025 (up-to 5 PM)** Date of Opening **-15/05/2025 (From 02:00P.M)** (For viewing Tender:- **www.wbtenders.gov.in**) Thanking You

Sd/- Pradhan
Swami Vivekanand Garm Panchayat

জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে মাদারস ওয়াক্স মিউজিয়াম মেট্রো স্টেশন পরিদর্শনে জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ৪ মে ঃ শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে আজ, অর্থাৎ ০৩.০৫.২০২৫ তারিখে, অরেঞ্জ লাইনের জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে মাদারস ওয়াক্স মিউজিয়াম মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত পরিদর্শন করেছেন। এই পরিদর্শনের সময় মেট্রো রেলওয়ে এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (RVNL) এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তার সাথে ছিলেন। শ্রী রেড্ডি আজ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ (AAI) প্রাঙ্গণের ভিতরে বক্স পুশিং অবস্থানও পরিদর্শন করেছেন। মহাব্যবস্থাপক আজ সকালে জয় হিন্দ বিমানবন্দর স্টেশন থেকে তার পরিদর্শন শুরু করেন। তিনি এই স্টেশনের টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম, প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট, AFC-PC গেট, প্ল্যাটফর্ম এবং বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন পরিদর্শন করেন। মাদারস ওয়াক্স মিউজিয়াম স্টেশনে, শ্রী রেড্ডি প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট, প্ল্যাটফর্ম, এখানে উপলব্ধ বিভিন্ন যাত্রী সুযোগ-সুবিধা পরিদর্শন করেন। তিনি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।

মাধ্যমিকে পাশ না করায় আত্মঘাতী ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৪ মে ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফেল করায় বেলপাহাড়ির তামাজুড়িতে গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে এক ছাত্রীর আত্মহত্যা। জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম ফাল্গুনী হেমব্রম। ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি থানার তামাজুড়ি এলাকায় তার বাড়ি। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ফাল্গুনী এ বছর বেলপাহাড়ি থানার ভুলাভেদা জনকল্যাণ হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। শুক্রবার মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হয়। তাতে দেখা যায় যে ফাল্গুনী হেমব্রম ১৫০ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফেল করেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফেল করায় সে বাড়িতে মনমরা অবস্থায় ছিল। রবিবার সকালে তার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি গাছের ডালে , গলায় ওড়নার ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাকে ঝুলতে দেখেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি বেলপাহাড়ি থানার পুলিশকে জানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ ফাল্গুনী হেমব্রমকে উদ্ধার করে বেলপাহাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বেলপাহাড়ি থানার পুলিশ রবিবার মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। সেইসঙ্গে পুলিশ ঠিক কি কারণে ওই ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে তা খতিয়ে দেখছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/Borough-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

1) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/28/1/25-26/R
Name of Work : **Repairing of I.P and Concrete passages at 3A, 3B, 2B, Dr. M.N.C. Sarani, R.D. Street; Bipradas St. and other places in Ward No. 28**. Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 3,98,658.94**; Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **90 Days.**

2) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/28/2/25-26/R
Name of Work : **Repairing of I.P.S., Concrete and Paver Block passage & footpath at C.W. Road, Dr. M.N.C. Sarani, Garpar Road and other places in Ward No. 28**. Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 3,14,228.65**; Earnest Money : **Rs. 6,500.00**; Period of Completion : **90 Days.**

3) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/039/E06/25-26/BUSTEE
Name of Work : **Repairs to bustee collapse PIT, catch PIT, S.W. Pipe at 102/H/16, M.M. Burman St. 1, Kedar Banerjee, 14/15 Balak Dutta and other Bustee places in Ward No. 39**. Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,99,053.75**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of bid : **14.05.2025 - 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 3); The tender will be opened on : **16.05.2025 - 11 a.m.**; The bid forms and other details are available on and from **03.05.2025 - 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to3)

4) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/22/E7/25-26/R
Name of Work : **Repairing to passage at M. D. Road, Sovaram Bysack Street and different places in Ward No. 22**. Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 3,36,988.03**; Earnest Money : **Rs. 7,000.00**; Period of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of submission of bid : **13.05.2025 - 11 a.m.**; The tender will be opened on : **15.05.2025 - 11 a.m.**; The bid forms and other details are available on and from **02.05.2025 - 5 p.m.** The website : **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (C)/BR-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

1) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/5/25-26/R
Name of Work : **Repairing of water trench at Sridhar Roy Road, P.G. Road, G. J. Khan Road and surroundings disturbed by W/S department in Ward No. 66**. Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,40,619.82**; Earnest Money : **Rs. 4,900.00**; Period of Completion : **45 Days.**

2) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/98/24-25/D
Name of Work : **Restoration of passage at B/16/2A/H/14 and its surrounding in W/57**. Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,43,817.08**; Earnest Money : **Rs. 4,900.00**; Period of Completion : **30 Days.**

3) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/6/25-26/R
Name of Work : **Construction of Boundary wall at 33A/4, Canal South Road (Portion of community hall cum Ward Office) in W/57**. Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 3,03,401.10**; Earnest Money : **Rs. 6,100.00**; Period of Completion : **90 Days.**

4) NIT No. : KMC/EEC/VII/63/1/25-26/D
Name of Work : **Repairing of foothpath and other ancillary works at a portion of 9/1, Hunger Ford Street, 23 Camac Street, 8 No. Rowdon Street and 3A, Nanda Lal Basu Sarani etc. in W/63**. Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,94,695.54**; Earnest Money : **Rs. 5,900.00**; Period of Completion : **60 Days.**

5) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/3/25-26/R
Name of Work : **Desilting of gulley pit. catch pit at Miajan Lane, Dhapa Mallick Para etc. and its surrounding area in Ward 58**. Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,89,982.00**; Earnest Money : **Rs. 5,900.00**; Period of Completion : **180 Days.**

6) NIT No. : KMC/EEC/VII/56/5/25-26/R
Name of Work : **Desilting of CP and GPS at Bechulal Road, Hazrabagan Lane, Kamardanga Road and its surroundings in Ward 56**. Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,82,975.00**; Earnest Money : **Rs. 5,700.00**; Period of Completion : **90 Days.**

7) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/96/24-25/D
Name of Work : **Restoration of Bituminous Road at 7/H/20 Seal Lane, 1 Hatgachia, Dhapa, 9/H/9 Seal Lane, 70/E D. C. Dey Road and its surrounding area disturbed by CESC and natural wear and tear in WD 58**. Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,85,415.09**; Earnest Money : **Rs. 5,800.00**; Period of Completion : **45 Days.**

8) NIT No. : KMC/EEC/VII/64/4/25-26/R
Name of Work : **Desilting work at Bright Street, Tiljala Road, Karaya Road and its surroundings in Ward No. 64**. Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,87,017.50**; Earnest Money : **Rs. 5,800.00**; Period of Completion : **120 Days.** Last Date and Time of submission of bid : **16.05.2025 up to 2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 8); Tender will be opened on : **19.05.2025 at 2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 8); The bid forms and other details are available on and from **03.05.2025 at 6.55 p.m.** (for Sl. No. 1 to 8). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 8) **162/25-26**

সাউল ক্রেসপোকে অন্যত্র পাঠাবে ইস্টবেঙ্গল? প্রবল সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মেঃ বহু প্রত্যাশা নিয়ে এবারের সিজন শুরু করেছিল ইমামি ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। তৎকালীন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের নির্দেশ মতো মরসুমের শুরুতেই একের পর এক হাইপ্রোফাইল ফুটবলারদের দলে টেনেছিল কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। যা নিঃসন্দেহে খুশি করেছিল সকল সমর্থকদের। কিন্তু সাফল্য মেলেনি। গত বছর ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপের ফাইনাল খেললেও এবার ছিটকে যেতে হয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনালেই। যা ভালোভাবে নেয়নি সমর্থকরা। তবুও পরবর্তীতে দলের ভালো পারফরম্যান্সের আশায় বুক বেঁধেছিল সকলে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। দেশের প্রথম ডিভিশনের ফুটবল লিগ তথা ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রথম ছয়টি ম্যাচেই নাস্তানাবুদ হতে হয় দলকে। এই পরিস্থিতিতে দলের দায়িত্ব ছাড়েন কুয়াদ্রাত। পরিবর্তে দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় অস্কার ব্রুজনের হাতে। তাঁর তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল দল। কিন্তু খেলোয়াড়দের চোট আঘাতের পাশাপাশি নানাবিধ সমস্যার দরুন বারংবার ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। যার দরুন অনবদ্য লড়াই করে ও সুপার সিক্সের আশা জিইয়ে রাখা সম্ভব হয়নি তাঁদের পক্ষে। তারপরে ও কলিঙ্গ সুপার কাপ নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল সকলে। কিন্তু সেখানেও মিলেছে একরাশ হতাশা। দক্ষিণের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব কেরালা ব্লাস্টার্সের কাছে পরাজিত হয়ে ছিটকে যেতে হয় টুর্নামেন্টের প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে। গত বছর এই টুর্নামেন্টে শক্তিশালী ওড়িশা এফসিকে তাঁদের ঘরের মাঠে পরাজিত করেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লাল-হলুদ ব্রিগেড। কিন্তু এবার বজায় থাকল না সেই ধারা। সেই নিয়ে বর্তমানে ক্ষোভে ফুঁসতে শুরু করেছে সমর্থকরা। কিন্তু তবুও স্প্যানিশ কোচ অস্কার ব্রুজনের পাশাপাশি নয়া দায়িত্বে আসা থাংবোই সিংটোর তত্ত্বাবধানে নতুন সিজনের জন্য ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই সেই নিয়ে উঠে আসতে শুরু করেছে একের পর এক হাইপ্রোফাইল ফুটবলারদের নাম। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, মাদিহ্ তালাল বাদে বদল করা হতে পারে দলের অধিকাংশ ফুটবলারদের। যদিও এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত নয় বিষয়টি। যার মধ্যে এবার উঠে আসতে শুরু করেছে স্প্যানিশ তারকা সাউল ক্রেসপোর নাম। গত বছর এই মিডফিল্ডারের হাত ধরেই একের পর এক ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু এবার চোট আঘাতের সমস্যায় জেরবার থেকেছেন এই তারকা। যা নিঃসন্দেহে ভাবাচ্ছে সকলকে।

বোরজার সঙ্গে চুক্তি বাড়ানোর পরিকল্পনা এফসি গোয়ার

পানাজি, ৪ মেঃ গত কয়েক সিজন ধরেই ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে অনবদ্য পারফরম্যান্স করে আসছেন বোরজা হেরেরা। বছর কয়েক আগে হায়দরাবাদ এফসিতে যোগদান করার মধ্য দিয়েই প্রথমবারের মতো ভারতে এসেছিলেন এই স্প্যানিশ তারকা। সেবার দলের হয়ে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিলেন তিনি। যা নজর কেড়েছিল সকলের। তাঁর এমন অভূতপূর্ব পারফরম্যান্সের দরুন পরবর্তীতে তাঁকে দলে টেনে নেয় কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইমামি ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। বোরজার উপস্থিতি নিঃসন্দেহে অনেকটাই শক্তিশালী করে তুলেছিল লাল-হলুদের মাঝমাঠকে। স্বাভাবিকভাবেই যার প্রভাব পড়েছিল দলের পারফরম্যান্সে। এমনকি গত সিজনে কলিঙ্গ সুপার কাপ জয়ের ক্ষেত্রে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই তারকার। কিন্তু মরসুমের মাঝামাঝি সময় তাঁকে দল থেকে বাদ দিয়ে দেয় কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। পরবর্তীতে তাঁকে দলে টেনে নেয় মানোলো মার্কুয়েজের এফসি গোয়া। এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের আসায় আগের থেকে অনেকটাই আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে গোয়ার এই ফুটবল ক্লাব। এমনকি এবারের এই নয়া সিজনের শুর থেকে ও দারুন ছন্দে দেখা যায় গোয়া শিবিরকে। সেইসাথে একক দক্ষতায় ও যথেষ্ট নজর কেড়েছিলেন বোরহা। আইএসএলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাফল্য না আসলেও প্রথম থেকেই অন্যান্য দল গুলির সাথে চ্যাম্পিয়নশিপের অন্যতম দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছিল গোয়া শিবির। কিন্তু শিল্ড হাতছাড়া হওয়ার পর টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে পরাজিত হতে হয়েছিল শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসির কাছে। তবে সেই ধাক্কা ভুলে কলিঙ্গ সুপার কাপে ঘুরে দাঁড়ানোই অন্যতম লক্ষ্য ছিল এফসি গোয়ার। সেটাই হয়েছে এবার। প্রথম ম্যাচ থেকেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল ইকের গ্যারেক্সোনাদের। স্বাভাবিকভাবেই ফাইনালে উঠতে খুব একটা সমস্যা হয়নি এফসি গোয়ার। গত শনিবার সন্ধ্যায় সুপার কাপের ফাইনাল খেলতে নেমেছিল গোয়া। যেখানে তাঁদের লড়াই করতে হয়েছিল খালিদ জামিলের শক্তিশালী জামশেদপুর এফসির সঙ্গে। সম্পূর্ণ সময়ের শেষে তিনটি গোলের ব্যবধানে এই ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নেয় এফসি গোয়া দল। এই ম্যাচে জোড়া গোল পান বোরজা হেরেরা। পরবর্তীতে দিজন ড্রাজিচ একটি মাত্র গোল করেন দলের হয়ে। শেষ পর্যন্ত ম্যান অব দ্য ম্যাচ হিসেবে বিবেচিত হন বোরজা। তাঁর এমন পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে চমকে দিয়েছে সকলকে। হিসাব অনুযায়ী দেখলে চলতি বছরের মে মাসের শেষেই এফসি গোয়ার সঙ্গে চুক্তি শেষ হওয়ার কথা এই স্প্যানিশ তারকার। তবে এই বিদেশি ফুটবলারের অনবদ্য পারফরম্যান্স নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে সকলকে। শোনা যাচ্ছে, এবার এই তারকার সঙ্গে নতুন করে চুক্তি বাড়ানোর কথা ভাবছে এফসি গোয়া ম্যানেজমেন্ট। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী দুইটি সিজনের জন্য ও তাঁকে দলে রাখার কথা ভাবতে পারে এবারের সুপার কাপ জয়ীরা।

১ রানে জিতে প্লে-অফের দরজা খোলা রাখল কেকেআর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মেঃ ম্যাচটা ছিল নাইটদের কাছে মরণবাঁচন। হেরে গেলে এবছরের মতো প্লে অফ স্বপ্ন প্রায় শেষ হয়ে যেত। কথায় আছে, অতিরিক্ত ব্যর্থতার ভয় থাকলে সেই স্বপ্ন কখনওই পূর্ণ হয় না। তাই হয়তো এদিন খোলা মনে খেলার মন্ত্র নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন রাহানে, রাসেলরা। রাজস্থানকে রানে হারিয়ে নাইটদের প্লে অফে যাওয়ার স্বপ্ন এখনও জিইয়ে রইল। রাজস্থান রয়্যালসকে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের ষষ্ঠস্থানে উঠল কেকেআর। কেকেআরের জয়ে ভূমিকা রাখলেন আরআর-রা। এই আরআর-কে ভাবা যেতেই পারে শেষ বেলায় রাসেল-রিঙ্কু ঝড়। আবার শুরুতে রহমানুল্লাহ, রাহানে মিলেও কিন্তু নাইটদের ভালো জায়গায় পৌঁছে দেয়। ভালো খেলেন আরেক 'আর' রঘুবংশী। অবশ্য বলতেও হয়, রানা অর্থাৎ হর্ষিত রানার ২ উইকেটের কথাও। এদিন টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অজিঙ্ক রাহানে। যদিও শুরুটা ভালো হয়নি কেকেআরের। দ্বিতীয় ওভারে যুধবীর সিংয়ের বলে ১১ রানে আউট হয়ে সাজঘরে ফেরেন সুনীল নারিন। ঠিক সেখান থেকে আফগানি তারকা গুরবাজের সঙ্গে ইনিংসের হাল ধরেন অধিনায়ক রাহানে। পাওয়ার প্লে'র প্রথম ছ'ওভারে কেকেআরের স্কোর ১ উইকেটে ৫৬। যখন মনে হচ্ছিল বড় রানের পথে এগোচ্ছেন গুরবাজ, তখনই ছন্দপতন। মহিশা থিকশানার বলে ৩৫ রানের মাথায় ফেরেন তিনি। কেকেআরের রান তখন ৭.৩ ওভারে ৬৯। নাইট অধিনায়ক রাহানে ফিরলেন ২৬ বলে ৩০ রানে। কলকাতার রান

তখন ১২.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১১১। এরপরেই পাঁচ নম্বরে নামানো হয় ক্যারিবিয়ান ক্যারিবিয়ান তারকা আন্দ্রে রাসেলকে। ৪০৬ দিন পর কেকেআর জার্সিতে হাফসেঞ্চুরি করেন তিনি। কেবল তাই নয়, ছ'টা বিশাল ছয়ের বিস্ফোরণে তিনি অপরাজিত থাকলেন ২৫ বলে ৫৭ রানে। অঙ্গকৃষ রঘুবংশী করলেন ৩১ বলে ৪৪। শেষের দিকে রিঙ্কু সিং দু'টি ছক্কা হাঁকিয়ে ৬ বলে অপরাজিত থাকলেন ১৯ রানে। ২০৭ রানের পাহাড়প্রমাণ লক্ষ্যের কাছে খেই হারিয়ে ফেলেন বৈভব সূর্যবংশী। ইনিংসের শুরুটা বাউন্ডারি হাঁকিয়ে করলেও দ্বিতীয় বলেই আউট হতে হল। তাঁকে ফেরালেন বৈভব আরোরা। পরের ওভারেই মইন আলির বলে কোনও রান না করেই সাজঘরে ফেরেন এ ম্যাচে অভিষেক ঘটানো কুণাল সিং রাঠোর। যদিও যশস্বী জয়সওয়াল চেনা মেজাজেই ছিলেন। কিন্তু মইন আলির বলে একটা মিস হিট তালুবন্দি করেন রিঙ্কু সিং। এরপর নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট খুইয়ে ধুঁকতে থাকে গোলাপি বাহিনী। মাত্র ৭৫ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে বসে রাজস্থান। বরুণ চক্রবর্তীর 'রহস্য' তখন একেবারের পড়তে পারছিলেন না ধ্রুব জুড়েল, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গারা। দুই ব্যাটারই শূন্যে ফেরে বরুণের কাছে হার মেনে। রাজস্থানকে ম্যাচে ফেরান অধিনায়ক রিয়ান পরাগ। মইন আলির চতুর্থ ওভারে পাঁচ বলে পাঁচটি বিশাল ছক্কা হাঁকান তিনি। এই ওভারে ৩২ রান দিলেন মইন। এর পরের ওভারে বরুণ চক্রবর্তীর বলে এক রান নেন হেটমায়ার। পরাগ আবার ছক্কা হাঁকান। এভাবেই পরপর ছ'বলে ছ'টি ছয় মারেন তিনি। সেই যে পরাগের সুবাস ছড়ানো শুরু, তা থামল ৯৫ রানে। তখনই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। পরাগের সুগন্ধ ভুলিয়ে প্লে অফের স্বপ্ন চাঙ্গা রইল কেকেআর।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বাঁচা-মরার লড়াইয়ের আগে হতাশায় পুড়ল আর্সেনাল

লন্ডন, ৪ মেঃ এমিরেটস স্টেডিয়ামে শনিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে আয়োজকদের ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে বোর্নমাউথ। ডেক্লান রাইসের গোলে পিছিয়ে পড়ার পর, দ্বিতীয়ার্ধে ডিন হাউসেন ও এভানিলসনের গোলে জয় পেয়েছে সফরকারীরা। আসরে প্রথম দেখায় গত অক্টোবরে বোর্নমাউথের মাঠে ২-০ গোলে হেরেছিল আর্সেনাল। সেই ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার লক্ষ্যে নেমে আবারও পেল একই তেতো স্বাদ। লিগের শিরোপা লড়াই শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আগামী মরসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জায়গা পাওয়ার লড়াই এখনও বাকি। সেই চ্যালেঞ্জে ভালোভাবে এগিয়ে থাকলেও, সম্ভাবনাটাকে আরও জোরাল করতে পারল না আর্সেনাল। ৩৫ ম্যাচে ১৮ জয় ও ১৩ ড্রয়ে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে আর্সেনাল। তাদের চেয়ে ৩ পয়েন্ট কম নিয়ে তিনে ম্যানচেস্টার সিটি। একটি করে ম্যাচ কম খেলা নিউক্যাসল ইউনাইটেড ৬২ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে ও চেলসি ৬০ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে আছে। এতসব হিসেবের পাশে ক্লাবটিকে ঘিরে এখন সবচেয়ে বড় ভাবনা হলো আসছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালের লড়াই। প্রথম লেগে ঘরের মাঠে ১-০ গোলে হারায়, আগামী বুধবার পিএসজির মাঠে জিততেই হবে তাদের। এমন সময় বোর্নমাউথের কাছে পরাজয় কোনোভাবেই কাম্য নয়। প্রথম আধা ঘণ্টায় গোলের জন্য দলটির রাইস দুটি ও গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি একটি শট নিতে পারেন, যদিও কোনোটিই লক্ষ্যে ছিল না। ধারহীন ফুটবলে এই সময়ে একটিমাত্র শট নিতে পারে সফরকারীরা, সেটাও ছিল লক্ষ্যভ্রষ্ট। ম্যাচে প্রথম সুবর্ণ সুযোগটি পায় আর্সেনাল, ৩১তম মিনিটে। লিয়ান্ড্রো ট্রসার্ডের হেড গোললাইনে ঝাঁপিয়ে আটকান গোলরক্ষক। তিন মিনিটের মধ্যেই অবশ্য ওই হতাশা কেটে যায় দলটির। মার্টিন ওদেগোরের পাস ডি-বক্সে পেয়ে গোলরক্ষককে কাটিয়ে কোনাকুনি শটে দলকে এগিয়ে নেন ইংলিশ মিডফিল্ডার রাইস। ঘরের মাঠে আগের দুই ম্যাচেও জয়শূন্য আর্সেনাল দ্বিতীয়ার্ধেও অনেকটা সময় ব্যবধান ধরে রাখে। তবে ৬৭তম মিনিটে আচমকাই গোল খেয়ে বসে তারা। লং থ্রোয়ে ডি-বক্সে বল বাড়ান সেমেনিও, এবং দারুণ হেডে সমতা টানেন তরুণ ফুটবলার হাউসেন। প্রায় সমান-সমান বল দখলের লড়াইয়ে গোলের জন্য ছয়টি প্রচেষ্টা নিয়ে এটাই প্রথম লক্ষ্যে রাখতে পারে বোর্নমাউথ এবং তাতেই আয়োজকদের স্তব্ধ করে দেয় দলটি। আত্মবিশ্বাসী হয়ে এরপর টানা কয়েকটি আক্রমণ করে বোর্নমাউথ এবং ৭৫তম মিনিটে লক্ষ্যে দ্বিতীয় প্রচেষ্টাতেও সফল হয় তারা। গোলমুখে প্রতিপক্ষের প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখে আলতো এক ছোঁয়ায় গোলটি করেন এভানিলসন। গোলরক্ষক দাভিদ রায়া বলে হাত ছোঁয়ালেও আটকাতে পারেননি। পুরো ম্যাচে ওই দুটি শটই লক্ষ্যে রাখতে পারে বোর্নমাউথ। তাতেই তারা গড়ে ফেলল নতুন ইতিহাস। আর্সেনালের বিপক্ষে প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচে জয়ের মিষ্টি স্বাদ পেল দলটি। প্রথমবারের মতো লিগের এক আসরে তারা দুই দেখাতেই হারাল গানারদের। ৩৫ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের আট নম্বরে আছে বোর্নমাউথ।

চার ম্যাচ পর মেসির গোল, তিন ম্যাচ পর জয় পেল ইন্টার মায়ামি

ফ্লোরিডা, ৪ মেঃ মেজর লিগ সকারের ম্যাচে নিউ ইয়র্ক রেড বুলসকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দেয় ইন্টার মায়ামি। ঘরের মাঠে ভারতীয় সময় রবিবার সকালে শেষ হওয়া ম্যাচে মায়ামির হয়ে গোল করেন ফাফা পিঁকু, মার্চেলো ভাইগান্ট, লুইস সুয়ারেজ ও মেসি। এই ম্যাচের আগে ভ্যানকুভারের কাছে দুই লেগেই হেরে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায় নিয়েছে মায়ামি। সেই দুটি ম্যাচের মাঝে মেজর লিগ সকারে মরসুমের প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পেয়েছে ডালাসের কাছে। তিন ম্যাচ পর দলটি জয়ে ফিরল। ছোট্ট একটি হতাশার সময় কাটিয়ে গোলে ফিরলেন মেসিও। আর্জেন্টাইন জাদুকর গোল করলেন চার ম্যাচ পর। ঠাসা গ্যালারির সামনে ম্যাচের নবম মিনিটেই এগিয়ে যায় মায়ামি। ডানপ্রান্ত থেকে ভাইগান্টের ক্রস থেকে বল জালে পাঠান বক্সের ভেতর ফাঁকায় থাকা হাইতির ফরোয়ার্ড পিঁকু। ৩০তম মিনিটে ঠিক উল্টো ছবি। এবার বাঁ প্রান্ত থেকে ক্রস করেন পিঁকু। বক্সের ভেতর খুব কাছ থেকে হেড করেন ভাইগান্ট। তা ঠেকিয়ে দেন রেড বুলসের গোলকিপার। তবে বল তিনি মুঠোয় নিতে পারেননি। ছুটে যাওয়া বলে টোকা দিয়ে গোল করেন ভাইগান্ট। যদিও অফ সাইডের পতাকা উঠেছিল, তবে ভিএআর দেখে গোলের সঙ্কেত দেন রেফারি। প্রথমার্ধেই আরও একটি গোল করে মায়ামি। ৩৯তম মিনিটে মাঝমাঠ থেকে মেসি বল বাড়িয়ে দেন ডান প্রান্তে তাদেও আইয়েন্দেকে। তিনি বল নিয়ে বক্সের ভেতর ঢুকে আড়াআড়ি পাস দেন সুয়ারেজকে। এই ফরোয়ার্ড ডান পায়ে সরাসরি শট নেন। তবে তা ফিরে আসে এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে। ফিরতি বলে বা পাঁয়ে শট নিয়ে জালে পাঠাতে ভুল করেননি সুয়ারেজ। প্রথমার্ধেই একটি গোল ফিরিয়ে দেয় রেড বুলস। ৪৩তম মিনিটে মোহামেদ সোফোর হেড জালে ঢোকার মুহূর্তে আলতো টোকায় বল জালে পাঠান জাঁ-এরিক মাক্সিম চুপো-মোটিং। দ্বিতীয়ার্ধে কোনো দলই খুব বেশি আক্রমণ করতে পারেনি। এর মধ্যেই ৬৬তম মিনিটে মেসির

গোলে পূর্ণতা পায় মায়ামির জয়। তেলাস্কো সেগোভিয়ার সঙ্গে দারুণভাবে ওয়ান-টু খেলে বক্সের ভেতর গায়ে লেগে থাকা ডিফেন্ডারের চ্যালেঞ্জ সামলে বাঁ পায়ের ভলিতে গোল করেন মায়ামি অধিনায়ক। ১০ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার চারে এখন মায়ামি। ১১ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে কলম্বাস ক্রু।

ভাল্লাডলিডকে হারিয়ে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে গেল বার্সেলোনা

অনেক পরিবর্তন আনা বার্সেলোনা পিছিয়ে পড়ল শুরুতেই। অবনমন নিশ্চিত হয়ে যাওয়া রিয়াল ভাইয়াদলিদের জমাটরক্ষণের জন্য প্রথমার্ধে গোলরক্ষকের তেমন পরীক্ষাই নিতে পারল না হান্সি ফ্লিকের দল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ঠিকই ছন্দে ফিরল দলটি। ঘুরে দাঁড়িয়ে পেল দারুণ জয়।

স্প্যানিশ ফুটবল

ভাল্লাডলিড, ৪ মেঃ লা লিগায় পয়েন্ট টেবিলের দুই প্রান্তে থাকা দুই দলের ম্যাচে ২-১ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। শনিবার রাতে ইভান সানচেসের গোলে এগিয়ে যায় ভাল্লাডলিড। দ্বিতীয়ার্ধে রাফিনিয়া সমতা ফেরানোর পর দলকে তিন পয়েন্ট এনে দিয়েছেন ফের্মিন লোপেস। ইন্টার মিলানের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৩-৩ গোলে ড্র হওয়া ম্যাচ থেকে ৯ পরিবর্তন আনেন ফ্লিক। টিকে যান কেবল পেদ্রি ও জেরার্দ মার্তিন। এতো পরিবর্তনের খুব বেশি প্রভাব পড়েনি বার্সেলোনার খেলায়। গত আগস্টে দুই দলের সবশেষ দেখায় রাফিনিয়ার হ্যাটট্রিকে ৭-০ গোলে জিতেছিল বার্সেলোনা। চলতি মরসুম এখন পর্যন্ত যা তাদের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়। প্রতিপক্ষের মাঠে সবশেষ ম্যাচে অবশ্য তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল কাতালান ক্লাবটি। ২০২৩ সালে ৩-১ গোলে হেরেছিল তারা। সেই ম্যাচে বার্সেলোনা দ্বিতীয় মিনিটে পিছিয়ে পড়েছিল আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টিয়ানসেনের আত্মঘাতী গোলে। এবার ষষ্ঠ মিনিটে এগিয়ে গেল আয়োজকরা। সেখানে থাকল ভাগ্যের প্রবল ছোঁয়া। সানচেসের আপাত সাদামাটা শট রোনাল্দ আরাউহোর পায়ে লেগে অদ্ভুত বাউন্সে হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর। কিছুই করার ছিল না চোট কাটিয়ে ২২২ দিন পর মাঠে ফেরা বার্সেলোনা অধিনায়ক ও গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেনের। দশম মিনিটে লক্ষ্যে প্রথম শট রাখতে পারে সফরকারীরা। পাউ ভিক্তরের বাইসাইকেল কিক যায় সরাসরি গোলরক্ষক আন্দ্রে ফেরেইরার হাতে। পরের মিনিটে প্রতি আক্রমণ থেকে দারুণ সুযোগ পান রাউল মোরো। একটু এগিয়ে এসে তার শট ঠেকিয়ে ব্যবধান বাড়তে দেননি টের স্টেগেন। পঞ্চদশ মিনিটে লোপেসের দারুণ ক্রসে ভিক্তরের হেড কর্নারের বিনিময়ে ঠেকান

ভাল্লাডলিড গোলরক্ষক। ১৫ মিনিট পরে আনসু ফাতির বাঁকানো শট ঝাঁপিয়ে ফেরান ফেরেইরা। কাঁধে চোট পেয়ে ৩৬তম মিনিটে মাঠ ছাড়েন দানিয়েল রদ্রিগেস। মিনিট দুয়েক ওয়ার্ম আপ করে ৩৮তম মিনিটে মাঠে আসেন লামিনে ইয়ামাল। ডি বক্সে ভাইয়াদলিদের অসংখ্য খেলোয়াড়ের উপস্থিতিতে গোলরক্ষকের খুব একটা পরীক্ষা নিতে পারছিল না বার্সেলোনা। ইয়ামাল, ফাতি, লোপেসদের শট ঠেকিয়ে দিচ্ছিলেন আয়োজকদের কেউ না কেউ। পিছিয়ে থাকার হতাশা নিয়ে বিরতিতে যায় বার্সেলোনা। ৮২ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১৫টি শট নেয় সফরকারীরা, এর কেবল তিনটি ছিল লক্ষ্যে। অন্য দিকে ভাল্লাডলিডের দুটি শটই ছিল লক্ষ্যে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে রাফিনিয়া, ফ্রেংকি ডি ইয়ংকে মাঠে নামান বার্সেলোনা কোচ। তাতে বাড়ে সফরকারীদের আক্রমণের ধার। ৫১তম মিনিটে রাফিনিয়ার দারুণ ফ্রি কিক কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন ভাইয়াদলিদ গোলরক্ষক। গোলের জন্য এরপর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি বার্সেলোনার। ৫৪তম মিনিটে ইয়ামালের ক্রসে একটুর জন্য হেড করতে পারেননি আরাউহো। এগিয়ে এসে ফিস্ট করে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেন ফেরেইরা। বল পেয়ে যান রাফিনিয়া। বুক দিয়ে বল নামিয়ে ঠাণ্ডা মাথার শটে জাল খুঁজে নেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। ম্যাচে ফেরে সমতা। ছয় মিনিট পর চমৎকার গোলে বার্সেলোনাকে এগিয়ে নেন লোপেস। মার্তিনের ক্রসে ডি বক্সের ঠিক ভেতর থেকে দূরের পোস্ট ঘেঁষে জাল খুঁজে নেন এই তরুণ। ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি ভাল্লাডলিড গোলরক্ষক। ৬৯তম মিনিটে পায়ের দুর্দান্ত কারিকুরিতে গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিলেন এক্তর ফোর্ত। ডিফেন্ডাররা ঘিরে রাখলেও জায়গা করে নিয়ে শট নেন তিনি। পোস্টের ভেতর দিকে লেগে বল ফেরে মাঠে! ৭৪তম মিনিটে সমতা ফেরানোর দারুণ সুযোগ পায় ভাল্লাডলিড। অরক্ষিত হুয়ানমি লাতাসার শট দুর্দান্ত রিফ্লেক্সে হাত বাড়িয়ে ঠেকিয়ে দেন বার্সেলোনা গোলরক্ষক টের স্টেগেন। ছয় মিনিট পর গোললাইন থেকে ইয়ামালের শট ফিরিয়ে দেন ইতালিয়ান ডিফেন্ডার আন্তোনিও কান্দেলা। ৮৭তম মিনিটে ওলমোর ফ্রি কিক ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে ব্যবধান বাড়তে দেননি ফেরেইরা। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ডি বক্সের ঠিক বাইরে থেকে ফ্রি-কিক লক্ষ্যে রাখতে পারেননি রাফিনিয়া। ষষ্ঠ মিনিটে ফের একই চেষ্টায় ব্যর্থ হন তিনি। ৩৪ ম্যাচে ২৫ জয় ও চার ড্রয়ে ৭৯ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় বার্সেলোনা। এক ম্যাচ কম খেলা রিয়াল মাদ্রিদ ৭২ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুই নম্বরে।

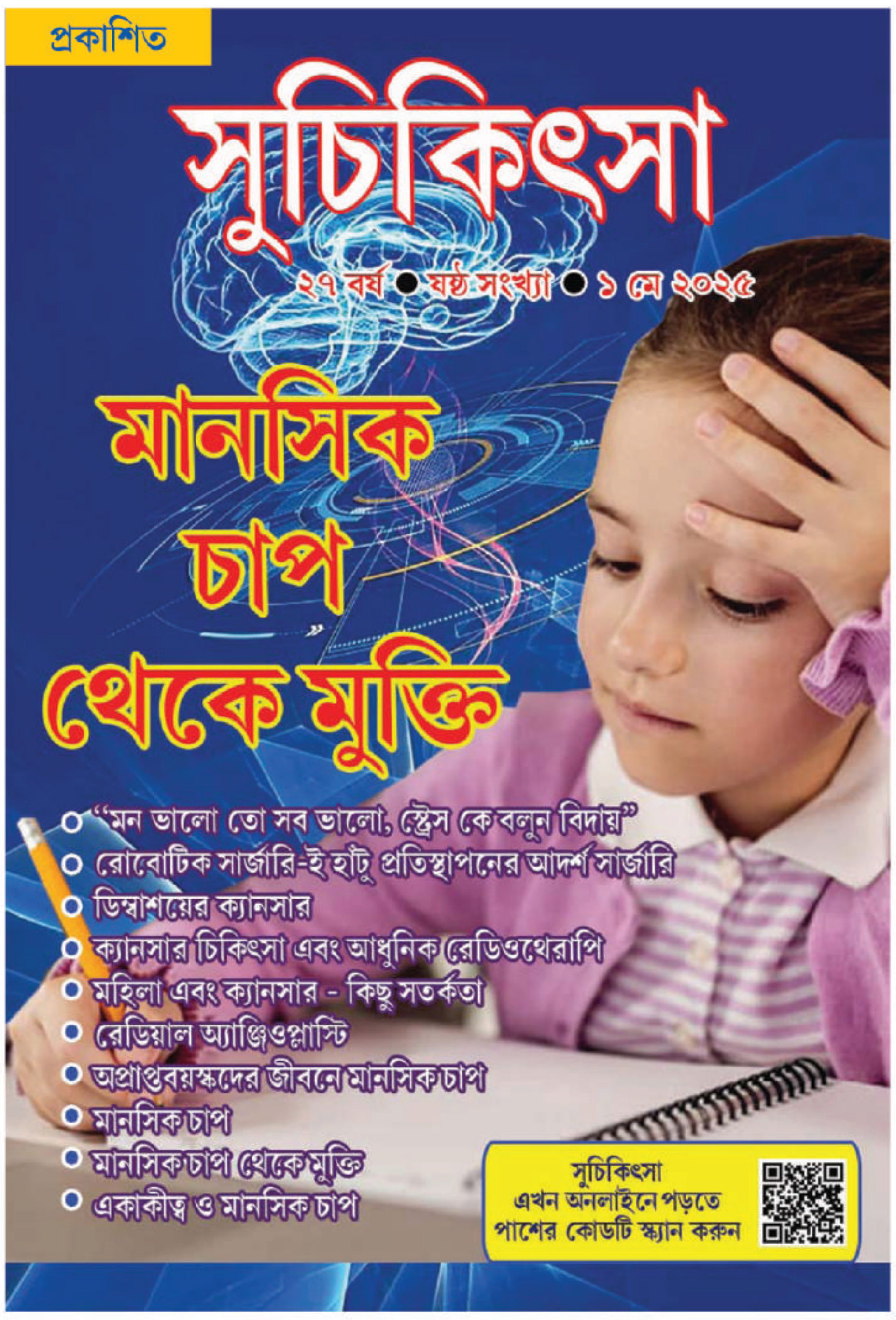

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com